থাকে, এবং উহার অগ্রভাগে ঠিক স্তনের "বোঁটার" মত "নিপল" থাকে। ঐরূপ প্রণালীতে দুধ খাওয়ান মন্দ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানতা আবশ্যক। যে মাইপোষ সহজে পরিষ্কার করা যাইতে পারে, যত্ন দেখিয়া ব্যবহার করা উচিত। নতুবা উহাতে হিত না হইয়া বরং অনেক সময় অহিত হইয়া থাকে। ঐ নলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়, দুধ জমিয়া দই হইয়া আছে, এবং উহা টক্। ঐ টক্ দই দুধের সঙ্গে মিশিলে তাহাও শীঘ্র কাটিয়া যায়, এবং টক্ হইয়া যায়। সুতরাং উহা ছেলেকে খাওয়াইলেই "অম্বল" হয়, পেটের অসুখ প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ছেলেকে কষ্ট দেয়। আমাদের দেশের বুড়ীরা যেমন অনেক সময় ছেলেকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া থাকেন, আজ কাল আবার অনেকে "চামচে" ধরিয়াছেন, এ দুটির কোনটি নিরাপদ নয়। ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ান হইতেছে, ছেলে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া লইল, এরূপ স্থলে অনেক সময়ে ছেলের ঠোঁট অথবা দাঁতের "মেড়ে" কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। চাম্‌চেতেও অনেক সময়ে তাই হয়।

শান্তি বলিলেন, আচ্ছা দিদি, আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা যে নরম কলমী প্রভৃতির নলে করিয়া দুধ্ খাওয়াইয়া থাকেন, সে ত মন্দ নয়। সরোজিনী বলিলেন, "হ্যাঁ বোন্ সেই বেশ। ঐ রকমে দুধ খাওয়াইলে যেমন কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই, তেমনই আবার একটা খুব উপকার আছে। ছেলে যখন মায়ের স্তনের বোঁটার সঙ্গে সেই কলমীর নল চুষিয়া দুধ টানিয়া লইতে থাকে, সেই সময়ে তাহার জিভের সহিত ঘর্ষণে প্রচুর লালা উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই লালা দুধের সহিত মিশিয়া হজমের পক্ষে খুব সহায়তা করে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "লালা ত তবে খুব্ উপকারী?" সরোজিনী বলিলেন, হ্যাঁ, খুব্ উপকারী বৈ কি। উপকারী বলিয়া ত ডাক্তারেরা ভাত খাইবার সময় জল খাইতে নিষেধ করেন। কারণ সেই সময় জল খাইলে, লালা জলের সহিত মিশিয়া অনেক নষ্ট হইয়া যায় এবং যাহা খাওয়া যায়, তাহার সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, কেন মা, অনেকে ত ভাত খাইবার সময় জল খাইয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি হজমের ব্যাঘাতের কথা ত কখন শোনা যায় না?" সরোজিনী বলিলেন, হাঁ তা শোনা যায় না বটে; লালা যেমন অনেক নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আর যে চারিটি রস আছে, তাহাদের দ্বারা হজম হইয়া যায়। পাঁচটি রসে শীঘ্র হজম হইত, চারিটি রসে একটু দেরি হয়; যেমন পাঁচজনের কাজ চারিজনে করিতে গেলে দেরি হইয়া থাকে।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "হ্যাঁ মা এবার বুঝ্‌তে পেরেছি।"

সরোজিনী বলিলেন, যতদিন না দাঁত উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুধ্ ব্যতীত অন্য

কিন্তু ছেলেকে খাইতে দেওয়া উচিত নয়। যখন সব দাঁত উঠিল, তখন জানিতে হইবে যে তাহার অন্য খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইয়াছে। সেই সময় অন্নপ্রাশনের প্রয়োজন।

আঁধারে আলোক।

১

সংসার! দিলেনা মম
ভালবাসা, ভক্তি স্নেহ
অভাগা দেখিয়া উহা
আমায় (ও) দিলেনা কেহ।
দুঃখেতে সহানুভূতি
সারল্যের খোলা প্রাণ
দিলেনা আমার ঠাঁই
করিলেনা প্রতি দান।

২

উৎসাহ ভাঙ্গিলে মম,
বিশ্বাসে দলিলে পায়,
সদাশা পূরাতে মোর
বাধা দিলে পায় পায়;
তোমার এ বন মাঝে
আছি ভগ্ন কাণ্ড প্রায়
দুর্দান্ত অশান্তি তায়
দলিতেছে প্রতি পায়।

৩

তবুও অধীর নহি
হইব, ভরসা আছে
বাসনাকে দিব বলি
না হয় তোমার কাছে।
ভয় ঘাত প্রতিঘাতে
অবশ্য হইবে মম
দুর্ব্বল কোমল মন
কঠিন পাষাণ সম।

৪

তা হইলে শান্তি দেবী
এ মম হৃদয়াসনে
করিবেন অবস্থান
স্বেচ্ছায় হসিতাননে,
দিবেনা নিবেনা তুমি
তায় ক্ষতি নাহি হবে,
হাসিয়া বাসন্তী ঊষা
খোলা প্রাণে কথা কবে।

৫

মৃদুল প্রভাত বায়
ফুলের আতর ল'য়ে
ধীরে ধীরে সসম্মানে
সস্নেহে যাইবে ব'য়ে।
গোলাপ, মল্লিকা যূথী
সৌভাগ্য গরব ভুলি
তুষিবে এ অভাগায়
মুদিত পাপড়ী খুলি।

৬

প্রভাত চাতকচয়
গাহিয়া মধুর গান
মাতাইয়া ধরাতল
মোহিত করিবে প্রাণ,

গ্রীষ্মের বিমলাকাশে
 উদিয়া চন্দ্রমা সাঁঝে
বরষিবে সুধা ধারা
 আমার হৃদয় মাঝে।

৭

বরষার নব মেঘ
 গম্ভীর গর্জ্জন করি
তুষিবে নয়ন মন
 বিজলীভূষণ পরি,
সুরঞ্জিত জলধনু
 গগনে উদিত হবে,
কেকা ভাষে শিখীকুল
 পেকম ধরিবে যবে—

৮

বিস্তারি সৌন্দর্য্য ছটা
 কদম্ব কুসুম চয়
হাসিয়া সরল হাসি
 তুষিবে মম হৃদয়।
শারদ চন্দ্রিকা রাশি,
 বিশ্ব প্রেমিকের ন্যায়,
ঢালিয়া অমিয়া ধারা
 তুষিবে এ অভাগায়।

৯

কল্লোলিয়া তরঙ্গিণী
 গাহিবে মধুর গান
ভুলিয়া তোমার রোষ
 তায় জুড়াইব প্রাণ।
মৃদুল পবন মাখা
 সুনীল সলিল রাশি
তুষিবে হৃদয় মম
 হেসে অকপট হাসি।

১০

তোমার পেষণ যন্ত্রে
 হয়েছে যা শতখান
জুড়ে গেঁথে মিশাইব
 নীলোম্মিতে সেই প্রাণ,
আতিথ্য করিবে মোরে
 ঋজু তীর-তরু চয়,
বিহগের সদালাপে
 হবে প্রাণ শান্তিময়।

১১

ভীষণ ভ্রূকুটী তব
 দেখে সদা কাঁপে প্রাণ,
পলাইব তব দূরে
 লয়ে আমি মানে মান,
দলিতেছ প্রতি পায়
 আছি আমি তব কাছে!
গর্ব্ব তেজি দেখ এবে
 আঁধারে আলোক আছে।

কু, রা।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানাফোর্ট ও হারমোনিয়ম।

(৩৪১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

অস্থায়ী।

২	১	২	১		২	১	২	১
·।	।	।	।		১।	।	।	।
গ	ঋ	গ	ঋ		সা	নি	সা	ঋ
						১		

	৩	৫	৪	৩	২	৩
+॥		৩।	।	৮	৮৭	।
	গ	সা১	নি	প	ম	প

অন্তরা।

৪	৪	৪	৪		৪	৪	৩	৪
·।	।	।	।		১।	।	।৭	।
প	প	প	প		প	প	ম	প

৩ ৪ ৫ ৪ ২ ৪
|+।৭ । । । | ৩। । |
| ম প ধ প | গ প | ।::

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়, এবং ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন করাকেও রাগ কহে।

ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ, যথা—

১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ বসন্ত, ৫ পঞ্চম ও ৬ নট নারায়ণ।

৩৬ রাগিণী, যথা,—

১। ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামকেলী, গুণকেলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।

২। মালশ্রী, ত্রিবলী, গৌরী, কেদারী মধুমাধবী ও পাহাড়ী।

৩। মল্লারী, সৌরটী, সারেবী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গারী।

৪। দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ি, ললিতা ও হিন্দোলী।

৫। বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, বড়হংসিকা, মালবী, ও পট মঞ্জরী।

৬। কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, ও হম্বিরা।

উল্লিখিত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী ব্যতীত আরও যে সকল রাগ রাগিণী ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে উহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ, অথবা উপরাগ ও উপরাগিণী বলে। হিন্দু সংগীত গ্রন্থে রাগ, রাগিণী ও উপরাগ ও উপরাগিণী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। ভরত ও হনুমন্ত মতে এক একটী রাগের পাঁচ পাঁচটী রাগিণী। ব্রহ্মার ও অন্য অনেক গীত তত্ত্ববিদের মতে রাগের ছয় ছয় রাগিণী।

রাগাদির পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ। কোন মতে এক এক রাগের আট আট পুত্র, কোন মতে ছয়, কোন মতে সাত।

রাগ তিন প্রকার, যথা—শুদ্ধ, সালঙ্ক এবং সংকীর্ণ। যে সকল রাগের সহিত অন্য রাগের সংস্রব থাকে না, তাহাদিগকে শুদ্ধ রাগ কহে। দুই রাগ মিশ্রিত হইয়া যে রাগ উৎপন্ন, তাহাকে সালঙ্ক কহে। বহু রাগ সংযোগে যে রাগ জন্মে, তাহাকে সংকীর্ণ বলা যায়।

শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ এই তিন জাতীয় রাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—ওড়ব, খাড়ব ও সম্পূর্ণ।

যে যে রাগ রাগিণীর স্বর বিন্যাসে সাত স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা সম্পূর্ণ জাতীয়। যে সকল রাগাদিতে ছয় স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে খাড়ব জাতি বলা যায়। আর যে সকল রাগ রাগিণী পাঁচ স্বর বিশিষ্ট, তাহারা ওড়ব জাতি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

কোন রাগ আলাপে যে স্বর প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গ্রহ। রূপের বিশ্রামক যে স্বর, তাহাকে ন্যাস কহা যায়।

রাগে যে স্বর স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ যে স্বর অন্য স্বর অপেক্ষা প্রধান বা যাহার বহুল প্রয়োগ হয়, তাহাকে অংশ বা বাদী কহে। রাগে মন্ত্রিবৎ যে

স্বর ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বাদী স্বরের অনুগত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাকে সম্বাদী কহে। পরে অবশিষ্ট যে স্বর ভৃত্যবৎ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে অনুবাদী কহে। রাগভ্রষ্টকর স্বরের নাম, অর্থাৎ রাগাদির অঙ্গে যে স্বর ব্যবহার হয় না, তাহাকে বিবাদী কহে।

রাগ রাগিণী আলাপচারি করিবার বিশেষ বিশেষ সময় দিবারাত্রির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং কতকগুলি আবার উৎসব বিশেষে গীত হইয়া থাকে :—যথা দেওয়ালী, ঝুলন যাত্রা ও দোলযাত্রা। কিন্তু শাস্ত্রে যে রাগ যে ঋতুতে গানের বিধি আছে, শিষ্টেরা যদি দেশাচার মতে অন্য সময়ে সেই রাগ গান করেন, তাহা হইলে দূষ্য হয় না এবং রঙ্গভূমিতে ও রাজার আজ্ঞায় সকল সময়ে সকল রাগ গান করা যাইতে পারে।

বেহাগ। কাওয়ালী।

{০✓ । ✓ | ১✓ ✓ ✓ ✓ |
নি সা নি | সা সা গ গ |

+✓ × × × × ✓ |
ম প প ম প ম |

৩× ✓ × ✓× × | }
গ ম ঋ গ সা |

অন্তরা।

০✓ ১× × ✓ ✓
প ম প ধ প

১✓ × × ✓ ✓ |
ম গ ম প ম |

+✓ × × ✓ ✓
গ ঋ ঋ গ ম

৩ × ✓ × ✓× × || }
গ ম ঋ গ সা ||

ঝুম। কাওয়ালী।

{+। । ৩। । ০। ✓ ✓
ঋ গ | ম প | গ ম ঋ |

ন: চ: দ:।

১✓ ✓ । | +। । | ৩। । |
গ ঋ সা | ধ প | ম গ |

০। । | ১। । | + ✓ ✓ |
ঋ গ | ঋ সা | সা নি সা |

৩✓ ✓ । | ০। । | ১। । }
ধ নি প | ম গ | ঋ সা

+। । | ৩✓ ✓ । ০✓ ✓ ✓
গ ম | গ ঋ সা নি সা ধ

✓ | ১✓ ✓ । |
নি | সা নি সা |

+✓ ✓ ✓ ✓ | ৩✓ ✓ । |
সা ঋ নি সা | ধ নি প |

০। । | ১। । |:}
ম গ | ঋ সা |

প্রবাদ বিচার।

(৩৪৬ সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

বাঙ্গালা ভাষা অনেক প্রবাদ স্বীয় জননী সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার কতকগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে :—

যথা—

১। মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।

২। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

৩। বুদ্ধি যার, বল তার।

৪। দুর্ভিক্ষ ক্ষণ কাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

৫। দশপুত্র সম কন্যা, যদি পাত্রে পড়ে।

৬। দারিদ্র দোষে, গুণ রাশি নাশে।

৭। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।

৮। অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই ইত্যাদি।

কতকগুলি অবিকল সংস্কৃত থাকিয়া বঙ্গভাষার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। যথা—

১। ঘৃতি পহস্তালক্ষ।

২। অদ্যভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ।

৩। ঋষি স্ত ন দোষায়।

৪। অন্নচিন্তা চমৎকারা।

৫। আতুরে নিয়মোনাস্তি।

৬। আত্মবঞ্চনাতে জগৎ।

৭। কা কস্য পরিবেদনা।

৮। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

৯। গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফর-ফরায়তে।

১০। গতস্য সূচনা নাস্তি।

১১। চটকস্য মাংসং ভাগ শতং।

১২। চন্দনং ন বনে বনে।

১৩। দারিদ্রদোষা গুণরাশিনাশী।

১৪। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

১৫। প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

১৬। প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

১৭। ফলেন পরিচীয়তে।

১৮। বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ।

১৯। বিদ্যারত্নং মহাধনং।

২০। বিষকুম্ভং পয়োমুখং।

২১। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

২২। মহাজনো যেন গতাঃ স পন্থা।

২৩। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

২৪। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধঃ।

২৫। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

২৬। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

২৭। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

২৮। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

২৯। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী।

৩০। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।

৩১। শতং বদ মা লিখ।

৩২। শত মারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্র-মারী চিকিৎসকঃ।

৩৩। শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।

৩৪। শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।

৩৫। শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং।

৩৬। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

কতকগুলি বিজাতীয় ভাষার প্রবাদ অবিকৃত বা কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া বঙ্গ-ভাষায় চলিয়া গিয়াছে। যথা—

১। মরদকী বাত হাতীকা দাঁত।

২। তৈয়ারী খানা ছোড় মৎ।

৩। এসা দিন নেহি রহেগা।

৪। এভি যায়েগা।

৫। হাম্ ছোড়া, লেকেন কম্লি নেহি ছোড়া।

৬। মরদের বাত, হাতীর দাঁত, পড়ে ত নড়ে না।

৭। মন চাঙ্গা ত, কেটো গঙ্গা।

৮। বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।

৯। বেগার খাটবে ত বেকার বুঝে না।

১০। তৈয়ারি ভাত ছাড়তে নাই।

১১। জোর যার, মুল্লুক তার।

১২। চাকুরি না গুখুরি। ইত্যাদি।

কাহারও স্বেচ্ছাচারিতা ও অমিতব্যয়িতা দর্শন করিলে লোকে সে সকল প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে, রাজরাজড়াগণের স্বেচ্ছাচারিতাদি অবলম্বনে সে সকল প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

১। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

২। ছক্কু বাবু।

৩। নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

৪। রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

৫। নবাব আর কি?

৬। নবাব পুত্র।

৭। নবাবি চাল। ইত্যাদি।

এইরূপে প্রবাদের সৃষ্টি হয়। যাঁহারা দেশের হিতৈষী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, প্রবাদ পুষ্টি ও রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নপর হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়, কেননা প্রবাদ দেশের অতীব উপকারী পদার্থ। যেমন প্রাচীরাদির উপর অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিলে তাহার অসংখ্য মূল প্রাচীরের অসংখ্য ছিদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে, প্রবাদসকলও তদ্রূপ সমাজের প্রত্যেকান্তরে প্রবেশ করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহার হিতসাধন করিতেছে। কোথাও সরল উপদেশ, কোথাও শ্লেষ, কোথাও ব্যাজস্তুতি, কোথাও উপমা, কোথাও আদর্শ ইত্যাদি দ্বারা যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে তাহাই করিতেছে। মনুষ্যসমাজে এমন বিষয় কিছুই নাই, প্রবাদ যাহাকে স্পর্শ না করিয়াছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, দান, আতিথ্য, তপস্যা, তীর্থাটন, অর্থনীতি, পরকাল, জ্ঞান, ভক্তি, স্বার্থ, পরার্থ প্রভৃতি সকলকেই প্রবাদ আপনার বিষয়ীভূত করিয়াছে। আমরা এক্ষণে ঐ সকল বিষয়ে দুইএকটী প্রবাদকে উদাহরণ স্বরূপে সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে দেখা যাউক প্রবাদ কোথায় কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন। অতিশয় দর্প, অতিশয় অভিমান এবং অতিশয় দান ইহার কিছুই ভাল নহে। প্রবাদ তাহাই দেখাইবার জন্য পুরাণ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন,—

"অতিদর্পে হতালঙ্কা
অতিমানেচ কৌরবাঃ,
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।"

সকলের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। সদ্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণও ভাগ্যচক্রের গতিবশাৎ

কখন কখন দুরবস্থায় পতিত হইয়া বড়ই ক্লেশ প্রাপ্ত হন। উন্নতির সময়ে যে সকল লোক তাঁহাদিগের অধীন ছিল, দুঃসময়ে হয়ত তাঁহাদিগকে সেই সকল লোকের অধীনতায় পতিত হইতে হইয়াছে। ইহা সংসারী লোকের পক্ষে সামান্য দুঃখ নহে। প্রবাদ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন,—

"অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিণী চাটে
বাঘের গাল।
শুন হরিণী তোরে কই, সময় গুণে
সবই সই।"

উৎকলের অনার্য্য শূদ্র।

পরাজিত অনার্য্যজাতি, কিরূপে ধীরে ধীরে আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়াছিল, আর্য্যশাসিত এবং অনার্য্যপ্লাবিত মধ্যপ্রদেশে, এবং ওড়িষায় * কিয়দংশে, সমাজস্তরের প্রতি সযত্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তাহার অনেক তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

যে অনার্য্য কৃষি-উপজীবী ওড়িষার আদিম অধিবাসী ওড় জাতি সর্ব্ব প্রথমে শূদ্রত্বে বৃত হইয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল, আজিও তাহারা ওড়িয়া নামে পরিচিত। আমি যখন (প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে) আমার একজন ভৃত্যের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম সে "ওড়িয়া," তখন বড়ই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। বাঙ্গালীর কাছে ওড়িষাবাসী মাত্রেই যখন ওড়িয়া, তখন বিশেষ জাতির 'ওড়িয়া' পরিচয়ে নবাগতের বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল। সেই কৌতূহল চরিতার্থের জন্য যত ইতিহাস পড়িয়াছি, হণ্টার সাহেবের ইতিহাস তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হণ্টার মহোদয়—একালের রাজনৈতিক বিভাগের হিসাবে ওড়িয়ার ইতিহাস লিখিয়াছেন; কাজেই মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ, যেখানকার ভাষা উড়িয়া—আচার ব্যবহারাদি সকলই উড়িয়া, সে দেশের কোন সন্ধান তাঁহার গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। সম্বলপুর অঞ্চলের কোন তত্ত্ব না লইয়া ওড়িষার ইতিহাস লিখিত হওয়ায়, অনেক ত্রুটী জন্মিয়াছে, একথা পূর্ব্বে আর এক প্রবন্ধেও দেখাইয়াছি।

একালের সভ্যতার স্রোত, বিদেশীয় বাণিজ্যের স্রোত, প্রচীনকালের মুসলমানদিগের প্রভুতা, কটক পুরীর এবং বালেশ্বরের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। কিন্তু ওড়িষায় গড়জাত বা ব্রিটিস্‌সীমা বহির্ভূত রাজ্যগুলি, এবং সম্বলপুরের অধিকাংশ স্থান, পাহাড় এবং

* 'উড়িষা' না লিখিয়া 'ওড়িষা' লিখিলাম, কারণ তাহাই প্রকৃত নাম। যাঁহাদের দেশ, তাঁহারা বলেন ওড়িষা; ইংরাজীতে লিখিত হয় Orissa; কেবল বাঙ্গালায় চলিয়াছে উড়িষা। ওড়িষা শব্দে বিশেষরূপে এস্থানকার ইতিহাস সংযুক্ত আছে; কাজেই বাঙ্গালার প্রচলিত ভুলটী পরিত্যাগ করিলাম।

বনের কৃপায়, মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে চিরদিন সুরক্ষিত ছিল। এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ; কাজেই খাঁটি প্রাচীন অবস্থা অপরিবর্ত্তিতভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এখনও কেবল সম্বলপুর জেলাটুকু ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত ; কিন্তু ইহার ৮৸৹ গুণ ভূভাগ দেশীয় রাজ-শাসনে শাসিত। কাজেই এ অঞ্চলে প্রাচীন ভাবের যেমন অটুট ছবি পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নহে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কৃপায়—এ প্রাচীনত্ব আর বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না ; শীঘ্রই এদেশের পাহাড় ও বনপ্রদেশ পাশ্চত্য সভ্যতার স্রোতে পরিপ্লাবিত হইবে। ইহাতে দেশের সুখ বাড়িবে কি দুঃখ বাড়িবে বিধাতা জানেন ! অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে নহে। ঈশ্বর করুন যেন দেশের লোক প্রাচীনকালের ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, সরলতা এবং আড়ম্বরশূন্যতা, সভ্যতার নামে বলিদান না করেন।

ওড়িষা এবং মধ্যপ্রদেশে যত "স্পর্শ্য" অনার্য্যশূদ্রজাতি আছে, তাহার মধ্যে "ওড়" জাতি কেবল "মানবধর্ম্মশাস্ত্রে" উল্লিখিত আছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইবার পরেও অনেক অনার্য্যজাতি হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে ; শাস্ত্রে তাহাদের উল্লেখ নাই অথচ তাহাদের হাতের জল ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ব্যবহারে লাগিতেছে। প্রাচীন অন্যান্য শূদ্রজাতির মত "ওড়" দিগেরও শ্রেষ্ঠবর্ণের কাছে বশ্যতা বা দাসত্ব সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সুদ প্রভৃতি অনেক জাতি এখনও সম্পূর্ণ দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হয় নাই ; এখনও অনেক বিষয়ে তাহারা আপনাদিগের প্রাধান্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পায়। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার, কিম্বা—স্পর্শ করার বিষয়ে, গোপ নাপিত প্রভৃতি সৎশূদ্রদিগের কোন আপত্তি নাই ; বরং সেটা তাহারা পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এ অঞ্চলের কোন কোন গোয়ালা জাতি, 'ওড়'দিগের একটি সম্প্রদায়, এবং সুদ প্রভৃতি শূদ্রেরা ; কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। 'ওড়'-দিগের যে সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে নাই, তাহারা পাথর কাটার কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ এবং অন্যান্য শিল্পবিদ্যার কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। যাহারা প্রাচীনকালে ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিত, শিল্পী-দিগের অপেক্ষা তাহারা যে বেশী আদৃত হইত, প্রাচীন জাতিবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কাজেই 'কৃষক ওড়' জাতিই মনুর গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে সন্দেহ নাই। এই কৃষক ওড়েরা দাসত্বে অন্যান্য শূদ্রের অনুরূপ। পরে যখন ওড়িষায় মন্দিরাদির সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই হয় ত অন্য শ্রেণী আদৃত হইয়া সমাজভুক্ত হয়। যাহারা আদর পাইয়া কাছে আসে, দায়ে ঠেকিয়া যাহাদিগকে দলে পুরিয়া লইতে হয়,

তাহারা যে একটুখানি আপনাদের সম্মান বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর যে গোয়ালা জাতির কথা বলিতেছিলাম, তাহাদের বিশেষত্ব আরও অধিক। ইহারা যে খুব অল্পদিন আর্য্যসমাজভুক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য অনার্য্যজাতির মত ইহারা মদ খায়, কুক্কুট মাংস খায়, শূকরাদি খায়;—কেবল দুগ্ধ দই বিক্রয় করে বলিয়া ইহারা গোয়ালা। কিরূপে ইহারা আর্য্যসমাজভুক্ত হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভাই বা আর কেহ, যখন বিস্তীর্ণ বনপ্রদেশ কেবল আরণ্যজাতি পরিপূর্ণ দেখিয়া—জনকতক লাঠিয়ালের সাহায্যে সেখানে আসিয়া রাজা হইয়াছিলেন, তখন আর্য্যনিবাস হইতে কৃষি, শিল্পী বা ব্যবসায়ী কেহ সঙ্গে আসে নাই। এখানে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছেন, করণাদি বর্ণও রাজকার্য্যের জন্য বিদেশবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন দূরদেশের ব্যবসায়ী জাতি আসে নাই তাহা নিশ্চিত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ একালেও এই শ্রেণীর লোক বড় দেশভূঁই ত্যাগ করে না। অনার্য্য গোয়ালা মদ্যপায়ী বা কুক্কুট মাংসাশী হইলেও, গোপজাতি সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত বলিয়া, ইহাদিগকে সমাজভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই আরণ্যজাতি পোষ মানিবে কেন? তাহারা যখন দেখিল যে আর্য্যেরা উচ্ছিষ্ট স্পর্শকারী শূদ্রদিগকে নীচ বলিয়া জ্ঞান করে, তখন আপনার মান বজায় রাখিবার জন্য ইহারা আর্য্যজাতির উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে স্বীকৃত হইল না।

সামাজিক আরও অনেক গুরুতর বিষয় আছে, যাহাতে এই সকল অনার্য্য শূদ্রগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব ব্যবহার সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিধবার বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিধবার বিবাহে, আর্য্যসমাজের শাস্ত্রেও বিধি আছে; কিন্তু আর্য্যগণ যখন ওড়িষা অধিকার করেন, তখন আর্য্যসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই অনার্য্যেরা, আর্য্যসমাজে যাহা ঘৃণিত, তাহাও বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বিধবা বিবাহিতা হয়, স্বকুলে হয়-পর কুলেও হয়। কিন্তু স্বকুলে বিবাহিতা হইতে হইলে দেবরকে স্বামী করিতে হয়। এই দেবর-স্বামী গ্রহণ করিবার প্রথা, আর একটি অতি প্রাচীন প্রথার সাক্ষ্যদান করিতেছে, কিন্তু এখানে সমাজতত্ত্বের সে কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া ভয়ে লিখিলাম না। এখানে লিখিলাম না; হয়ত অন্য প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন হইবে। কারণ আর্য্য অধিকারের পূর্ব্বে উৎকলের আর্য্যসমাজ কিরূপ ছিল, তাহা না লিখিলে কথা সম্পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গালা প্রবচন।

শ (শেষ)।

১। শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।
২। শিকারী বিড়ালের গোঁপ দেখিলে
চেনা যায়।
৩। শিখান কথায় কদিন চলে ?
৪। শিখেছো কোথায় ?
না ঠেকেছি যেথায়।
৫। শিঙ ভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।
৬। শিঙ্গুল ফুল।
৭। শিঙ্গে ফোঁকা।
৮। শিঙ্গে হাতড়ান।
৯। শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।
১০। শিয়রে শমন
তোর রয়েছে বসিয়ে।
১১। শিয়রে রাজা,
কোটালের দোহাই।
১২। শিয়ালের ডাক।
১৩। শিয়ালের যুক্তি।
১৪। শিরে করিলে সর্পাঘাত,
তাগা বাঁধিবি কোথা ?
১৫। শিরে সংক্রান্তি।
১৬। শিরোনাস্তি শিরোব্যথা।
১৭। শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়া।
১৮। শিব নাচে রঙ্গে,
পার্ব্বতী নাচে সঙ্গে।
১৯। শিব রক্ষক বন, বন রক্ষক শিব।
২০। শিবের জামাই শিব।
২১। শিবের সঙ্গে খোঁজ নাইকো,
গাজনের ঘটা ভারী।
২২। শীলং সর্ব্বত্র ভূষণং।
২৩। শুক বলে আমার কৃষ্ণের
মাথায় ময়ূর পাখা,
শারী বলে আয় আমার
রাধা নামটী লেখা।
২৪। শুক মলো মুখ দোষে,
নালিক মলো সেই ত্রাসে।
২৫। শুকনা কাঠে বজ্রাঘাত বা
ব্রহ্মশাপ।
২৬। শুকনা গাছে জল ছেঁচা।
২৭। শুকনা ঘায় আকন্দের আটা।
২৮। শুকনা ডাঙ্গায় ভরা ডুবি।
২৯। শুধু কথায় পেট ভরে না।
৩০। শুধু গৌর নয় গৌর হরি।
৩১। শুধু পাতে ভাঁড় বাঁধা।
৩২। শুন্‌লো সাড়া ত নিলো পাড়া।
৩৩। শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং।
৩৪। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।
৩৫। শুঁড়ীর নাই কান,
মুচীর নাই নাক।
৩৬। শুওরের কপালে
গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।
৩৭। শুওরে গোঁ।
৩৮। শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।
৩৯। শেয়াকুলের কাঁটা।
৪০। শেয়ান ঘুঘুর ছা
ফাঁদে পা দেয় না।
৪১। শেয়ান ঠক্‌লে বাপকে বলে না।

৪২। শেয়ান পাগল।

৪৩। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
মুঠম হাত আড়াআড়ি।

৪৪। শেষ বেশ।

৪৫। শেষ সুখ পরম সুখ।

৪৬। শোকে পাথর।

৪৭। শৌল চেঙ্গও সোজে না,
পোলা চেঙ্গেয়াও বোঝে না।

৪৮। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

৪৯। শ্রদ্ধার ছাই,
হাত পেতে খাই।

৫০। শ্রাদ্ধ গড়ায়।

৫১। শ্রীঘর।

৫২। শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী,
দিন পাঁচ সাত আদর ভারি।

৫৩। শ্বেত চামর আর কোষ্ঠা পাঠ।

পুত্রশোকে আত্মহত্যা।

সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য সুসভ্য জগৎ চিরকালই মহাব্যগ্র ও সবিশেষ যত্নশীল; কেন না সুশিক্ষা-বিরত মানবজীবন পশুজীবন হইতেও জঘন্য। মানুষকে মানুষ করাই সুশিক্ষার প্রয়োজন। এই নিমিত্ত শিক্ষা, সুশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির প্রবাহ আবহমানকাল হইতে প্রবল বেগেই চলিয়া আসিতেছে। সুসভ্য ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষা কেবল পুরুষনিষ্ঠ নহে, রমণীগণের মধ্যেও সমভাবে চলিতেছে। সে সকল দেশে কোন কোন অংশে শারীরিক আকারগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে স্ত্রীপুরুষের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাংসারিক কার্য্য ইত্যাদি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ঐ সকল দেশের অনুকরণে এবং ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীশিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে ভারতেও অনেক দিন হইতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় যাহা হইতেছে সকলই ভাল, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। তবে কেন যে তিনি আমাদের সুশিক্ষা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীন করিবার জন্য আমাদিগকে মতিগতি দিতেছেন না, তাহা ভাবিয়াই দুঃখ হয়।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, আমরা এইরূপ মনে করিয়া থাকি। যদি বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থাবলী তাদৃশ সমীচীনতা সহকারে নির্দ্দিষ্ট করার প্রথা থাকিত,তাহা হইলে আমাদের ঐরূপ মনে করা সঙ্গতই হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যাবলী সেরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। মনুষ্যের জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যের জীবন করিতে হইলে কত প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা চিন্তাশীল, দূরদর্শী মনস্বী ব্যক্তিগণই অনুভব করিতে পারেন।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর যেখানে যতপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার ফলে জীবকে প্রায় সংসারাসক্ত ও বহির্ম্মুখ করে। ভারতীয় আর্য্যশিক্ষার প্রণালী তাহার বিপরীত। আর্য্যশিক্ষার প্রভাবে জীব অনাসক্ত ও অন্তর্ম্মুখ হয়। ফলে যিনি যতই সুশিক্ষিত হউন, তাঁহার শিক্ষার সহিত একটু অনাসক্তি বা বৈরাগ্য না থাকিলে তাঁহাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। বৈরাগ্যবিহীন বিদ্যা জীবকে সুখী ও নিরাপদ করিতে পারে না। আর্য্যশাস্ত্রে না আছে, এমন শিক্ষাই নাই; কিন্তু বৈরাগ্য যে সকল শিক্ষার অগ্রগণ্য, উহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

এমন লোকও অনেক আছেন, যাঁহারা আর্য্য শিক্ষাকে সুশিক্ষা বলিতে কুণ্ঠিত হন এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ইউরোপীয়গণের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্যের সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করে না। তাঁহাদিগের জন্য একটী গল্প করি।

ভূতপূর্ব্ব চিফ্ সেক্রেটারি এড্গার সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি যে আর্য্যশিক্ষার সম্মান উত্তমরূপেই করিতেন, তাহাও অনেকে অবগত আছেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার, তখন এদেশীয় কোন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে বলিয়াছিলেন,--"ভারতে আগমনের পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং হিন্দুস্থানকে একটী শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়াও মনে করিতাম; কিন্তু এদেশে আসিয়া এবং নানাস্থানের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমার সে সকল সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুগণকে এখন অতি নীচ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কেননা যে জাতির "রামায়ণ মহাভারত" আছে, সেই জাতি কি না তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন পুত্র কন্যাগণকে অন্ত্যজ জাতির রচিত গ্রন্থের অনুবাদ পড়াইতেছে"।

যে শিক্ষা প্রভাবে ধন জনাদির মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া অনাসক্ত চিত্তে সংসারের সুখ ভোগ করা যায়, আমাদের বালক বালিকাগন ও যুবক যুবতীবৃন্দ সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এই কথাটী বলিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। ঐরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারই হইতেছে না। অধিকন্তু নবীন প্রণালীতে শিক্ষিতা নবীনাগণ যেন সাংসারিক মায়া মোহে অধিক জড়াইয়া পড়িতেছেন। ঐ শিক্ষার প্রভাবে ঘরে ঘরে নগরে নগরে পূজা অর্চ্চা, কর্ম্মকাণ্ড, আভরণ পরিচ্ছদ, ভোজন বিলাস এবং গ্রন্থ রচনা, গ্রন্থ প্রচার, আলোচনা, সভা সমিতি, বক্তৃতা, পরোপকার ইত্যাদির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও পারিপাট্য হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রিতাপ জ্বালার করালগ্রাস হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার কি উপায় হইতেছে? যদি দুঃখদাবানলে সংসার ভস্ম হইতে চলিল, তবে শিক্ষায় আমাদের

হইল কি? যে সকল দুঃখ দূর করা মনুষ্যের চেষ্টাসাধ্য, তাহা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলও হইতেছে; কিন্তু যে সকল দুঃখ অপ্রতিবিধেয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি হইতেছে? ভীষণ তরঙ্গাকুল ভব সমুদ্রে ভাসমান জীবকে উঠিতে বসিতে তরঙ্গের আঘাত পাইতে হয়; সে আঘাতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমরা কি করিতেছি?

বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে,—"বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো।" আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিও তদ্রূপ। শিক্ষার জন্য কত যত্ন, কত অর্থব্যয়, কত আড়ম্বর হইতেছে; কিন্তু এক আত্মজ্ঞানের অভাবে সকল শিক্ষাই "ফস্‌কা-গেরো" হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি কোন রমণী অহিফেণ সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে দুইটীর দেহান্তর হইয়াছে। তিনি সেই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। অথচ সুশিক্ষিতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইহা কিরূপ সুশিক্ষা বুঝিতে না পারিয়া সম্বাদটী শ্রবণ মাত্র আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। অথবা যদি তিনি অশিক্ষিতাই হন, হিন্দুর ঘরের মেয়ে বটেত! তাঁর এত মায়া মোহ কেন? শুদ্ধ ঐ সম্বাদটী নহে;—ঐ জাতীয় সম্বাদ প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয়। কোন রমণী বা পতির অসদ্ব্যবহারে অভিমানিনী হইয়া আত্মঘাতিনী হয়েন। কেহ বা সপত্নী অথবা শ্বশ্রূর গঞ্জনা সহ্য করিতে অশক্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোন প্রৌঢ়া বা প্রাচীনা পুত্রবধূর সহিত কলহ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইত্যাদি অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এদেশীয় রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় দশার পরিহারার্থই স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত যত্ন হইতেছে। এ যত্ন সহস্রবার প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যদিও কোন রমণীর "পুত্রশোকে আত্মহত্যা" উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তথাপি কেবল দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার অসম্পূর্ণতার আলোচনা করাই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। দেশীয় সাধারণ শিক্ষার আলোচনাই উহার বিষয়ীভূত। আত্মাভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা, আশাভঙ্গ, ঋণদায়, পরিজনগণের সহিত কলহ, ইত্যাদি কারণে কত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

কেহ কেহ আত্মহত্যাকে মানসিক উৎকট রোগমূলক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে এককালে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ মনে করা যায় না। কেননা যেরূপ মানসিক রোগ আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি প্রদান করে, সে রোগ অধিকস্থলে

অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই। ইহার সাক্ষিস্বরূপে অনেকেই বর্ত্তমান আছেন। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুশিক্ষিতগণেরও ঐ রোগ প্রথমে মনে জন্মলাভ করিয়া শেষে শরীরকে এরূপে আক্রমণ করে যে, তখন আত্মনাশ একরূপ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সেরূপ স্থল অতি বিরল। স্বকৃত ঘোর দুষ্কৃতির জন্য কোন কোন মানসিক রোগের যাতনা এরূপ দুর্ব্বিষহ যে, আত্মনাশ ভিন্ন প্রায়ই তাহার প্রতীকার হয় না। যদি কেহ সেরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মনাশ করেন, ঐ রোগের যাতনা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন না। কিন্তু সচরাচর যত আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মায়ামোহমূলক। সেইগুলি সুশিক্ষার দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, এ প্রবন্ধে কেবল সেই কথাটী বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ধর্ম্মের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্মুখে মশান। মশান শ্মশানের নামান্তর নহে, মশানে ও শ্মশানে বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মশান যদিও আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত নহে, তথাপি উহার বিষয় শুনা আছে এবং উহা কল্পনার অতীতও নহে। যথায় অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়, এখন যেমন সে স্থানটীকে আমাদের দেশে ফাঁসিখানা বলে, পুরাকালে তদ্রূপ স্থানকে মশান বলা হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ফাঁসী-দ্বারা বা তাড়িতযোগে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না অথবা অতিপূর্ব্বকাল-প্রচলিত শূল প্রথাও ছিল না। এই সময় প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধিগণ যে বধ্য ভূমে চণ্ডালের কুঠারাঘাতে প্রাণত্যাগ করিত, সেই স্থানটীকে মশান বলা হইত। এইরূপ ঘাতুক চণ্ডালগণ জল্লাদ নামে অভিহিত ছিল। শ্মশান দর্শনে মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় বিষাদমিশ্রিত শান্তির আবির্ভাব হয়—মুহূর্ত্তের জন্য সংসারে বিরাগ জন্মে—মুহূর্ত্তের জন্য শ্মশানবাসই জীবনের চিরশান্তি বলিয়া অনুভূত হয়—মুহূর্ত্তের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইবার বাসনা তিরোহিত হয়। শ্মশানদর্শনে মনে কতরূপ কল্পনার উদয় হইতে থাকে এবং শ্মশানকে বিশ্বে পবিত্র ও নিত্য বলিয়া বোধ হয়, আর—"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ। ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্, যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥" কবিবর কালিদাসের এই বাক্যের সারত্ব স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্মশানে যেরূপ অলক্ষ্যে শান্তি বিরাজ করে, মশানে সেইরূপ অলক্ষ্যে কেমন একটু বিভীষিকা বিরাজ করে। মশান যেন পিশাচের রঙ্গভূমি, বিভীষিকার বিকটমূর্ত্তি।

এইরূপ মশান দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ কৌণ্ডিল্য নগরে যাইতেছিলেন, এই বধ্যভূমি কৌণ্ডিল্যরাজের অধিকারভুক্ত। অশ্বারোহীর অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে ধীর গমনে চলিতেছিল, এমন সময় শিশুর সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি অশ্বারোহীর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি অশ্ব-রশ্মি সংযত করিয়া পুনর্ব্বার সেই ধ্বনি আকর্ণন করিবার আশায় তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখিতে পাইলেন যে দুইজন জল্লাদ বেশধারী পুরুষ ঐ মশান হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া তিনি একলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পলাতক ব্যক্তিদ্বয়কে ধৃত করিয়া সুমিষ্ট বচনে বলিলেন "তোমরা অসময়ে এই মশানে কেন আসিয়াছিলে? যদি এই রাজ্যে কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত, তাহা হইলে আমি সে বিষয় অবশ্যই অবগত থাকিতাম, যেহেতু আমি এই রাজ্যের রাজমন্ত্রী, আমার নাম কলিঙ্গ। তোমরা নির্ভয়চিত্তে অকপট মনে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, যদি তোমরা কোন অন্যায়াচরণ করিয়া থাক, তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিব।" পলাতক দ্বয় ইতস্ততঃ করিয়া কাতরবচনে কহিতে লাগিল, "মন্ত্রিবর! আমরা জল্লাদ নহি, রাজাজ্ঞায় আজ কৌণ্ডিল্য রাজকুমারের জীবন বধ করিতে আসিয়াছিলাম। এই স্থলে রাজপুত্রের বিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এই রাজ্যের রাজা ধার্ম্মিক দধিমুখকে দুষ্টবুদ্ধি কূটোপায়ে নিহত করিয়া তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দধিমুখ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে পুত্রটী মাতুলালয়ে ছিলেন, কারণ দধিমুখের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং মহিষীর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রটী মাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে মাতামহীর নিকট প্রতিপালিত হইতেছিলেন। দুষ্টবুদ্ধি এই অনুসন্ধান জানিতে পারিয়া কৌশলপূর্ব্বক সেই বালককে আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া গোপনভাবে তাহার নিধন সাধন করিতে আদেশ দেন, আমরাও অনিচ্ছা সত্বে এই অসময়ে তাহাকে লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু রাজাদেশ পালন করিতে পারিলাম না, সেই সুকুমার নির্দ্দোষী রাজপুত্রকে আমরা কোন মতে আঘাত করিতে পারিলাম না—হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া গেল, জল্লাদগণ তাহাকে বধ করিলে রাজ্যে প্রচার হইবার আশঙ্কায় এই ভার আমাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, তাই রাজপুত্রকে গোপনে এই মশানে আনিয়া তাঁহার বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কাটিয়া জন্তর শোণিত লইয়া রাজাকে দিব এই

বাসনায় শিশুকে এই স্থানে একা রাখিয়া আমরা পলাইতেছিলাম।" মন্ত্রী ভাল মন্দ কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"তোমরা প্রস্থান কর এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন কর।" মন্ত্রিবাক্যে তাহারা মন্ত্রীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সানন্দে প্রস্থান করিল। মন্ত্রী মশান হইতে কুমার চন্দ্রহংসকে আনিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করাইলেন এবং কৌণ্ডিল্যে না যাইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় স্বামী স্ত্রী উভয়ে কুমারকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার সাত আট বৎসর পরে একদিন মন্ত্রী কলিঙ্গ চন্দ্রহংসের প্রকৃত পরিচয় স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে "চন্দ্রহংসের বয়ঃক্রম প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল, আমার বিবেচনায় সে এখন আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বীয় পিতৃসিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করুক। বিশেষতঃ চন্দ্রহংস শস্ত্র ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছে, সে এখন ধর্ম্ম ও ন্যায়বলে জগৎ বশীভূত করিতে সক্ষম, অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট গিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিলে চন্দ্রহংস হয় ত পিতৃসিংহাসন উদ্ধারে সযত্ন হইবে, আর ধৃষ্টবুদ্ধিই বা এখন তাহার কি করিবে? চন্দ্রহংস সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইলে শত ধৃষ্টবুদ্ধিও তাহার নিকট পরাজিত হইবে সন্দেহ নাই। আবার যদি ধৃষ্টবুদ্ধি সশস্ত্রে প্রকাশ্যে চন্দ্রহংসের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমিও সসৈন্যে ধৃষ্টবুদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিব, বিশেষতঃ রাজ-সৈন্য সকলেই আমার বাধ্য। এখন জিজ্ঞাস্য এবিষয়ে তোমার কি মত? কলিঙ্গের স্ত্রী চন্দ্রহংসের অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রথমতঃ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, পরে যখন কলিঙ্গ বুঝাইয়া দিলেন যে সে রাজপুত্র, তাহার উপর অনেকগুলি কঠোর কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত. নিজ রাজ্য পিতৃঘাতককে দিয়া নিজে আলস্যে জীবন কাটান তাহার কর্ত্তব্য নহে, তখন কলিঙ্গ-পত্নী স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নীতি-কণ্ঠহার।

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি সর্ব্বং স ক্ষন্তুমর্হতি।

ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই চারি বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা জানেন, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন। ১১

আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র, ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥

হে পাণ্ডুপুত্র! আত্মাই পবিত্র নদী,

সংযম তাহার পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্র, সত্যই তাহার সলিল, চরিত্র তাহার তট, দয়া তাহার তরঙ্গ, তুমি তাহাতে স্নান কর। অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না। ১২

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী আসুন বা যান, মরণ অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তরেই হউক, ধীরগণ কখনও ন্যায্য পথ হইতে বিচলিত হয়েন না। ১৩

প্রীণাতি যঃ সুচরিতৈঃ পিতরং স পুত্রো
যদ্ভর্ত্তুরেব হিতমিচ্ছতি তৎ কলত্রম্।
তন্মিত্রমাপদি সুখে চ সমং প্রযাতি
এতত্রয়ং জগতি পুণ্যকৃতো লভন্তে॥

সচ্চরিত্রদ্বারা যে পিতাকে সতত সন্তুষ্ট রাখে, সেই পুত্র; যিনি সর্ব্বদাই স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, সেই স্ত্রী; কি সম্পদে কি বিপদে, যে বন্ধুসমীপে সমানরূপে গতায়াত করেন, সেই মিত্র। পুণ্যবান্ লোকেরাই এইরূপ পুত্র, স্ত্রী ও সুবন্ধু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪

রথং শরীরং পুরুষস্য দিষ্টং
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহুরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ॥

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা, এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া বশীকৃত সদশ্বযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরম সুখে বিচরণ করিবে। ১৫

যদ্যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তৎ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশন্তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥

আত্মবশ কর্ম্ম সমুদায় যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেক। পরবশ কর্ম্ম সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেক। ১৬

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

স্বাধীনতাই সর্ব্বসুখ এবং অধীনতাই সর্ব্ব দুঃখ। সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে। ১৭

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥

যেমন আপনার প্রাণ ইষ্ট, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রাণ ইষ্ট, অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করিয়া থাকেন। ১৮

হিতেঽহিতকার্য্যরকোঽহিতেঽহিতং
পশুর্মনুষ্যো হিতমহিতে হিতে।
কৃতেঽহিতে শম্বদপি প্রকৃষ্টং
হিতং করোত্যত্র স নাম দেবঃ॥

সয়তানে ভালর বদলে মন্দই করে, পশু মন্দের বদলে মন্দ করে, মানুষেতে ভালর বদলে ভাল করে, দেবতায় মন্দের বদলে ভাল করেন। ১৯

ফেলোনা মা।

ফেলোনা মা ফেলোনা মা তুলে রেখে দাও,
কাজে লাগে যা' রাখিবে,জান না কি তাও?
আপনার—অপরের অভাব মোচন
কত করে, দূরে যাহা ফেলিছ এখন।
দেখনা সে দিন বাঁধা বেণের পুঁটুলি
ছিল দড়ি, রেখে দিনু জানালায় তুলি।
খোকা কাঁদে অন্ধকারে ছিঁড়িল মশারি,
দেশালাই পাই নাই করি তাড়াতাড়ি;
সেই দড়ি দিয়ে দেখ মশারি বাঁধিনু,
খোকা কেঁদে সারা হয়, তারে মাই দিনু।
তাই বলি ফেলনা মা কিছুই ফেলনা,
কোন্ দ্রব্য কত কাজে লাগে তা জাননা!
সোণার পৃথিবী আছে কত জীবে ভরা,
পেলে খুঁদ গুঁড়া মহা সুখী হবে তারা।
যাও ফেল তাও তারা গুনা! খুঁটে খায়,
ফেলিবার কিছু নাহি জানিবে ধরায়॥

নূতন সংবাদ।

১। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কুমারী ফ্লোরেন্স হলেও এম এ প্রথম স্থানীয় হইয়া ৮ হাজার টাকা পুরস্কার লাভের যোগ্যা হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় রমণী পুরুষকে পরাভব করিল, স্ত্রীবুদ্ধিকে আর কে হীনতর বলিতে সাহসী হইবেন?

২। কুমারী মেটিলডা হণ্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রী এম এর এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৩। World's Women's Temperance Association বিশ্ব স্ত্রীমিতাচারিতা সভার অধ্যক্ষ বিবী হসার কলিকাতায় আসিয়া মাদক সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছে।

৪। ভারতের নব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারি কলিকাতায় পঁহুছিবেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারি কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

৫। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী ময়মনসিংহ জেলায় গাজিয়াবাড়ী খালের উপর একটি পোল নির্ম্মাণার্থ ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। শ্রীমতী সি, এইচ, ডল মার্কিন মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এল, এল, ডি উপাধি পাইলেন।

৭। এবৎসর লাহোরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। দাদাভাই যখন বোম্বাই পঁহুছেন, তখন উক্ত নগরের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে অতি সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। মিষ্টর এ, ও হিউম ভারতবর্ষ হইতে শেষ বিদায় লই-

বার জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। তিনিও মহাসমিতিতে উপস্থিত থাকিবেন। ২৮এ ডিসেম্বর হইতে মহাসমিতির কার্য্যারম্ভ হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের শেষ উপদেশ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। মহর্ষি জরাজীর্ণ ও কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইলেও যাঁহারা যখন উপদেশার্থী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, তাঁহাদিগকে আপনার গভীর চিন্তা ও সাধনালব্ধ মহা সত্য সকলের উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সেইরূপ উপদেশ সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন। ইহা যে নরনারীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলা বাহুল্য।

২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত, মূল্য ২॥০ টাকা। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী মহার্ঘ রত্ন বলিয়া আমরা এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিলাম। ইহা রয়েল ৮ পেজী ৫০০ শতাধিক পৃষ্ঠায় অতি সুন্দর কাগজে ও সুন্দর অক্ষরে ১০ খানি উৎকৃষ্ট ছবির সহিত মুদ্রিত এবং বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বিরচিত। এরূপ পুস্তকের উপযুক্ত সমালোচনার স্থানাভাব বলিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। ইহা কেবল কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জীবনী নহে, কিন্তু তৎসমসাময়িক একটী বিস্তৃত জাতীয় ইতিহাস। গ্রন্থকার এই জীবনী ও ইতিহাস ঘটনাবলীর তালিকাকারের ন্যায় অন্ধ বা উদাসীনভাবে লিখিয়া যান নাই, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ঘটনার মূলে প্রবেশ করিয়া বিচক্ষণ নীতিবেত্তা ও সমালোচকের গভীর জ্ঞান ও সমীচীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কবিবরের জীবনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাঁহার শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধির ক্রম সকল যেমন প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্রতি দেবানুগ্রহ ও তাঁহার নিজদোষে তাহার অপব্যবহারের কুফল সকলও অপক্ষপাতে উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিছেন। বঙ্গদেশের সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির বিবরণ বর্ণনেও গ্রন্থকারের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা তাঁহার অসামান্য লিপিনৈপুণ্য, গভীর গবেষণা, অপক্ষপাত সমালোচনা, দুর্নীতি দমন ও সুনীতি সংস্থানের প্রয়াস—কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বলিতে পারি না। এই পুস্তকখানি যেরূপ বহুল যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয়ে প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ সাগ্রহে ও সমাদরে বঙ্গ সাহিত্যপাঠকসমাজে গৃহীত হয়, এই আমাদের অনুরোধ।

বামারচনা।

আমন্ত্রণ। *

(মুক্তিফৌজের বর্ত্তমান সেনানায়িকা মিস্ লুসী বুথ্ বা কাপ্তেন রোহিণীর প্রতি)

১

ছাড়ি দেশ ঘর বাড়ী, মহাসিন্ধু দিয়া পাড়ি,
এসেছ সরলা বালা!
এসো এসো এসো!
ভারতের হৃদাকাশে, যেখানে তারকা হাসে,
সেখানে রোহিণী তারা!
বসো বসো বসো!

২

কিবা ভাগ্য এর চেয়ে, মা বাপের যোগ্য মেয়ে,
মন্দার-কলিকা মাখা—
অমর সৌরভ!
সেই মহা উদারতা, আত্মজয়, সহিষ্ণুতা,
ছেয়ে আছে কচি প্রাণ
কি মহা গৌরব!

৩

সেই প্রীতি সেই স্ফূর্ত্তি, বিনীত সতেজ মূর্ত্তি,
জনকের মন্ত্রশিষ্যা
বালিকা কুমারী!
সার্থক সন্তান-প্রাণ, পিতৃকার্য্যে করে দান!
এ শ্রদ্ধা-তর্পণ পুণ্য
যাই বলিহারি!

৪

ক্ষুদ্রতর বেল ফুল, সুবাসে কে তার তুল?
আগুনের ক্ষুদ্র কণা
মহাতেজোময়;
এ ক্ষুদ্র বালিকা-হিয়া, মহা উপাদান দিয়া
গড়েছেন বিশ্বধাতা
মঙ্গল-আলয়।

৫

নয় হেথা, কোন্ দূর, সিন্ধু-পারে শ্বেতপুর!
সেথা তার প্রাণ কাঁদে
ভারতের তরে!
ছাড়ি প্রিয় পরিজন, সরবস্ব করি পণ
অনায়াসে দিল ঝাঁপ
অদৃষ্টসাগরে!

৬

দেশী নাম দেশী সাজ, সকলি ছাড়িয়া আজ,
সাজিয়াছে বীর-বালা
ভারত-কুমারি!
ভারত-হিতের তরে, দেহ মন অকাতরে,
ঢালিতে, ভারত-বুকে
এসেছে আমরি!

৭

পতিতপাবনে রত, "পতিত-উদ্ধার" ব্রত,
সুরভি গোলাপে মাখা—
অগুরু চন্দন!
এ মৃত পতিত দেশে, অমৃতময়ীর বেশে
ত্রিদিবের ঊষা কিগো
দিল দরশন!

৮

এস সুকুমারী বালা! প্রীতি-ফুলে গেঁথে মালা,
পরাবে ও কম গলে
ভারত-জননী!

* গত ২রা ডিসেম্বর সিটী কলেজ গৃহে জেনারল বুথের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রোহিণীর বক্তৃতা উপলক্ষে তাঁহাকে এই উপহার প্রদত্ত হয়।

স্নেহের আঁচলে মা'র বসো আসি একবার,
ফুটিবে সোহাগ-ছায়
কনক-নলিনী!

৯

যে দেশে সাবিত্রী,সীতা,শক্তি,লক্ষ্মী,বিরাজিতা
আজি সে দেশের দশা
দেখ গো চাহিয়া;
মায়ের বুকের পর, অগণ্য "জীবিত জড়"
বুঝি না যে কি করিব
জীবন বহিয়া!

১০

যাহোক সে মনোরমে! তব শুভ সমাগমে
হোক্ এ নির্জ্জীব দেহে
জীবনী সঞ্চার,
মলয়ার পরশনে, শুকানো রসাল বনে
নবীন মুকুল, পাতা,
আগুক আবার!

১১

বিধাতার স্নেহাশীষ, প্রাণে পেয়ে অহর্নিশ,
লভিতে বিজয়-খ্যাতি
এসো হেথা এসো!
মা'র বুকে যেই পাশে, উজল তারকা হাসে,
সেখানে, রোহিণীরাণি!
আলো করে বসো!

শ্রী মা——

অহিফেন কাহিনী।

এক সম্পত্তিশালিনী বিধবা তাঁহার একমাত্র পুত্র লইয়া কোন প্রসিদ্ধ নগরে গুলির আড্ডার নিকটে বাস করিতেন। এই বালকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিল। সে স্কুলে পড়িতে যাইত এবং বেশ ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতেছিল; তাহার মাতার সে বড় আশার ধন হইয়াছিল। কখনও কখনও সে তামাসা দেখিবার জন্য অহিফেনের আড্ডাতে যাইত। তত্রত্য অহিফেনসেবনকারীগণ তাহাকে অহিফেন সেবনে অনুরোধ করিত। প্রথমে সে এইরূপ কু অভ্যাস করিবে না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু ক্রমে ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল এবং সে নেশা আরম্ভ করিল। যখন তাহার মাতা জানিতে পারিলেন, তখন এই অভ্যাস পরিত্যাগের নিমিত্ত নানারূপ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৌতাত ধরিয়াছে, ছাড়িল না। তাহারা উচ্চবংশোদ্ভব, এই জন্য মাতা লজ্জায় ম্রিয়মাণ ও ভয়ে ভীত হইয়া সন্তানকে এই সর্ব্বনাশকর বিষপান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দিন দিন বিবিধ চেষ্টা করিতেন। বালক বারবার প্রতিজ্ঞা করিত যে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিল এবং অলসভাবে সমস্ত দিবস মাটিতে শুইয়া কাটাইতে লাগিল। সে শীঘ্রই উৎকট রোগাক্রান্ত হইল; এত অধিক অহিফেন সেবন করিয়াছিল যে চিকিৎসক তাহার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিলেন না এবং কোন ঔষধে তাহার কিছুই উপকার হইল না! অবশেষে হতভাগ্য বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার মাতা পুত্রশোকে অভিভূত এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া নিজেও প্রাণবিসর্জন করিল। (ক্রমশঃ) বি, বা, দ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৮ সংখ্যা	পৌষ ১৩০০—জানুয়ারী ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—লাহোরে কনগ্রেসের কার্য্য অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে প্রায় সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত হন। লাহোরের আপামর সাধারণ কনগ্রেসকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর অভ্যর্থনার সমারোহও যথোপযুক্ত হইয়াছে। আগামী বৎসর মান্দ্রাজে পুনরায় কন্‌গ্রেস হইবে।

নব রাজপ্রতিনিধি—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারিতে কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে এদেশে উত্তীর্ণ করুন এবং প্রজাগণের হিতার্থ শাসনকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুন।

নূতন বাঙ্গালী জজ—বাবু প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি মামুদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়—জষ্টিশ পিগট ছুটী লইয়া বিলাত যাওয়ায় সার আলফ্রেড ক্রফট্ তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারী কুম্ভকর্ণ—ফ্রান্সে এক রমণী ২০ বৎসর বয়সে এক গুরুতর মানসিক কষ্ট পাইয়া অজ্ঞান হন, সেই অবধি দশ বৎসর ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেছেন। অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক ইহাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা পাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে খাওয়াইয়া ইহাঁকে জীবিত রাখা হইয়াছে। চিকিৎসকেরা বলেন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহাঁর নিদ্রা একবার মাত্র ভাঙ্গিবে। রমণীকে

দেখিলে পীড়িত বোধ হয় না, যেন তিনি স্বাভাবিক নিদ্রায় নিমগ্ন।

দান—(১) ভবনগরের মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান কালে নিম্নলিখিত-রূপ দান করিয়াছেন:—মেয়ো হাঁসপাতাল ৩০০৲; লেডী ডফারিণ ফণ্ড ৩০০৲; দাতব্য সভা ২৫০৲; জীব-ক্লেশ-নিবারিণী সভা ২০০৲; সখীসমিতি ১০০৲; সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট হোম ১০০৲; আলিপুরের জীববাটিকা ১০০৲; সকের সৈনিক দল ১০০৲; হিন্দু অনাথ আশ্রম ১০০৲; মুসলমান অনাথাশ্রম ১০০৲ টাকা।

(২) কলিকাতার রাজা সার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঁকুড়া জেলার এক-জন প্রধান জমিদার। তিনি বাঁকুড়ায় একটী জানানা হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(৩) জষ্টিশ চন্দ্রমাধব ঘোষ ঢাকা বিক্রম-পুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১০০০৲ টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন। (৪) টাঙ্গাইলের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ঢাকা মালখান নগর স্কুলের কর্তৃপক্ষের হাতে ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়াছেন। ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে ঐ বিদ্যালয়ের যে বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা—বোম্বাই প্রদেশের পুনা নগরীতে বোধ হয় স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। পুনায় বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের যত বালিকা আছে, তাহার শতকরা ২৪ জন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছে।

সমাজ সংস্কার—(১) রামনদের রাজা রাজপ্রাসাদস্থ মন্দির হইতে চরিত্র-হীনা নর্ত্তকীদিগকে বিদায় দিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে পুরুষ গায়ক ও বাদক রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজের সকল স্থানে রাজার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

(২) নাভারাজ্যে সমাজসংস্কারের জন্য খালসা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গজমুক্তা—পঞ্জাব প্রদেশে এ বৎ-সর এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। অমৃতসর হইতে সেই প্রদর্শনীতে একটী গজমুক্তা প্রেরিত হইয়াছে। এক রৌপ্যা-ধারে ঐ মুক্তা রক্ষিত হইয়াছে।

অর্থে বিপদ—জে গোল্ড আমে-রিকার একজন মহাধনী লোক, হেলেন নামে তাঁহার কন্যা পিতার সমস্ত ধন পাইয়াছেন। তিনি এখনও অবিবাহিতা, তাঁহার বিবাহ করিবার জন্য এত লোক পাগল হইয়াছে যে, ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা পুলিসের পাহারাতে বাস করিতে হইতেছে!

বৈজ্ঞানিক কৌশল—বাগুি-য়াল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক তাড়িত প্রয়োগে বৃষ্টি উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিন্দু বিন্দু হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে পারিবেক।

মহিশূরের জয়—সিকাগো মেলায় পট্টবস্ত্রের জন্য মহিশূর সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক পাইয়াছে।

বানরী ভাষা—অধ্যাপক গার্ণার বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিমস্থ বানরদেশে গিয়াছিলেন। তিনি সিম্পাঞ্জি ও কুলুকাম্বা জাতীয় বানরের ভাষা মানুষের ভাষা হইতে যে অভিন্ন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

নীতি শিক্ষা।

১। আজ কাল নীতি লইয়া আমাদের দেশে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। অনেক লোকের বিশ্বাস নীতিসম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কতকটা অবনতি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন অবনতি না হউক যতটা উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। নীতি বিষয়ে উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এই বৃহৎ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার ইচ্ছা নয়। বালকবালিকাদের নীতি শিক্ষা বিষয়ে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। বালক বালিকাদের নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে মতভেদ হওয়া অসম্ভব। এখন কথা হইতেছে নীতি শিক্ষার প্রশস্ত উপায় কি? বাল্যকাল হইতে যে এ শিক্ষা আয়ত্ত হওয়া উচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। উপায় সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে বালক বালিকাগণ সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, দয়ালু এবং মিতাচারী হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য।

৩। অনেকে বলেন নীতিশিক্ষার দুইটি উপায় আছে:—(১) উপদেশ, (২) পুস্তক পাঠ। প্রথমটি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই শুধু কথায় চিড়া ভিজে না। যদি সদা সর্ব্বদা ছেলেদিগকে বলা যায়—"সত্য কথা কহিবে," "দুঃখীকে দয়া করিবে," তাহা হইলে বোধ হয় সত্য ও দয়ার উপর তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার সম্ভাবনা। উপদেশের যে কোন ফল নাই এ কথা বলিতেছি না। ভাল করিয়া উপদেশ দিতে পারিলে অনেকটা উপকারের সম্ভাবনা; কিন্তু মনোরঞ্জনকারী উপদেশ দিবার ক্ষমতা কয়জন লোকের আছে? সেইজন্য শুধু উপদেশের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই। বিদ্যালয়ে যে নীতিবিষয়ক পুস্তক পঠিত হয়, তাহাহইতে যে নীতিশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাও বোধ হয় না। পাঠ্যপুস্তক অধিকাংশ সময় বালক বালিকায় ঔষধ গেলা করিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পাঠ্য পুস্তকের উপর কিরূপ ভয়জড়িত ঘৃণার ভাব, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া-

ছেন। বিশেষতঃ অনেক সময়ে পাঠ্য-পুস্তকের ভাষার প্রতিই মনোযোগ বেশী দেওয়া হয়, ভাবের বিষয় কেহ ভাবে না। শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষার ফলের চিন্তাতেই আকুল। শিক্ষাবিভাগের পরীক্ষার ফল ছাড়া অন্য বিষয় দেখিবার অবকাশ হয় না। পরীক্ষার ঢেউ বালিকাবিদ্যালয়েও পৌছিয়াছে। পিতামাতার মুখেও "পরীক্ষা" "পরীক্ষা"। এই সব কারণে আমার বিশ্বাস নীতিবিষয়ক পুস্তক হইতে যাহা আশা করা যায়, তাহার সিকি ফলও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

৪। এখন কথা উঠিতে পারে, নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস সৎদৃষ্টান্ত নীতিশিক্ষার এক উৎকৃষ্ট উপায়, আমিও এই দলের লোক। পিতা মাতা দিবারাত্রি বলিতেছেন "সত্য কথা কও।" "সত্য পরম ধর্ম্ম, মিথ্যা মহাপাপ।" এই কথা বলিয়া শিক্ষক মহাশয়ও গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে ঐ পিতামাতার পুত্রকন্যা এবং ঐ শিক্ষকের শিষ্য শিষ্যা মিথ্যা ভিন্ন প্রাণান্তেও সত্য বলিতেছে না। আবার দেখা গিয়াছে, অনেক পিতা মাতা "সত্য কথা কও" "সত্য কথা কও" বলিয়া পুত্র কন্যাদিগকে ঝালাপালা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিজে সত্যনিষ্ঠ। শিক্ষক সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে তত ইচ্ছুক নন, কিন্তু নিজে ন্যায়পর। বালক বালিকারা নিজেই তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতেছে এবং তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। আমি হয়ত আমার পুত্র কন্যাদিগকে দুঃখীকে দয়া করিতে শিক্ষা দিতেছি, কিন্তু তাহারা দেখিতেছে আমারই দ্বার হইতে একজন আতুরকে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে গালি খাইয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। এ দিকে আমার স্ত্রীর সত্যের প্রতি তত বিশ্বাস নাই, তিনি হয়ত নিজে প্রবঞ্চনা করিতেছেন, অথবা পুত্র কন্যাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষক মহাশয় হয়ত বাহবা লইবার জন্য তাঁহার একজন ছাত্রকে ১৪ বৎসরের স্থলে বয়স ১২ বৎসর লিখিবার উপদেশ দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যে আমাদের বালক বালিকাদের উচ্চ নীতিজ্ঞান হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নয়। তাহাদের যে কিয়ৎপরিমাণে নীতিজ্ঞান হয়, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উপরে যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, এরূপ দৃষ্টান্ত যে নিতান্ত বিরল নয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বালক বালিকাদের মন অতি নমনীয়, সেইজন্য সহজেই তাহারা দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে, এবং বাল্যকাল হইতে সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলে ভাল কাজ করা তাহাদের অভ্যাসের মধ্যে হইয়া পড়ে।

৫। তাড়না ও পুরস্কারের বিষয়ে বোধ হয় দুই এক কথা বলা আবশ্যক। আমরা অনেকে তাড়না করিতে ও পুরস্কার দিতে জানি না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও শিক্ষা করিতে হয়। খেলা

করিতে করিতে একটি বালক কি বালিকা হঠাৎ একটি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সেইজন্য হয়ত তাহাকে খুব প্রহার করিলাম। আবার সে হয়ত একটি বিড়াল ছানার উপর খুব অত্যাচার করিতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না, অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। যে বাড়ীতে এরূপ বন্দোবস্ত, সে বাড়ীর ছেলেদের নীতিসম্পন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অনেক স্থলে আবার লঘু পাপে গুরুদণ্ড ও গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়। ইহা বড় খারাপ। দোষের তারতম্য অনুসারে দণ্ডের তারতম্য না হওয়া নীতিশিক্ষার এক মহৎ প্রত্যবায়। বাল্যকালে মনোবৃত্তি সকলের অবস্থা অপরিপক্ক। বিশেষ যত্ন ও সাবধানতা না লইলে তাহাদের বিকৃতির সম্ভাবনা। এ সময় পিতা মাতা ও শিক্ষকের এমন ভাবে কথা বলা উচিত যে ন্যায়ান্যায়ের তারতম্য অনুভব করিতে বালক বালিকাদের কোন অসুবিধা না নয়। একটি কথা মনে করিয়া রাখা উচিত—বালস্বভাব নিবন্ধন ছেলেরা যে দোষ করে, তাহার জন্য অনেক সময় দণ্ড পাওয়া উচিত নয়, এবং কখনও তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয় যে তাহাদের নিজ দোষ ঢাকিবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। আর একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক সময় একটা ভাল কাজের আতিশয্যও দোষের। কিন্তু এরূপ আতিশয্য অনেক সময় দমন করা তত আবশ্যক নয়। নিষ্ঠুরতা ও দান প্রবৃত্তি দুইয়েরই আতিশয্য দোষযুক্ত। নিষ্ঠুরতার দমন না করিলে একটী বালক কিম্বা বালিকার মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যাইতে পারে। পরন্ত দানপ্রবৃত্তির আধিক্য দমিত না হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে উহা শুধরাইয়া যাইবে। পৃথিবীর খুব কম লোককেই দান করিয়া ফকির হইতে দেখা গিয়াছে। যেমন দোষ করিলে দণ্ড, তেমনি ভাল কাজ করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। কিন্তু উহা এরূপ ভাবে যেন না হয় যে বালক বালিকা প্রশংসা ও পুরস্কারপ্রাপ্তি জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। বিশেষতঃ অযথা প্রশংসা ও পুরস্কার অনেক সময় ছেলে বিগড়াইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

৬। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকদ্বারা নীতিশিক্ষা দিবার চেষ্টার প্রতি আমার আস্থা নাই। নীতিশিক্ষার উদ্দেশে রচিত অনেক পুস্তকের উপরেও আমার ভক্তি নাই। ওরূপ বই প্রায় নিস্তেজ ও নীরস হয়। "এস ভাই একবার নীতিচর্চ্চা করা যাক্" এই বলিয়া যিনি বই লিখিতে বসেন, তাঁর বইয়ের উচ্চ নীতির বিষয়ে আমার সন্দেহ না হউক, কিন্তু পাঠোপযোগিতার বিষয়ে অনেক সময় সন্দেহ হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল পুস্তক পাঠে যে অনেক উপকার হয়, তাহা আমি অবিশ্বাস করি না। যে সব উচ্চ অঙ্গের পুস্তক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতিশিক্ষা দিবার

ভান না করিয়া পরোক্ষভাবে অনেক সময় নীতিশিক্ষা দেয়, তাহাদের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি। আমার মতে বালক বালিকাদের হাতে এরূপ পুস্তক বহুল পরিমাণে দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কবিতা হইতে অনেক উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। কবিতা নীতির সহচরী। নীতিশিক্ষা দেয় এরূপ ছোট ছোট কোমল কবিতা যদি শিশুদিগের মনে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা কখনও অপনীত হইবে না ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশে যে সব কবিতা লিখিত, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। ইহারা প্রায়ই কবিত্বরসবিহীন ও কঠোর। দেশের ভাল ভাল কবিদের গ্রন্থে অনেক সময় উচ্চভাবপূর্ণ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাছিয়া বাছিয়া যদি ঐরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা কি ছত্রসমষ্টি সংগ্রহ করা যায়, এবং বাল্যকাল হইতে যদি বালক বালিকাদের তাহা মুখস্থ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের ভাব তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে প্রোথিত হইয়া যাইবেক। সহজে নীতিশিক্ষার ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আছে কি না আমার সন্দেহ। একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যদি বালক বালিকাদের মনে স্বদেশহিতৈষিতার ভাব উদ্রেক করিতে চাও, তাহা হইলে—

"ধিক্ হিন্দুকুলে, স্বীয় ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে ফেলিয়া শত্রু পদতলে—
সোনার ভারত করিতে ছার।"

বাল্যকাল হইতে এই কয়ছত্র মুখস্থ করাইলে যত ফল হইবে, বড় বড় বক্তাদিগের স্বদেশপ্রেমউদ্দীপক বক্তৃতা পাঠে ও শ্রবণে সেইরূপ হইবেক কি না, সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। দে।

ধর্ম্মের জয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৌণ্ডিল্য-রাজ-মন্ত্রী কলিঙ্গ আজ সপুত্র রাজসভায় সমাগত। কলিঙ্গপুত্র নানাবিধ ধনরত্ন রাজচরণে উপহার দিলে, রাজা হৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিপুত্রকে সস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিতেন যে মন্ত্রী কলিঙ্গের পুত্র রূপে, গুণে, বিনয়ে, সুশীলতায় ও ধর্ম্মে অদ্বিতীয়, এখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার এই পুত্রের নাম কি? কতদিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? ইহার সহোদর সহোদরাদি আছে কিনা? এত অল্প বয়সে কিরূপে বহুগুণে ভূষিত হইয়াছে? এ ঈশ্বরের ভক্তিতত্ত্ব কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা

করিল?" এবং বলিলেন—"হে মন্ত্রি-বর! তুমি ধন্য! যে হেতু তুমি এমন পুত্ররত্নের পিতা।" মন্ত্রী বিনয়নম্রভাবে বলিলেন, "মহারাজ! এ পুত্র আমার নয়, ইহাকে আমি অনাথ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। ইহার নাম চন্দ্রহংস, আমি নিঃসন্তান এবং ইহার আর সহোদর সহোদরা নাই।" সুচতুর ধৃষ্টবুদ্ধি সবই বুঝিলেন এবং স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে নিজ কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ অবধারণ করিয়া বলি-লেন, "মন্ত্রিবর! তোমার এই পুত্র একখানি জরুরী পত্র লইয়া আমার পুত্রের নিকট অদ্যই কি যাইতে পারিবে?" মন্ত্রী একবার চন্দ্রহংসের মুখপানে তাকাইলেন, এবং তিনি সম্মত আছেন জানিতে পারিয়া "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া রাজার কথার প্রত্যুত্তর দিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র-হস্তে একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রহংসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি জানি তুমি ধার্ম্মিক এবং পরম বৈষ্ণব, অতএব— তোমার ইষ্টদেবতার দোহাই, যদ্যপি আমার এই পত্র পাঠ কর।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকারপূর্ব্বক পত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রথম জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মের বড়ই প্রাদু-র্ভাব; আকাশ পরিষ্কার নীলবর্ণ, মেঘের নাম গন্ধও নাই, প্রখর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করি-তেছে, এই সময় চন্দ্রহংস নগরোপবনে প্রবেশ করিলেন; তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান মধ্যে সরোবর শোভা পাই-তেছে, সরোবরতটে বকুল পাদপশ্রেণী উন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র-হংস বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিলে সরোবরের জল-কণস্পর্শী সুশীতল বায়ু তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। সুকুমার চন্দ্রহংস ক্লান্ত দেহে শীতল বায়ু সেবনে বকুল ছায়ায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধৃষ্টবুদ্ধির অবিবাহিতা কন্যা বিষয়া দেবদেব মহাদেবের পূজার জন্য পুষ্পো-দ্যানে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এই সময় নিদ্রিত চন্দ্রহংস তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। বিষয়া, বালিকা-সুলভ কৌতূ-হলের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রহংসের পার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে একটী যুবক বকুলতলায় নিদ্রাভিভূত, তাহার শির-স্ত্রাণের মধ্যে একখানি লিপি রহিয়াছে এবং নিদ্রিত অবস্থায় অসাবধানতা জন্য উহার কিয়দংশ বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। কুমারী ধীরে ধীরে লিপিখানি লইয়া পাঠ করিয়া দেখেন যে ঐ লিপি তাঁহার পিতা যুবরাজ মদনকে লিখিয়াছেন, এবং উহাতে লিখিত ছিল—চন্দ্রহংসের পরিচয়, তৎপরে চন্দ্রহংসকে বিষদান করার বিষয়। পত্র-পাঠে বিষয়ার কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিষয়া মনে মনে ভাবিলেন যে ইনি পিতার জামাতা হইলে ইঁহার প্রতি পিতা স্নেহবশে কোনরূপ অত্যাচার

করিতে পারিবেন না ; ইনিও যখন নিজ পরিচয় জানিতে পারিবেন,তখন স্বরাজ্যের জন্য শ্বশুরের বিপক্ষে অসিধারণ করিবেন না, আর আমারও মনোমত পতিলাভ হইবে। এই চিন্তা করিয়া বিষয়া নিজ-নখ কোণে নয়ন কর্জ্জল উঠাইয়া "বিষ" এর অন্তে "য়া" যোগ করিয়া দিয়া লিপি যথা-স্থানে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

মদন চন্দ্রহংসের নিকট পিতার লেখনী প্রাপ্ত হইয়া ভগিনীর বিবাহ যথা-বিধানে মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মদন মনে করিয়াছিলেন যে তিনি এত শীঘ্র এমন সমারোহের সহিত পিতৃ-আদেশ পালন করায় পিতা তাঁহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল। ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্রের কার্য্যে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি পুত্রের নিকট আসিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগি-লেন। পুত্র তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন, ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার পত্রপাঠ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি চন্দ্র-হংসকে দেখিতে চাহিলে, চন্দ্রহংস আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেন—"তুমি আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমাদের কুলদেবী চণ্ডীর পূজা কর নাই শুনিয়া দুঃখিত হই-লাম। সুতরাং অদ্য নিশীথ রাত্রে একাকী যাইয়া ভগবতী চণ্ডীর পূজা করিয়া আসিও, কোনও মতে অন্যথা করিও না।" চন্দ্রহংস তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে ধৃষ্টবুদ্ধি একজন বেতনভোগী, প্রভুভক্ত, কার্য্যতৎপর, সাহসী ও বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী সৈনি-ককে বলিলেন—"শুন, অদ্য নিশীথ রজ-নীতে যে কেহ ভগবতী চণ্ডীর সমীপে গমন করিবে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিবে, আমার কোন বিশেষ আত্মীয় হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে না ; যাও সশস্ত্রে অদ্য চণ্ডীদেবীর ভবনে নিশাযাপন কর। সৈনিক তাহাই স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহংস যথাসময়ে পূজার উপকরণ দ্রব্যাদি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে গমন করিতেছিলেন, মদন পিতার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভগি-নীর প্রতি স্নেহবশতঃ জাগরিত ছিলেন, এবং চন্দ্রহংস যখন পূজা করিতে যাইতে-ছিলেন, তখন তিনি পূজার সামগ্রী স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি শয়ন কর গিয়া, আমি পূজা করিয়া আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রহংস শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিলেন। মদন যুদ্ধে সৈনিককে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া চণ্ডীর পূজা সমাধা করিয়া আসি-লেন। পর দিন ধৃষ্টবুদ্ধি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন যে এই নিঃসহায় বাল-ককে কেবল ধর্ম্মই বারম্বার রক্ষা করিতে-ছেন, অতএব ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। এই মনে করিয়া তিনি চন্দ্রহংসকে রাজসিংহা-সন প্রদান করিলেন এবং মদনকে তদীয় মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করিয়া যোগমার্গাব-লম্বী হইয়া তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রহংস, মদনকে মন্ত্রী, কলিঙ্গ ও তৎ-পত্নীকে পিতা মাতারূপে প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। *

সতী ও শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্নপ্রাশনের বিষয় বলিবার আগে ছেলেদের "ধোয়ান পোঁছান" সম্বন্ধে কিছু বলিব। গায়ের চামড়ার উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, তাহাদিগকে লোমকূপ বলে। উহারা এক একটি "বরনাল" স্বরূপ। ঘর ধোওয়া ময়লা জল যেমন বরনাল দিয়া বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ দিয়া শরীরের ময়লা জল কতক পরিমাণে ঘামরূপে বাহির হইয়া যায়। ঘরের বরনাল বন্ধ করিলে যেমন ময়লা জল ঘরের মধ্যে থাকিয়া ঘরকে দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে, সেইরূপ শরীরের এই সকল বরনাল যদি কোন রকমে বন্ধ হইয়া যায়, তাহাহইলে ইহার মধ্যে যে ময়লা জল রহিয়াছে, তাহা শীঘ্র ঐ সকল লোমকূপ দিয়া বাহির হইতে পারে না, সুতরাং শরীরমধ্যে অধিকক্ষণ থাকিয়া শরীরকে খারাপ করে এবং নানাপ্রকার রোগের কারণ হইয়া উঠে। অতএব দেখা উচিত যে কোন কারণে ছেলের গায়ের লোমকূপ সকল না বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল লোমকূপের পথ পরিকার রাখিতে হইলে "ধোয়ান পোঁছান" আবশ্যক। সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও "ধোয়ান পোঁছান" উচিত; দুইবার হইলে আরও ভাল হয়। ঠাণ্ডা জল ছেলের পক্ষে ভাল নয়, গরম জলও অনিষ্টকর; অতএব জল ঈষদুষ্ণ হওয়া আবশ্যক। জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না, জানিতে হইলে হাত ডুবাইয়া দেখিলে হইবে না, কারণ হাত আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক গরম। সেই কারণে হাত ডুবাইয়া না দেখিয়া কুনুই ডুবাইয়া দেখা উচিত। ইহাদ্বারা জানা যাইবে, জল ঈষদুষ্ণ হইয়াছে কি না; ইহা ছেলের গায়ে সহিবে কি না। ছেলেকে স্নান করাইবার আগে মাথা ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। তার পর একখানি পাতলা পরিকার কাপড় সেই জলে ভিজাইয়া তাহার সর্ব্বশরীর পরিকার করিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার বগল, উরু এবং গলা ভাল করিয়া পরিকার করা উচিত। তার পর তাহার সর্ব্বশরীরে জল ঢালিয়া দিবে। বিশেষতঃ তাহার পিঠে জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। ইহাদ্বারা ছেলে বেশ বলিষ্ঠ

* কাশীদাসী অশ্বমেধপর্ব্বের কোনও অংশ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল।

হইয়া উঠে। তৎপরে পাতলা ফরসা কাপড় দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিতে হইবে। স্নানের সময় ছেলের গায়ে যেন ঠাণ্ডা বাতাস লাগে না, কারণ তাহাতে সর্দ্দি হইতে পারে। সেই কারণে ঘরের মধ্যে স্নান করাইয়া দেওয়া খুব ভাল।

"অশ্রুকণার কবি।"

বিধবার অশ্রুজলে
মিশাইয়ে অশ্রুকণা—
কে সিঞ্চিলা শুষ্কপ্রাণে
কেবা দিল এ সান্ত্বনা ?
এই কি সে দয়াবতী!—
ত্যজিয়ে অমরধাম
অবতীর্ণা বঙ্গভূমে—
বিধবার প্রাণারাম!
বঙ্গ-বিধবার তরে
কাঁদে আজ কার প্রাণ
(তারে) কে শুনায় দয়া করি
দুটো সান্ত্বনার গান ?
পতির পদারবিন্দে
সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিলাস বাসনা ভোগ
দিয়ে সব বিসর্জ্জন,
কে সাজাবে তপস্বিনী
বঙ্গের বিধবা সবে—
তুমি বিনে, পুণ্যবতি
সে কাজ কি অন্যে শোভে ?
ব্রহ্মচর্য্য জীবনের
সার ধর্ম্ম বিধবার—
পালন করিছ সদা
মহাব্রত-সত্যাচার।

মূর্ত্তিমতী সতী যেন
মর্ত্তে করে বিচরণ!
বদনে পুণ্যের ভাতি
পবিত্রতা বিলেপন।
আলম্বিত কেশ দাম
আলু থালু আশে পাশে,
কি সুন্দর আহা মরি
শোভিয়াছে শুভ্রবাসে!
পাদপের প্রতিবিম্ব
যেনগো জোছানা গায়!
বাক্‌দেবী কাব্যবনে
ফুটেছে কি কবিতায় ?
কবিতা-কুসুম রাজি—
পরিমল 'অশ্রুকণা,'
বাসে মুগ্ধ বঙ্গবাসী—
তুলনায় অতুলনা!
'অশ্রুকণা' এক মাত্র
বিচ্ছেদের শান্তি-বারি,
সে জলে যাতনা-মুক্ত
অসংখ্য বিধবা নারী।
স্বরগের মন্দাকিনী
কি গুণে বহালে বঙ্গে ?
মজাইলে মরুভূমি
কবিতা-সুধা-তরঙ্গে ?

বনদেবী হয়ে আজ
শোভিলে কি বঙ্গবন?
পূজিবে তোমারে সবে
অনুদিন অনুক্ষণ।
গাঁথিয়ে স্বর্গীয় ফুলে
অপূর্ব্ব কবিতা-হার—
'অশ্রুকণা'—ঢালি দিলে
জননীরে উপহার।
এধার শোধিতে পারে
বঙ্গে নাহি হেন কবি,
কে দেখাবে বিশ্ববারে
স্বর্গের অপূর্ব্ব ছবি?
'অশ্রুকণা'—কণা কণা
যেনগো মুকুতাফল,
ঝরিতেছে নেত্র কোণে
অবিশ্রান্ত অবিরল।
মহাভাবে উন্মাদিনী
বিশ্বপ্রেমে আত্মহারা,
অশ্রুকণা কারে শোভে?
প্রেমে যে পাগল পারা।
পরার্থে সঁপিয়ে প্রাণ
সাধিছ অবলা-হিত,
বদন ভরিয়া সবে
গাইবে তোমার গীত।
পতির অমর আত্মা
স্মরণ করিবে তায়,
পাত কর এ শরীর
স্বদেশের সাধনায়!
যে ভাব দেখালে সতী
ভুলিব না এজীবনে,
আর্য্যনারী ব্রহ্মচর্য্য
তুলা নাই ত্রিভুবনে!
সে মহাজীবন-ব্রতে
ব্রতী হয়ে চিরদিন,
দেখাও আদর্শ ছবি,
গাই গুণ নিশি দিন! শ্রী চ, দ।

বাদন প্রণালী।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল একতালা।

অস্থায়ী।

° । । । | ১॥ । | +॥৪ । |
। ঋ গ ঋ | সা সা | নি১ ধ১ |

৩। । | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । |
প১ ধ১ | সা সা | ঋ ঋ | ঋ গ |

৩। | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥
ম | ম ম | ম ম | ম ম | প

। | ০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥।
ম | গ গ | ঋ ঋ | ঋ গ | ম ||

অন্তরা।

| ০। । । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥।
| ঋ গ ঋ | সা ঋ | গ গ | গ

| ০। । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥। |
| ম গ | ম প | ম ম | গ |

০॥ । | ১॥ । | +॥ । | ৩॥ । |
ম ম | ম ম | ম ম | প ম |

| গ গ | ঋ ঋ | ঋ গ | ম :: }

প্রথমে অস্থায়ী দুইবার বাজাইয়া পরে অন্তরা দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী দুইবার বাজাইবে। তৎপরে সাঞ্চারী দুইবার বাজাইয়া, পরে আভোগ দুইবার বাজাইয়া পুনরায় অস্থায়ী ধরিবে। এইরূপ একবার বাজানকে এক ফেরা কহিয়া থাকে।

আলেয়া খাম্বাজ। ঠুংরি।

ঋগ { সা ঋ সা গ গ ম ঋ গ

| ম প প প ম গ |

ম প প প | প ধ নি | ধ প

প ম গ ঋ গ | }

ম প ম ধ ধ ধ ধ । সা নি নি

ধ নি প ধ | ম প ম ধ ধ ধ ধ ।

সা নি নি ধ ম ম । ম প প প প

ধ নি | ধ প ম গ ঋ গ | :: }

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

অস্থায়ী।

{ গ ম গ | ঋ সা ঋ | গ গ | ম

প, গ ম | প সা | নি সা | ধ

প | ম প |

অন্তরা।

| প ধ | ধ ধ | ধ সা নি | ধ প,

নি নি | সা ঋ | সা নি | সা সা,

প ধ | সা সা | সা সা | সা সা |

সা নি | ধ ঋ | সা নি | ধ প |

ম প | :: }

মল্লার কাওয়ালী।

{ ধ নি ধ প ধ প | ম প নি নি |

সংগ্রহ

সা | নি ঋ সা | ঋ ঋ | ঋ ঋ

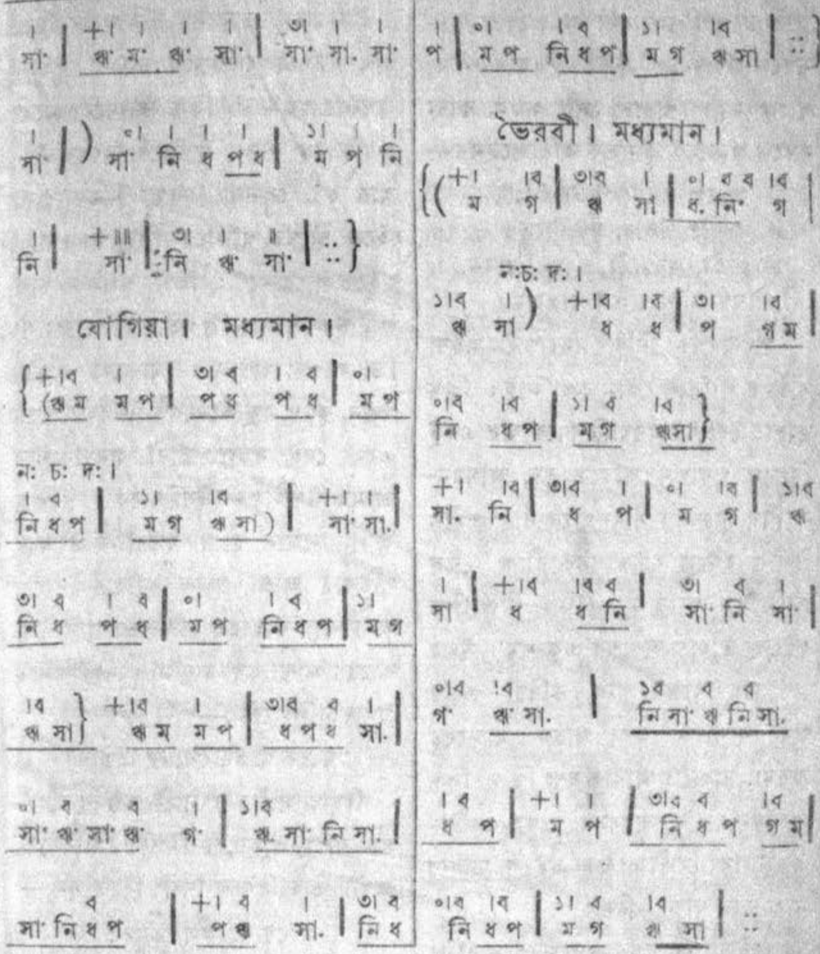
ঋ ঋ | ঋ গ ঋ সা | নি ঋ সা }

ম ম ম ম | প ম প পধ | ম

গ গ ম | ঋ ঋ ঋ সা | নি নি

নি | সা সা সা | নি সা সা | নি ঋ

সা | } (ম প নি নি | সা সা নি



প্রবাদ বিচার।

(দ্বিতীয় পত্র।)

এক একটী প্রবাদ পাঠে বোধ হয়, মনুষ্য সমাজকে কার্য্যকরী শিক্ষা দিবার জন্য প্রবাদ-রচয়িতৃগণের কতই দূরদর্শন কতই পর্যবেক্ষণ ও কতই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাঁহারা কেমন স্থিরচিত্তেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিয়াছেন। সমাজে এমন কার্য্য অনেক আছে, যাহা সুসম্পাদন

করিতে পারিলে যশঃ নাই, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে অযশের সীমা থাকে না। প্রবাদ সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধে জনসমূহকে সতর্ক করিতেছেন :—

আগে হাঁটে, পাটা কাটে,
প্রদীপ উস্কায়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,
যশঃ নাপায় এই সাতজন।

পথপ্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট গম্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিলে কোন কথা নাই; কিন্তু তাহার দোষে অনুযাত্রিগণকে যদি একটু বিপথে পদার্পণ করিতে হয়, আগমনকারীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। প্রদীপ উদ্দীপ্ত হইলে উদ্দীপনকারীকে কেহ জানিতেও পারে না; কিন্তু নির্ব্বাপিত হইলে তাহার অযশের একশেষ। উত্তমরূপ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া প্রভুর সুখ সম্পাদন করা পাচক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার যশঃ কি? কিন্তু একদিন দশটা ব্যঞ্জনের মধ্যে একটায় একটু লবণ বেশী বা কম হইলে তাহার নাক কান থাকা কঠিন।

এইরূপ বহু দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শনে রচিত প্রবাদ আরও অনেক আছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রবাদের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বদেশ ব্যাপিনী। সমাজে এমন বিষয় নাই, যে বিষয় প্রবাদ শিক্ষা দেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে প্রবাদ উপদেশ দিতেছেন।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?

গৃহস্থের ভদ্রাসনের দূরে সহস্র সহস্র বাগ বাগিচা থাকিলেও তদ্দ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। কিন্তু ভদ্রাসনের মধ্যে ২।৪টা গাছ পালা থাকিলে বিশেষ উপকার হয়, কেননা দূরস্থ গাছ পালা হইতে অর্থের আকারে কিছু কিছু লাভ হইতে পারে বটে; কিন্তু সুপক্ক ফলমূল ও টাট্‌কা শাকসব্‌জি গৃহাঙ্গনস্থ গাছপালা ভিন্ন পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধু অনেকেই থাকিতে পারে এবং সেই সকল দ্বারা সময়বিশেষে অনেক উপকারও হইয়া থাকে; কিন্তু আপন সন্তান দ্বারা যতখানি উপকার পাইবার আশা লোক করিতে পারে, অন্য আর কাহারও দ্বারা ততখানি উপকারের আশা করা যায় না। এই জন্যই প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"ঘরের গাছা, পেটের বাছা।"

যাঁহারা সঙ্গীতব্যবসায়ী, কণ্ঠস্বর অব্যাহত রাখা যাহাদের নিতান্ত আবশ্যক, প্রবাদ তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,—

"ঘোল, কুল, কলা;
তিনে নষ্ট গলা।"

সংস্কারী ব্যক্তিগণ সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এ বিষয়ে প্রবাদের কতই যত্ন। তাহা দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। সংসারে যে গুলি কষ্টজনক, তাহা পরিষ্কার করিতে এবং যাহা সুখ ও সৌন্দর্য্য সাধক তাহার উপার্জ্জন বিষয়ে প্রবাদ কেমন কৌশলে শিক্ষা দিয়াছেন।

"ছেঁদা ঘটী, চোরা গাই, চোরপড়শী,
ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খছেলে, ভার্য্যা দুষ্ট, এই ছয়টী বড় কষ্ট।"

পুরুষানুক্রমে যে গৃহস্থ যে ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনে মঙ্গল হয় না। জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী থাকাই সকলের কর্ত্তব্য। এজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

"জাত ব্যবসা নরের ভূষা,
আর যত সব ফাষা ফুষা।"

পণ্য দ্রব্যের উৎপাদক অপেক্ষা সেই দ্রব্য লইয়া যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদের অধিক লাভ হইয়া অবস্থার উন্নতি হয়। ইহা অর্থবিদ্‌গণের একটী প্রধান সিদ্ধান্ত। কৃষক সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে, কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বণিকের অবস্থা ভাল। গ্রন্থকার অপেক্ষা পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা ভাল। ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্র সুলভ। এই তত্বটী কথায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইঙ্গিতে বাণিজ্য করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

"জেলের পরণে টেনা,
পাঁজারির কাণে সোণা।"

যাহারা জেলের নিকট মৎস্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে পাঁজারি কহে।

যদিও বহু মূল্যে শত সহস্র টাকের ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু একবার মাথায় টাক পড়িলে তাহা আর মৃত্যুর পূর্ব্বে সারে না। যাহার জন্ম হইতে যে প্রকৃতি, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। পায়ে একবার গোদ (একপ্রকার জল দোষ জন্য পীড়া) হইলে তাহা আর কখনও সারে না। ঐ সকলের প্রতীকার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া অনেকে কষ্ট করিয়া থাকেন। প্রবাদ লোকের সেই কষ্ট নিবারণের জন্য বলিতেছেন;—

"টাক, প্রকৃতি, গোদ,
মরলে হয় শোধ।"

কোন ব্যক্তিকে স্বপদ হইতে অপসৃত করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত অপরাধ পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির স্বার্থ এতই প্রবল এবং হৃদয় এতই নীচ যে, অন্যায়রূপে পরোক্ষ চেষ্টা দ্বারা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রবাদ একটী মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যদ্বারা তাদৃশ দুর্ব্বৃত্তের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন।

"তাড়াই না উঠান চষি!"

শারীর-তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্কের আধার মস্তককেই বুদ্ধির স্থান বলিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার মস্তক সংখ্যা যত অধিক, তাহার বুদ্ধিও তত অধিক। এই জন্য প্রাচীন ব্যক্তিগণকে লোকে "তেমাথা" বলিয়া থাকে। অশীতিপর বৃদ্ধগন দুই হাঁটুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া বসিয়া থাকেন। দুই হাঁটুর সন্ধি দুইটী মস্তক কল্পিত হয়। বৃদ্ধের নিকট উপদেশ লইবার আদেশ আর্য্য শাস্ত্রের ভূরি ভূরি স্থানে আছে। প্রবাদও মিষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,—

"তিন মাথা যার, বুদ্ধি লবে তার।"

প্রবাদে না আছে, এমন উপদেশ নাই। যে কোন প্রকার তৈল শরীরে লাগাইলেই উপকার হয় না, বিশেষরূপে মর্দ্দন করিলে তবে বিশেষ ফল হয়। তামাক এবং রুটী বা লুচি করিবার জন্য ময়দা যত অধিক পরিমাণে মর্দ্দন করা যায়, ততই তামাক, রুটী ও লুচি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য প্রবাদ বলিতেছেন,—

তেল, তামাক, ময়দা,
যত রগড়াও তত ফয়দা।"

কৃষিকার্য্যে প্রবাদের উপদেশ অসংখ্য। এমন কি, বঙ্গদেশে প্রবাদই কৃষির নিয়ামক। কৃষি বিষয়ক সমস্ত প্রবাদ একস্থলে সঙ্কলন করিলে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হইতে পারে। সে চেষ্টা পরে করা যাইবে। এস্থলে প্রকরণ সঙ্গতি জন্য দুই একটী মাত্র কৃষি বিষয়ক প্রবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"তিনশ সাইট্ কলা রুয়ে,
থাকগে চাষা খাটে শুয়ে,
কলাপাতে দিস্‌নে হাত,
ওতেই কাপড়, ওতেই ভাত।"

তালের বাগুলা কাটিয়া দিলে তালগাছ বাড়ে না এবং খেজুর গাছ মধ্যে মধ্যে কামাইয়া না দিলে তেজাল হয় না। এই বিজ্ঞানটী প্রবাদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

"তাল বাড়ে ঝোপে,
খেজুর বাড়ে কোপে।"

কতকগুলি ফলের স্বভাব এইরূপ, অপক্কাবস্থায় যত ভাঙ্গা যাইবে, ফল ততই অধিক পরিমাণে ফলিতে থাকিবে, যেমন কাঁটাল, নারিকেল ইত্যাদি। বাঁশের স্বভাব ইহার বিপরীত। কাঁচা বাঁশ কাটিলে ঝাড় শুদ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য প্রবাদ হেঁয়ালির ছন্দে শিক্ষা দিতেছেন;—

"দাতার নারিকেল,
বখিলের * বাঁশ।"

কি প্রকারে ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিলে সুখের বসত হয়, গৃহীকে প্রবাদ তাহারও শিক্ষা দিয়াছে।

"দক্ষিণ দ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্ব্ব দ্বারী তার প্রজা,
পশ্চিম দ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তর দ্বারীর খাজানা নাই।
পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,"
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
বাড়ী করগে পোতা যুড়ে।"

যখন জনসমাজে লোকসংখ্যা অধিক ছিল না, তখন গৃহস্বামী উত্তরদ্বারী ঘরের কর লইতে পারিতেন না।

এককালে একাধিক দার পরিগ্রহ করিলে সংসার অতিশয় অসুখের হইয়া থাকে, প্রবাদ বারান্তর সংসারী ব্যক্তিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"দুই সতীনে ঘর কন্না,"
"ঘরের গিন্নী ভাত পান্না।"
"বিমাতা বিষের ভরা"
"দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।"

* কৃপণ।

প্রবাদ যে কেবল সংসারীকে সাংসারিক শিক্ষা দিয়াই নীরব হইয়াছেন, তাহা নহে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়েও প্রচুর শিক্ষা দান করিয়াছেন।

"ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।"
"দোষ ছাড়া লোক নাই।"
"ধন, জন, পরিবার, কেহ নহে আপনার।"
"ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল।"
"ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।"
"ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।"
"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।"
"পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে,
আপনি তাতে মরে প'ড়ে।"

ঋণের জ্বালায় না জ্বলিলে ঋণের অনিষ্টকারিতা বোধ হয় না। কিন্তু ঐ আগুণে মানুষকে যেরূপ ছারখার করিয়া দেয়, তাহাতে দূর হইতে ঋণকে দণ্ডবৎ করিয়া সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। প্রবাদ বিধিমতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। অনাহারে থাকিয়া জঠরজ্বালা ভোগ করা ভাল, তবু ঋণের দিকে যাইবে না।

"নাখেলে যাবে দিন,
ধার কল্লে হবে ঋণ।"

শাস্ত্রকারেরা সহোদরকে সহজ শত্রু ও সহজ মিত্র উভয়ই বলিয়াছেন। সহোদরের ন্যায় শত্রুও আর নাই, সহোদরের ন্যায় মিত্রও আর নাই। শত্রুতা ও মিত্রতার এমন অপূর্ব্ব মিশামিশি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। প্রবাদ একটী কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"ভাই ভাই, মেরে যাইত ফিরে চাই।"
"মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই।"

খাদ্যাখাদ্যের বিচারেও প্রবাদ উদাসীন নহেন। কচি উচ্ছে, পাকা পটল, অল্প বয়সের ছাগ ও অধিক বয়সের মৎস্য খাইতে ভাল। তাহাই প্রবাদ বলিতেছেন--

"উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি;
ছাগের ছা, মাছের মা।"

এইরূপ

"আমড়া, চাল্‌তে, তাল,
আবাল বৃদ্ধ ভাল।"

আমড়া, চালতে এবং তাল এই তিনটা ফল কচি হইতে পাকা সকল অবস্থায় খাইতে ভাল।

কোন কোন ব্যক্তি এত নীচ ও ইতরপ্রকৃতি যে, যাহা হইতে যতক্ষণ উপকারের প্রত্যাশা থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু উপকার প্রাপ্তির কাল অতীত হইলে আবার সেই মুখেই তাহার অজস্র নিন্দা করে। ইতর জাতির মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক। প্রবাদ এক কথায় তাদৃশ নরাধমের চরিত্র চিত্র করিয়াছেন।

"কাজের বেলা কাজি,
কাজ ফুরালে পাজি।"

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে কৃষি সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। রোগের মধ্যে কাশ রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ক্ষয়কারী। এইজন্য প্রবাদ বলিয়াছেন,—

"কাজের মধ্যে চাষ,
রোগের মধ্যে কাশ।"

যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সাগরে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে ক্ষুদ্র মহৎ সকলেই স্ব স্ব সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিলেন। কাষ্ঠ মার্জ্জারগণ সাগরে স্নান করিয়া জলাভিসিক্ত দেহে বালুকাক্ষেত্রে লুণ্ঠন করে। তাহাতে কিছু বালুকা তাহাদের গাত্রে লগ্ন হইয়া যায়। তাহারা সেই অবস্থায় সেতুতে গমন পূর্ব্বক গাত্র সঞ্চালন করায় সেতুর উপরে কিছু কিছু বালুকা পতিত হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া সেতুর পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া,—

কাঠ বিড়ালের সাগর বাঁধা।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে সুশীল পরোপকারী ব্যক্তিগণ ঐ প্রবাদের উল্লেখে দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

চীন কাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ রমণীদিগের ন্যায়, পুত্র সন্তান লাভ করিবার জন্য চীন রমণীরাও নানাপ্রকার দৈব উপায় অবলম্বন করে। পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এস্থলে কেবলমাত্র দুইটী বিবরণ লিখিত হইল। পুত্রার্থিনী অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বীয় পতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সন্নিহিত কোন কূপসমীপে গমন করে এবং উক্ত কূপটী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। যদি প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে স্থির করে। আমাদিগের দেশের ষষ্ঠীদেবীর ন্যায় চীন দেশেও শিশুদিগের রক্ষাকর্ত্রী দেবতা আছে। পুত্রার্থিনী ঐ দেবতার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়া, তাহার এক খণ্ড পাদুকা গৃহে আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকে। অভীষ্ট পুত্রলাভ হইলে চীন রমণী পুরাতন পাদুকার পরিবর্ত্তে দেবতাকে এক যোড়া নূতন পাদুকা প্রত্যর্পণ করে।

সন্তানকে প্রেতাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চীন রমণী নবপ্রসূত সন্তানের গলা ও কটীতে এক একগাছি লোহিতবর্ণের সূতা বা রেশম বন্ধন করিয়া দেয়। সন্তানের বয়স পূর্ণ এক মাস হইলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মুখে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই মস্তক মুণ্ডন উপলক্ষে সমাগত বন্ধু বান্ধব শিশুকে যথাশক্তি উপহার প্রদান করে

অশীতিপর বৃদ্ধের ছিন্ন পরিচ্ছদ হইতে নির্ম্মিত পরিচ্ছদ শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথম পরিধান করাইয়া দেওয়া হয়। চীনবাসীদিগের বিশ্বাস—যত বৎসর বয়সের ব্যক্তির পরিচ্ছদ সর্ব্বপ্রথম শিশুকে পরিধান করান হয়, শিশুও তত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

পুত্রসন্তানদিগকে চীনবাসীরা যেমন অতিশয় আদর ও যত্ন করে, কন্যাসন্তানদিগকে আবার সেইরূপ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে। কন্যাসন্তানগণ পালন করিতে অনেক পিতামাতাই নিতান্ত অনিচ্ছু, সুতরাং চীন দেশে কন্যাহত্যা বড়ই প্রবল। চীনদেশীয় কোন মহাত্মা কন্যাসন্তানদিগের দুরবস্থা দেখিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি কন্যাসন্তান পালন করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহারা স্ব স্ব কন্যাকে উক্ত আশ্রমে নিক্ষেপ করিয়া আইসে।

ইচ্ছা করিলে চীনবাসীগণ স্বীয় স্বীয় পুত্র বিক্রয় করিতে পারে। রাজনিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও চীনদেশে শিশুহত্যা করিতে কেহ শঙ্কিত হয় না। শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। যে কোন কারণে শিশুর মৃত্যু হউক না কেন, চীনবাসীরা মনে করে প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক শিশুর জীবন নষ্ট হইয়াছে।

হাঁটিতে শিখিলে চীন রমণী সন্তানকে স্তন্যপান হইতে বিরত করিয়া অত্যধিক সিদ্ধ তণ্ডুল খাইতে দিয়া থাকে। শিখা রক্ষা করিয়া বালকের মস্তক সর্ব্বদাই মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। মাতা আদর করিয়া স্বীয় শিশু সন্তানের শিখা মূল্যবান্ সূত্রে বন্ধন করিয়া দেন। গ্রীষ্মকালে শিশুদিগকে প্রায়ই কোন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেওয়া হয় না, কিন্তু শীতকালে তাহাদিগকে বসন ও তুলাদ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত করা হয় যে দেখিলে এক একটী উপাধান বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের দেশে যেমন শিশুকে কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইলে ক্রোড়ে বা বক্ষে করিয়া লইয়া থাকে, চীন দেশে সেরূপ করে না; শিশুকে পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক চর্ম্মদ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যায়।

চীনবালকদিগের মধ্যে যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ঘুড়ী উড়ানই প্রধান। চীনদেশে বিভিন্ন আকারের বহুবিধ ঘুড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকলের মধ্যে কোনটীর আকার বাদুড়ের ন্যায়, কোনটী বিড়াল, কোনটী কুক্কুর এবং কোনটী বা শৃগালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

শোকের শান্তি।

এ জগতে যাহাকে বড় "আপনার" বলিয়া জানিতাম, যাহার দিকে চাহিয়া সংসার-পথে পাদক্ষেপ করিতেছিলাম, সহসা সে আমাকে এ জনমের মত

ছাড়িয়া গিয়াছে।—সাধ করিয়া নহে, নিষ্ঠুর মৃত্যু নিয়তি বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, আর এ জনমে সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না! তাহার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমাকে চিতার আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইবে! এখন বলতো ভাই! তাহার জন্য আমি কাঁদিব না কেন? আরও বলতো ভাই, তাহার জন্য আমি কাঁদিলে তুমি আমাকে "দুর্ব্বলচেতা অথবা "মোহ-পরায়ণ" বলিয়া ঘৃণা করিবে কেন? তোমার এরকম ঘটনায় তোমার চক্ষে যদি একবিন্দু জল না আসিয়া থাকে, তোমার প্রাণের প্রাণে যদি আঘাত না লাগিয়া থাকে, তুমি যদি ইহা এক ফুৎ-কারে উড়াইয়া দিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে "চিত্তজয়ী বীর" বলিব, "নররূপী দেবতা" বলিব; কিন্তু সেই সঙ্গে, তোমার হৃদয় যে নীরস, তোমার হৃদয় যে শুষ্ক, তুমি যে প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদ কিছুই পাও নাই, সে কথাও অবশ্য বলিব। আমার হৃদ-য়ের সমস্ত প্রীতি মমতা, আমার প্রাণের সকল সাধ বাসনা, আমার মানবজীবনের যথাসর্ব্বস্ব, সবই যদি মুক্তহস্তে আমার ভালবাসা-ভাজনকে ঢালিয়া দিতে না পারিলাম, যদি তাহাকেই "আমার সব" বলিয়া না ভাবিলাম, যদি তাহারই অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব অনুভব না করি-লাম, তবে আমার ভালবাসা ভালবাসার ছায়া মাত্র, আসল জিনিস নহে।—অত-এব আমি যাহাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া-ছিলাম, তাহার সহিত এ নিদারুণ বিচ্ছেদে আমার বুক ফাটিবে না কেন? কেবল আমার মত নগণ্য মনুষ্য বলিয়া নহে—বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি দেবতার কথা বলিতে পারি না—শোকের প্রথমোচ্ছ্বাসে আকুলতা মানবের এতই স্বাভাবিক, যে অজ ও অর্জ্জুনের মত বীরপুরুষ, সাবিত্রী ও গান্ধারীর মত বীরাঙ্গনা পর্য্যন্ত তাহাতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন! বলিতে কি জগদী-শ্বর মানবহৃদয় যতদিন স্নেহ মমতা শূন্য না করিবেন, ততদিন তরুণ শোকো-চ্ছ্বাসে মানব আকুল হইবেই। অতএব এই স্বাভাবিক ঘটনায় মানব মানবের নিকটে নিন্দিতই বা কিসে? আর ঘৃণিতই বা কিসে?

তবে একটী কারণে মানব নিন্দিত হইতে পারে বটে; বিশ্বজগতের দিকে চাহি-লে আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্ আমা-দিগকে অনন্ত সুখভোগ করিতে পাঠাইয়া-ছেন—এ জগৎ জরামরণসঙ্কুল, নানাবিধ বিঘ্নবিপদপূর্ণ সত্য, তথাপি আমাদিগকে সুখী করাই ভগবানের অভিপ্রায়; নহিলে দিনে সূর্য্য উঠিত না, রাত্রে চন্দ্র হাসিত না, তরুলতায় ফুল ফুটিত না, শিশুকে মা "সর্ব্বস্ব ধন" ভাবিত না, মানব হৃদয়ে ভক্তি, স্নেহ, প্রণয় থাকিত না, জ্ঞানার্থীর পিপাসা মিটিত না, আমাদের সুখভোগের জন্য যে অসীম উপকরণ সমূহ রহিয়াছে, তাহার একটীও মিলিত

না। তাই আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, আমাদের মত হতভাগ্য মানবকে সকল দুঃখ পরিহার করিয়া অনন্ত সুখের রাজ্যে বিচরণ করিতেই, ভগবান্ নীরব ভাষায় বলিতেছেন। এখন আমরা যদি স্বার্থ-পরতার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে সুখ শান্তি লাভ করিতে বিমুখ হই, তাহা হইলে আমাদের অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত হই। শোকযাতনা এ জগতে অসহনীয় যাতনা সত্য, রোগ দরি-দ্রতা প্রভৃতি অনেক রকম দুঃখের তুলনায় শোককেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয় সত্য*, কিন্তু এ কথা আমাদিগের মনে করা উচিত, যে যে দয়াময় দেবতা আমাদের ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য রৌদ্র বাতা-সের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই দয়াময় দেব-তাই আমাদের ভীষণ যাতনা পূর্ণ শোক নিবারণের উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন! সেই ভগবৎসৃষ্ট শান্তিলাভে অবহেলা করিয়া আমরা যদি গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, অথবা আত্মহত্যা সাধন করি—এই সব অধর্ম্ম ও নৃশংস পথে গিয়া যদি শোকের জ্বালা জুড়াইতে চাহি, তাহা হইলে আমরা নিন্দিত, ঘৃণিত এবং মানবকুলকলঙ্ক; নচেৎ শোকে কাতর হই বলিয়া আমরা কথনই নিন্দিত নহি।

অতএব প্রকৃত শান্তি কিসে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধান করা আমাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার হৃদয়ে একটুকু সহানুভূতি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে তরুণ শোকে শান্তির আশা বৃথা। আকাশে যখন দারুণ ঝড় বহিতেছে, সমুদ্রের জল তখন শান্ত থাকিবে কি করিয়া? শোকের প্রথম আঘাতে প্রাণ যখন ভাঙিয়া পড়ি-য়াছে, তখন হৃদয়ে শান্তি টিঁকিবে কি করিয়া? সে সময়ে শমতাই শোকার্ত্ত হৃদয়ের ঔষধ। শমতা শান্তির মত স্থায়ী ভাব নহে; ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিক হইলেও শমতায় উপকারিতা আছে; শোকের জলন্ত আগুণ শমতা হইতেই কিছুক্ষণ চাপা পড়িয়া থাকে; পুনঃ পুনঃ শমতা প্রাপ্ত হইলে শোক-সন্তপ্ত হৃদয় অপেক্ষা-কৃত সংযত ও শান্তিলাভের উপযোগী হইয়া থাকে। মানব দুই উপায়ে শমতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম উপায়, রোদন; এ কথাটি শুনিতে ভাল না লাগিলেও প্রকৃত পক্ষে সত্য। ভক্তিভাজন বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "যে শোকের রোদন নাই, সে শোক যমের দূত" এ কথাটীর সত্যতা, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের অনে-কেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। যখন আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের মত শোক-

* রোগ দরিদ্রতা প্রভৃতি দুর্ঘটনা হইতে মানব বহু দুঃখ পাইলেও শোকের তুলনায় সে সকল দুঃখের যাতনা অপেক্ষাকৃত মৃদু। আসন্নমৃত্যু রোগীও ঔষধ সেবন করে, অনন্যোপায় দরিদ্রও ধনবানের দুয়ারে ভিক্ষা করে, কেন না এমন দুরবস্থায়ও তাহাদের মনে আশার ক্ষীণ আলোক প্রতিভাত থাকে। কিন্তু শোকার্ত্তের আশা ফুরা-ইয়াছে, তাহার বাঞ্ছিত ব্যক্তি ইহজগতে ফিরিয়া আসিবে না। নৈরাশ্যের জন্যই প্রধানতঃ শোক-যাতনা, এমন অসহনীয়। প্র, লে।

তপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস অশ্রুধারারূপে বাহির হইয়া আসে, তখন কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় একটু আরাম পাইয়া থাকে। শমতা লাভের অপর উপায় সহানুভূতিপ্রাপ্তি। শোকসন্তপ্তহৃদয় সহানুভূতির ভিখারী। সে হৃদয় জগতের অন্য কোনও জিনিস চাহে না—অন্য কোনও জিনিসে তাহার সুখ নাই, কেবল নীরবে একজন সহৃদয় সহানুভাবক চাহে—একজন মনের মত সহানুভাবক পাইলেই সে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যদিও সহসা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘনীভূত শোকরাশিও নবীভূত হইয়া উঠে, যদিও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন, "স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।" তথাপি আত্মীয় বা বন্ধু যখন শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি ঢালিয়া দেন, তখন সে হৃদয়ের যেন অর্দ্ধেক যাতনা কমিয়া যায়। তাই বলিতেছি একজন ব্যথার ব্যথী পাইলে শোকার্ত্ত হৃদয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আরাম লাভ করিয়া থাকে; এই আরামের নামই শমতা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শমতা স্থায়ী ভাব নহে। শমতা লাভে মানবচিত্ত প্রকৃতিস্থ হয় না; তবে শমতা হইতেই হৃদয় অপেক্ষাকৃত সংযত ও শান্তি লাভের উপযোগী হয়। প্রকৃত শান্তি কিসে মিলে, এক্ষণে তাহাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

শোকাতুর হৃদয়ের শান্তির জন্য কেহ কেহ বিস্মৃতিকে অর্থাৎ মৃত আত্মীয় বা বন্ধুকে ভুলিয়া যাওয়াই উৎকৃষ্ট উপায় মনে করেন। আমাদের বোধ হয়, কোনও শোকে কেহ কেহ বিস্মৃতি হইতে শান্তি লাভ করিলেও বিস্মৃতি, শান্তির উৎকৃষ্ট উপায় কখনই নহে। বিস্মৃতির পথে গিয়া যে শান্তি লাভ হয়, সে শান্তির নাম "শুষ্ক শান্তি" বলিলেই সঙ্গত হয়; কারণ সে প্রকার শান্তিতে সুখের সংশ্রব নাই। মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুখ।* আমরা শোক-কাতর হৃদয়ের শান্তি চাহি কর্ত্তব্য পালনের জন্য, কর্ত্তব্যপালন করিতে চাহি সুখের জন্য; কিন্তু মূর্খ আমি, নির্ব্বোধ আমি, বুঝিতে পারি না যে এক দিন যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি, যাহার বিষাদ-বিন্দু ধুইয়া দিতে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি, যাহাকে সুখী দেখিবার জন্য আমার সমস্ত জগৎটা উল্‌টিয়া ফেলিতে পারিয়াছি, আজি সেই একান্ত ভাল-বাসা-ভাজনকে—আজি সেই পরজগৎ-

---

* অগস্ত কোম্‌ট, মিল্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা মানব জীবনের উদ্দেশ্য "উন্নতি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিতে হয়। উন্নতি লাভের ফলও তো অনির্ব্বচনীয় সুখ! যদিও কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া মানবকে অনেক সময়ে কঠোর আত্ম-সংযম, ক্লেশকর ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনজনিত আত্ম-প্রসাদপূর্ণ অসীম সুখের তুলনায়, সে সকল দুঃখ নগণ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুখ ভিন্ন মানব মনের গতি নাই। প্র, লে।

বাসী একান্ত ভালবাসা-ভাজনকে আমি সে মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইব, আমার সকল সুখ উপভোগ করিবার যে শক্তি, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!—এ জীবনে সে যে দিন ছিল, সেই দিনই উষার মুখে স্বর্গীয় হাসি ছিল, চাঁদের বুকে অমৃত জ্যোৎস্না ছিল, বিহঙ্গ-কণ্ঠে মধুর কাকলী ছিল, ফুলকুসুমে অপূর্ব্ব মাধুরী ছিল, যাহা যাহা প্রকৃতি সুন্দরীর অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত, সে সবই সে দিন জীবন্ত, অক্ষুন্ন ও পরিস্ফুট ছিল। সে যে দিন ছিল, সেই দিনই সংসারের বন্ধন ছিল, মানবজগতে মমতা ছিল, হৃদয়ও সুখ-সাধ পূর্ণ ছিল। এখন সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সুগন্ধি ফুল শুখাইয়া গেলেও যেমন আতরের মধ্যে তাহার ফুল জীবনের অংশ রাখিয়া যায়, সেও সেইরূপ ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়া—এই জ্বালাময়ী স্মৃতির মধ্যে তাহার প্রীতিময় জীবনের অংশ রাখিয়া গিয়াছে। তাই এ হৃদয় শ্মশান হইলেও প্রকৃতির সেই সুন্দর রাজ্যের সহিত অথবা স্নেহময় মানব জগতের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় নাই। তাহাদের কোনও কাজ করি না বটে, তথাপি তাহাদের উপরে প্রাণের একটা গভীর টান আছে, তাই তাহাদের আশ্রয়ে দাঁড়াইতে চাহি। কিন্তু যে দিন তাহাকে ভুলিতে যাইব, সেই দিনই আমাকে জগতের সহিত, মানবজাতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে; বিশাল মানবসমাজে বাস করিলেও আমাকে পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া থাকিতে হইবে; কারণ তাহাকে ভুলিলেই আমাকে বিশ্বাস-হীন, প্রীতিহীন, হৃদয়বিহীন হইতে হইবে। এই রকম মরুভূমির মত জীবন বহিলে, এই রকম নিজের হৃদয়খানিকে জ্যামিতির বিন্দুবৎ সম্প্রসারণশূন্য করিলে, এই রকম জীবন্ত আত্মহত্যা ঘটাইলে, আমার ধর্ম্মাচরণের শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে কি না?—সে আশা বড়ই দুরাশা; কারণ হৃদয়ের শুষ্কাবস্থায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কখনই হইতে পারে না। তাই বলিতেছি বিস্মৃতি শোক-শান্তির আসুরিক উপায়। বরং অসহনীয় যাতনাময় শোক-ভোগেও সুখ আছে, তথাপি বিস্মৃতিতে নহে। ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের অনুশীলনেই মানব-হৃদয়ের উন্নতি; তাহাই মানবের পরম সুখ; অতএব সেই ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের উচ্ছেদ ঘটাইয়া—মৃত প্রিয়-জনকে ভুলিয়া গিয়া মানব কিসে সুখী হইবে? (ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। কোন কোন পক্ষী বাষ্পীয় যান অপেক্ষা দ্রুতবেগে গমন করিয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে বাষ্পীয়যান ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশের হিসাবে পরিচালিত করা হয়। তদপেক্ষা অধিক বেগে চালান সম্ভব হইলেও তাহা নিরাপদ নহে। কিন্তু

গোলডেন ইগল নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সচরাচর ঘণ্টায় ৭০ সত্তর ক্রোশ চলে।

২। প্রাচীন মিসরবাসিগণ কোন কোন বিষয়ে এতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান কালের অতি সুসভ্য জাতিগণ তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মিসরের পিরামিডগুলি যে কি উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ম্মাণ করিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডসকল কি কৌশলে হাজার হাজার ফুট উর্দ্ধে উত্তোলন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালের বিচক্ষণ গৃহনির্ম্মাণবিদেরা তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। আবার মিসরীগণ যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা এরূপ মজবুৎ যে আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, আজও তাহা জীর্ণ হয় নাই। মিসরের মমি বা সংরক্ষিত মৃতশরীরের আচ্ছাদন এরূপ উজ্জ্বল অবস্থায় রহিয়াছে, যে তাহা আজও পরিধান করিতে পারা যায়।

৩। অধ্যাপক বেল নামক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে কেবল আলোকরশ্মির সাহায্যে বাক্য চালনা করা যাইতে পারে। যতদূরে কথা কহিলে শুনা যায়, তদপেক্ষা অধিক দূরে দুইটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা রাখিয়া, দুইটী লোক দুইটী বর্ত্তিকার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কি উপায়ে কথা চালনা করিতে পারে, বেল্ সাহেব তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

৪। ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে অনেকেই হোটেলে বাস করিয়া থাকেন, এই জন্য সেখানে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য হোটেল দেখা যায়। নগরের হোটেল গুলি অতি প্রকাণ্ড, এক একটীতে তিন বা চারি শত হইতে হাজারটী পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। হেম্বর্গ নগরের একটী নব-নির্ম্মিত বড় হোটেল সমস্তই কাগজে প্রস্তুত করা হইয়াছে। হোটেলটী দেখিলেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কাগজ দগ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা,কিন্তু যে কাগজে এই হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার দাহগুণ নষ্ট করা হইয়াছে।

৫। একজন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মত এই যে যদি বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইত, তাহা হইলে আমরা কিছুমাত্র আলোক প্রাপ্ত হইতাম না। বায়ুমণ্ডলে যে অগণ্য ধূলিকণার সমষ্টি আছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমরা পৃথিবীতে আলোক প্রাপ্ত হই। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে আকাশের সৌন্দর্য্যের তারতম্য বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। ১৮৮২ সালে আমেরিকার অন্তঃপাতী বোষ্টন নগরের নিকটবর্ত্তী ক্রাকোটোয়া নামক আগ্নেয়গিরিহইতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। অতি প্রবলবেগে দ্রব ধাতুকণাসমূহ আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন করাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত তত্রত্য সূর্য্যাস্তকালীন আকাশের শোভা অতীব চমৎকার হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

বিবী ফসেট্।

(৩৪৭ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

এক দিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে ঘটনাক্রমে বিবী ফসেট তৎ পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাঁহাকে কিছু দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। কিন্তু দেখ যাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসা প্রবল, তাঁহারা কি নিশ্চিন্ত বা অলস থাকিতে পারেন? কোনও মতেই নহে। ইনি সেই অবস্থাতেও "জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার" নামে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন। আপনি জেনেট ডন্ ক্যাষ্টার গ্রন্থের নায়িকা, সুতরাং ডন ক্যাষ্টারের রূপ বর্ণনায় আত্মরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

একহারা, সোজা, খুরখুরে, অল্প বয়স, নীরোগশরীর, স্থন্দর গঠন, সরল মন, তাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্রও নাই। পুণ্য ও চরিত্রের বল যেন পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। কেশ কৃষ্ণ, চক্ষু অতি সুন্দর, দেখিলে বোধ হয় যেন অন্তরে নির্ভীকতা রহিয়াছে।

বৃক্ষাদি রোপণে ও প্রীতি ভোজনে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিতেন; গৃহে থাকিলে, লিখিতে ও পড়িতে ভাল বাসিতেন। সন্ধ্যাকালে তিনি যেমন আপনার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইতেন, সেইরূপ কেহ পড়িলে, শুনিতে ভাল বাসিতেন ও নিজে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মোজা প্রভৃতি বুনিতেন, কখনও অলস থাকিতে পারিতেন না।

য়ুরোপ ও এশিয়া দুই স্বতন্ত্র মহাদেশ। ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারে ও রাজনীতিতে এই স্বাতন্ত্র্য যেরূপ ভাবে পরিলক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তুলনা করিয়া বলিতে হইলে বোধ হয় এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রথমটি স্ত্রীস্বত্বপ্রধান, শেষোক্তটি পুরুষস্বত্ব-প্রধান মহাদেশ। তথাপি সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজগণ কোনও কোনও বিষয়ে স্ত্রী জাতির সাম্য স্বীকার না করিয়া তাহাদিগকে হীনাবস্থায় রাখিতে কুণ্ঠিত হন না। বিবী ফসেটের মত তাহা নহে। তিনি বলেন সত্য সত্য গৃহই নারীগণের কার্য্যক্ষেত্র এই ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইলেও রাজনৈতিক জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পিতা মাতার কিরূপ দায়িত্ব, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের স্বতঃসিদ্ধ কিরূপ সম্বন্ধ তৎ তৎ বিষয়ে তাঁহার হৃদয়ে অতি উচ্চ, সুন্দর ভাব ছিল। আমাদিগের দেশে সাধারণে বলে যে," আহা! অমন মেয়ে, পড়েছে কি না এক বাঁদরের হাতে।" বলিয়াই আবার" যার বর যে" এই কথা বলিয়া সকলে মনকে প্রবোধ দেয়। বিবী ফসেট বলেন এরূপ স্থলে স্ত্রী একান্ত হৃদয়ে স্বামীর সেবা করিয়া স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন—পরিবারের গৃহিণীর কার্য্য করিলেন, দাস দাসীর কার্য্য করিলেন, রোগে নিজদেহ পাত করিয়াও শুশ্রূষা করিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাস্য ইহাতে কি স্বামীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পাইবে? কন্যারক্ষ এবম্বিধ কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ ধনবান মাদকসেবক যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যপরায়ণ সচ্চরিত্র মধ্যবিত্ত বা গরিব যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়? (ক্রমশঃ)

কৃষিতত্ত্ব।

ভূমির সার।

(৩৪৬ সংখ্যা ২১৭ পৃষ্ঠার পর।)

অতি শীতল কর্দ্দম ভূমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে সুবিধা হয় না। কৃষকেরা ইহার এই কারণ অবধারণ করিয়াছেন, যে জলের দ্বারা ইহার অতি গুণকারক শক্তি অপহৃত হয়, বারংবার চূণ প্রয়োগের দ্বারা ধাতু মিশ্রিত মাটির আধিক্য হওয়াতে উদ্ভিদংশ বিনষ্ট হইয়া যায়। চূণ সঙ্কুচিত করিলে ও পোড়াইলে তাহাতে কোন গুণ দর্শে না, কেন না তাহার অন্তর্গত তন্তুবৎ উদ্ভিদংশ অগ্নিতে পুড়িয়া যায়।

যেখানে যেখানে ধাতুমিশ্রিত সার আবশ্যক, চূণ-পাথরের চূণ সেখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে ফল দর্শে। ভাগাড় জমিতে চূণ পাথরের কঙ্কর প্রয়োগ করিলে ফল দর্শে কি না তাহা বলা যায় না।

কর্দ্দম, আটালিয়া মাটি এবং বালুকা প্রয়োগের ফল জমির অসম্পূর্ণতা বিশেষের উপর নির্ভর করে। বালুকার উপর কর্দ্দমের প্রয়োগ সর্ব্বদা ফলদায়ক, কিন্তু কর্দ্দমের উপর বালুকা তাহার সমান ফলদায়ক হয় না; অনেক কর্দ্দমে স্বভাবতঃ অনেক বালুকা থাকে, সকল কৃষক তাহার পরিমাণ অনুমান করিতে পারে না বলিয়া আটালিয়া মাটিকেই কর্দ্দম বলিয়া গ্রহণ করে, কারণ উত্তমরূপ জলস্রাবের অভাব হেতু এই মাটি ভারি থাকে।

সমুদ্রের বালুকা আর এক জাতীয় সার; ইহাতে ক্ষারের লবণ (Muriate of Soda) অংশ থাকে, এবং কড়ির বালি হইলে কড়ির মাটির সঙ্গে ইহার জাতীয় সম্বন্ধ ঘটে।

ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের অনেক অংশে কর্দ্দম বড় বড় গাদা করিয়া পোড়ায়, এবং তাহার ছাই সার বলিয়া গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। মাটি পুড়িলে পর তাহাতে ধাতুর যে অংশ থাকে, তাহার সহিত তাহার প্রকৃতি ও গুণ পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ অগ্নির কার্য্যের ফলে মাটি চূণ হইয়া পড়ে। পোড়া মাটিতে আটা থাকে না, সুতরাং গুঁড়া হইয়া যায়, এবং কোন পদার্থের দ্বারা পুনঃ সংলগ্ন করা যায় না। প্রায় সকল মাটিতেই গন্ধকজাত অম্ল থাকে, অগ্নিযোগে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহার অন্তর্গত লৌহ ও কর্দ্দম অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে যবক্ষার (Nitre) উৎপাদনের সহায়তা করে। এই অবস্থায় ইহা লবণের সঙ্গে মিলিতে পারে। ডাক্তার ডারুইন কহেন, পোড়া কর্দ্দম জমির উপর ছড়াইলে ফলোৎ-

পাদক হইতে পারে, কারণ ইহার অম্লজান, বাষ্পাকারে বাহির না হইয়া দ্রব হইয়া বাহির হয়। সেই অম্লজান অঙ্গারক,প্রস্ফুরক অথবা যবক্ষারজানের সহিত সংযুক্ত হইলে উদ্ভিদের জীব-সম্বর্দ্ধক দ্রব্য যোগাইতে পারে। ইহার গুণে কঠিন ভূমি শিথিল ও কোমল হইয়া রস শোষণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। এই কারণে অনেকে পোড়া কর্দ্দম ও ধাতুংশ মৃত্তিকার সার ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কেণ্ট প্রভৃতি স্থানে নরদমার কাদা পোড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

দাহন ও সঙ্কোচন যৌগিক কার্য্য। ইহার দ্বারা ভূমির সদ্য কোন উপকারিতা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার অসামান্য ফল প্রতীয়মান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। ষণ্ডামার্ক গুরু।

২। ষট্ কর্ণে মন্ত্রভেদ।

৩। ষট্‌কর্ম্মযুক্তা ধনু ধর্ম্মপত্নী *

৪। ষড়্ রসের লবণ প্রধান।

৫। ষড়রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।

৬। ষষ্ঠী রাগ করেন,
ছেলে ধরে খাবেন।

৭। ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

৮। ষাঁড়ের গোঁ।

৯। ষাঁড়ের গোবর।

১০। ষোল কড়াই কাণা।

স।

১। সকল কল্লে যশী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।

২। সকল চিল পলালো,
বেঁড়ে চিল ধরা পড়্লো।

৩। সকল দিন যায় হেলে ফেলে,
সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।

৪। সকল নৈবেদ্য ঠোকর মারে।

৫। সকল নোড়া যদি শালগ্রাম হয়ত
হলুদ বাট্‌বে কিসে?

৬। সকল পথ মাড়্য়ে চলা।

৭। সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

৮। সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙার কলঙ্ক।

৯। সকল বাড়ীতে একঘর,
তার আবার অন্দর।

১০। সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।

১১। সকল সেয়ানের এক যুক্তি।

১২। সকল শিয়ালের এক ডাক।

১২॥। সকলি কপালে করে।

---

* কার্য্যেষু দাসী করণেষু মন্ত্রী স্নেহেচ ভগ্নী ক্ষময়া ধরিত্রী। ভোজ্যেষু মাতা সেবনেষু জায়া ষট কর্ম্মযুক্তা ধনু ধর্ম্মপত্নী।

১৩। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।
১৪। সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট।
১৫। সঙ্গ দোষে কি না হয়,
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ কয়।
১৬। সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি,
মাথাটী মুড়ায়ে এস
তেল পলাটী দি।
১৭। সৎসঙ্গে কাশীবাস,
অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।
১৮। সতীনারীর পতি যেন
পর্ব্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন
ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া।
১৯। সতীনের বাটীতে গুলে খাওয়া।
২০। সতীবাক্য রক্ষা হেতু
বিধিবাক্য নড়ে।
২১। সতী সাবিত্রী।
২২। সত্য কথার ডাল পালা নাই।
২৩। সতং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।
২৪। সত্যের জয় সর্ব্বঠাঁই।
২৫। সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নাই,
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।
২৫॥। সদরেতে ছুঁই চলে না,
মফস্বলে হাতী চলে।
২৬। সদানন্দের গোদা পা,
ডাইনে আনতে বাঁয় যা।
২৭। সন্থ চিনেছেন কন্থ।
২৮। সন্দেশের খোসা ফেলা।
২৯। সন্নিপাতের তৃষ্ণা।
৩০। সন্ন্যাসী চোর নয়,
বোচ্‌কায় খটায়।
৩১। সন্ন্যাসীর তুম্বনাড়া।
৩২। সব চালে বাইশ পশুরি।
৩৩। সব শরীরে ঘা,
তা ঔষধ দিবে কোথা?
৩৪। সবাইকে পারা যায়,
পায়পড়াকে পারা যায় না।
৩৫। সবে কলির সন্ধ্যা।
৩৬। সবে ধন নীলমণি।
৩৭। সবুরে মেওয়া ফলে।
৩৮। সময়ে সকলে বন্ধু,
অসময়ে কেউ নয়।
৩৯। সময়ে না দেয় চাষ,
তার দুঃখ বার মাস।
৪০। সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ।
৪১। সমুদ্র শয্যা,
তার শিশিরে কি ভয়?
৪২। সম্বন্ধোজীবনাবধি।
৪৩। সরস্বতীর বর পুত্র।
৪৪। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।
৪৫। সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।
৪৬। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে,
অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।
৪৭। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং,
সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
৪৮। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।
৪৯। সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।
৫০। সসর্পেচ গৃহে বাসঃ
মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ।
৫১। সস্তার তিন অবস্থা।
৫২। সহরে আগুন লাগলে,
পীরের ঘর বাঁচে না।
৫৩। সহিলে সম্পত্তি,
না সহিলে বিপত্তি।
৫৪। সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি।

নূতন সংবাদ।

১। বরদা গবর্ণমেণ্ট মহীশূরের ন্যায় বর ও কন্যার বয়স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মহীশূরে কোন বালক চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিবে না এবং কন্যার বয়স দশ বৎসর হওয়া আবশ্যক; বরদা গবর্ণমেণ্ট কন্যার বয়স দশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু বরেরও বয়স দশ রাখিয়াছেন।

২। থিওজফিষ্ট দলের সুপ্রসিদ্ধ আনা বেজাণ্ট ৫দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার বড় আনন্দ!

৩। ওয়াসিংটন ষ্টেটের একটি খনিতে এক চাঁই কয়লা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ওজনে ৪১ হাজার পাউণ্ড। এত ওজনের কয়লার চাঁই বোধ হয় কখনও পাওয়া যায় নাই।

৪। মহারাণী স্বর্ণময়ী তমলুকের মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। জুন মাসে কেপ কলোনির একটী খনিতে পৃথিবীর বর্ত্তমান হীরকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ জর্ম্মণ সম্রাট ১০ লক্ষ ষ্টারলিঙ মুদ্রা দিয়া এই হীরকখণ্ড ক্রয় করিবেন।

৬। সিকাগোতে কেবল অন্ধদিগের জন্য একটী পাঠাগার খোলা হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রবাদ পুস্তক—শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত মূল্য ৷৹ আট আনা। বাঙ্গালা প্রবচন সকলের সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য অনেকদিন হইতে বামাবোধিনী সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে এতদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহাতে অনেকগুলি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং কতকগুলি প্রবাদের মর্ম্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

২। ব্রহ্মসাধন—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৵৹ আনা। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। নিগূঢ় প্রেম, সাধনের অবস্থাত্রয়, প্রকৃত আত্মদর্শন প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখকের ধর্ম্ম-

সাধন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি ধর্ম্মসাধকদিগের পক্ষে উপাদেয় ও উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

বামারচনা।

স্ব-নিকেতন।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

১

এসেছি প্রবাস-ক্ষেত্রে, নিজ নিকেতন তরে,
উপার্জ্জিয়া ধন, রত্ন ফিরিয়া যাইতে ঘরে;
বৃথায় সময় গত হলে সন্ধ্যা সমাগত
শূন্য হাতে যাইতে হইবে কি স্বনিকেতনে?
বিফল প্রবাসে আসা তবে হবে কি জীবনে?
শূন্য হাতে যাব ঘরে, লজ্জা হবে না অন্তরে
"কি করিতে আসিয়াছি, কিকরে যাইব ফিরে?
হৃদয়! মুহূর্ত্ত তরে একথা ভাবনা কিরে?
কেন তোর এত ভুল, হেরিয়া সিমুল ফুল,
বাহির চটকে তার মোহিত হইয়া আছ,
দিশাহারা উর্দ্ধশ্বাসে তারি পানে ছুটিয়াছ?

২

অনল-আলোক-ছটা হেরি আনন্দিত মনে
না জানি কি সুখে প্রাণ বিসর্জ্জে পতগগণে?
কেনরে মানব কুল, আসক্তির অনুকূল,
শিরায় শিরায় কেন মোহের বন্ধন তার?
অসমর্থ হইয়াও বহিছে সংসার ভার?
অনিত্যকে সঙ্গে ল'য়ে, এসেছে প্রবাসালয়ে
তবু প্রিয় বিয়োগেতে কেন করে হাহাকার,
কেন বহে দুনয়নে অবিরল অশ্রুধার?
পুণ্য-অর্থ তার নাই ধরণী প্রবাসে তাই
আসিয়াছে পুণ্য অর্থ করিবারে উপার্জ্জন,
ভুলিয়া সে সব এবে ভ্রমিছে সে কি কারণে?
ভবের মেলায় এসে যদি নিকেতন তরে
বাসনা থাকয়ে কিছু লইতে সম্বল করে,
সাবধান! তবে যেন মাকাল-সৌন্দর্য্য হেন
অনিত্য অসার দ্রব্য পরশ করিওনারে!
স্বর্গীয় সৌরভমাখা, নিত্য যাহা ল'ও তারে।
নাহি অনিত্যতা আঁকা, স্বর্গীয় মাধুরী মাখা,
স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ স্নিগ্ধতা ক্ষরিছে যায়,
এমন যে 'সত্য' আগে খরিদ করিও তায়।
শারদ চন্দ্রিকা ভায় সুচির বাসন্ত বায়,
সৌন্দর্য্য, সৌরভ মাখা বিকচ কুসুমচয়,
ইহার শীর্ষক 'প্রেমে' যতনে করিও ক্রয়।

৩

বালারুণ-কর মাখা উষার সৌন্দর্য্য ছটা,
মৃদুল হিল্লোলে দোলা পাতার শ্যামল ঘটা;
নদীর সুনীল জলে ঢেউ গুলি নেচে চ'লে
শুভ্র ফেন রূপ সুখে চুমিছে বেলার পায়,
স াঁতারিয়া ফিরে কত শুভ্র কল হংস চয়,
ক্ষরিয়া অরুণ কর পড়ি নদী বক্ষোপর
শ্বেত,নীল,লোহিতে মিশিয়া যেই শোভাধরে,
'সুসংযম' সে সুন্দর শোভাকে পরাস্ত করে।

উষার মধুর শোভা হইতেও মনোলোভা
যথন 'সংযম' মানুষের হৃদে বাস করে
কম্পিত বিক্রম আর কত টুকু শোভা ধরে?
হৃদি তরঙ্গিনী মাঝে যত রিপু-ঢেউ নাচে,
বিলুণ্ঠিত হয় আসি 'সংযম' বেলার পায়,
সমুচিত সযতনে চিনে কিনে লও তায়।
বাজারে আসিয়া যদি নাহি মিলে ঘৃত দধি,(১)
তবুও তণ্ডুল (২)লুণ(৩)তেঁতুল(৪)লইয়া যাও,
যদি নিজ নিকেতনে সুদিন থাকিতে চাও।
শূন্যহাতে গেলে বাসে ফিরিতে হবে প্রবাসে,(৫)
আবার পেটের দায় তাও কি জাননা মনে?
অগত্যা উহাই লও না মিলিলে অন্য ধন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

রাঁচীর বর্ত্তমান অবস্থা।

রাঁচীর সমুদায় স্থানে কোল জাতীয় অসভ্য লোকের বাস। কৃষিজাত বস্তু ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে; কারণ প্রথমতঃ ইহাদিগের দেশে ভালরূপ কৃষিজাত জন্মায় না, দ্বিতীয়তঃ রাস্তার সুবিধা নাই বলিয়া কিছুই আমদানি রপ্তানি হয় না। গরিব লোকের অদৃষ্ট সর্ব্বত্র সমান বটে, কিন্তু দরিদ্র হইলেও বঙ্গদেশের ন্যায় এ দেশে দুর্ভিক্ষেরপ্রবল কোপে দেশ ছারখার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অসভ্য জাতির অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে মানবের আদিম সময়ে পাপপ্রবৃত্তি খুব কম থাকে, পরে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত পাপের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যাহাহউক সভ্যজাতি সাধনা করিয়া যে অবস্থা লাভ করিতে পারে না, অসভ্যজাতি স্বভাবতই তাহা লাভ করিতেছে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালিদের এতাদৃশ অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের নিকট অনেক শিখিবার আছে। রাজনীতিবিদের কূটবুদ্ধি পার্ব্বত্যদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। ব্যবহারাজীবদিগের কপটতা ইহাদিগের অজ্ঞাত। এমন কি ইহাদিগের সহিত বাক্য বলিলে খিজিস্থ সভ্যতাভিমানী লোকদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যেও সরলতা ও সত্যবাদিতার আলোকরেখা দেখিয়া তদ্রূপ সাধু প্রকৃতিলাভের বাসনা জন্মে। যদি কপটতা এবং মিথ্যাবাদিতা শিক্ষা সভ্যতার নিত্য সঙ্গী হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে শিক্ষা ও সভ্যতা মানবসমাজের অধঃপাতের কারণ। ইহাদিগের গুরুকে "পাহান" বলে। ইহাদিগের ভূতের ভয় বেশী। ইহারা সাপ, ইঁদুর,ইত্যাদি খাইয়া

---

(১) অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, ব্রত দান, উপবাস, তীর্থপর্য্যটনাদি।

(২) সত্য। (৩) প্রেম। (৪) সংযম।

(৫) ইহার ভাবার্থ এই যে পুণ্য ক্ষয় হইলে পরমধামে স্থান হয় না, সুতরাং পুণ্য ক্ষয় হইলে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যেমন তণ্ডুল, লবণ ও তেঁতুল থাকিলে গৃহীর অন্য ধন অর্থ না থাকিলেও প্রাণে মরিতে হয় না, তেমনি সত্য, প্রেম ও সংযম থাকিলে পুণ্যের ক্ষয় হয় না।

থাকে। এই দেশের একটী স্থানে পাথর আছে, ঐ স্থানটীকে "থড়পাকনা" কহে, ঐ পাথরটী প্রথমে ১ ইঞ্চি ছিল, তার পর এখন প্রায় ১০ হাত উচ্চ হইয়াছে। ঐখানে ভূত প্রেত থাকে বলিয়া, লোকে প্রতি অমাবস্যায় পূজা দিয়া থাকে। পাথরটী ক্রমশঃ বড় হইতেছে। এদেশে যেমন উই, তেমনি সেঁাপোকা। এমন কি মাঠে কিম্বা উঠানে সহজে হাঁটিয়া যাইবার যো নাই। চারিদিক্ সেঁাপোকায় বেষ্টিত। দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কিন্তু আজকাল অনেক ইংরাজীশিক্ষিত নব্য সভ্য বাঙ্গালী মহাশয়েরা আসিয়া দেশকে গম্‌গম্ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীরা ইংরাজদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে অনেকেই আপনাদিগকে সাহেব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কুখাদ্যাদি খাওয়া চুলোয় যাক, অনেকে আরও কিছু উচ্চদরে যান। দুঃখের বিষয় মেয়ে মানুষেরা বা বাঙ্গালী বিবীরা ইংরাজীভাষা বলিতে যান, কিন্তু কথা জিহ্বায় আটকাইয়া যায়। তবু যদি এদেশে ভাল বালিকা স্কুল করিয়া দেন, তাত নয়, কেবল "বোন্‌দেশে শিয়াল রাজা।" তাই বলি যা করিতে পারিবে না, তা করিবার দরকার নাই। কোল জাতীয় লোকেরা বলে যে সব বাবুরা আসিয়া আমাদের খাদ্যের মূল্য চড়াইয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোকের ভোগবিলাসের জন্য সমুদায় বস্তু অতিরিক্ত দরে বিক্রীত হয়। এই কারণে গরীব লোকেরা, যাহারা সমস্তদিন খাটিয়া দুইআনা রোজগার করে, তাহারা কেমনে আগেকার ন্যায় ঐ সকল বস্তু ভোগ করিবে? সভ্যমহোদয়গণের একটুও জ্ঞান নাই যে তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেশটা একেবারে ছারখার হইয়া যাইতেছে। কেনইবা না হয় এখানে ত কোন সমাজ সভা নাই, সেই জন্যই বাবুদের যথেচ্ছারিতা এত বাড়িয়াছে। এদেশের লোকের মধ্যে অনেকেই ইতরজাতীয়, কেহ কেহবা সদাগর-সময়ে বড়লোক হইয়াছে; কেহ বা চাষা, চাষবাস করিয়া বড়লোক হইয়াছে। এসব লোকেদের বিষয়ে কিছু বলিবার দরকার নাই, কেবল দুঃখ হয় ভদ্রলোকেদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া। যাহা হউক ঐ সমস্ত ভদ্রলোকদিগকে বিনয় করিয়া বলি, যে বাজে খরচ, যাহা হইতেছে, ঐ অদ্ভুত ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তুগুলির কিছু যদি সৎ-উপদেশে ব্যয় করা হয়, তাহলেও কিঞ্চিৎ দেশের উন্নতি হয়। এখানে বালিকা স্কুল ভাল নাই ও বিদ্যাশিক্ষায় উত্তেজিত করিবার লোক কেহই নাই। অনেক স্থলে পাপপথযাত্রী প্রলুব্ধ বিলাসীর সহিত পাপীয়সীদিগের সম্মিলনে যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ভালরূপ ঘটিতেছে। তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলি অপব্যয় করিতে নিরস্ত থাকুন। এখন হইতে না তৎপর হইলে আর করিতে সময় পাইবেন না, কারণ সময় ফুরাইতেছে। এখানে গুটী কতক লোক খুব চমৎকার: সদাশিব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁরা যেমন উচ্চপদস্থ, ইহাদিগের অন্তঃকরণে তেমনি দয়া সততই বিরাজমান। ইঁহারা প্রতি রবিবারে গরীব লোকদিগকে অর্থ তণ্ডুলাদি দান করিয়া থাকেন। শ্রী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪৯ সংখ্যা	মাঘ ১৩০০—ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির আবির্ভাব ও তিরোভাব—লর্ড এলগিন ২৫এ জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড লান্সডাউন ২৭এ জানুয়ারী ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁদের উভয়েরই কল্যাণবিধান করুন্।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজ গত ১১ই মাঘে ৬৪ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৫ বৎসরে উপনীত হইয়াছে। এ বৎসরও কলিকাতার তিনটী প্রধান সমাজ সমারোহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণ বিশেষ বিশেষ দিনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরপূজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেকে বালক বালিকাদিগের নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার সাহায্য করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের সার্থকতা সাধন করিতেছেন ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়—৩রা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Convocation) উপাধি বিতরণ সভায় মহা সমারোহ হইয়াছে। নূতন বড়লাট উপস্থিত হইয়া উৎসাহদান করেন এবং বাইস চান্সেলর সার আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারিণী ফ্লোরেন্স মেরী হলাণ্ড সর্ব্বোচ্চ গৌরব লাভ করিয়াছেন।

আমেরিকায় বঙ্গের গৌরব—চিকাগো মহামেলায় পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের লোকের মহামণ্ডলী হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে।

আমেরিকার লোকে প্রতাপ বাবুর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে পরে প্রায় দুই মাস কাল তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়া নানাস্থানে বক্তৃতাদি করাইয়াছেন।

মাঘ মেলা—১২ বৎসরের পর এ বৎসর প্রয়াগ তীর্থে এই মহা মেলা হয়। এতদুপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সুখের বিষয় রাজকর্ম্মচারিগণের সুব্যবস্থায় যাত্রীদিগের ক্লেশ হয় নাই।

আনি বেজান্ট—ইনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুর, বাঁকীপুর, কাশী ও প্রয়াগে ভ্রমণ করিয়াছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, মিরট, হরিদ্বার, অম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর, কপূর্থালা, অমৃতসর, লাহোর ও মোরাদাবাদ ক্রমে ক্রমে দর্শন করিবেন। মার্চ্চমাসে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, নাগপুর, পুনা, বোম্বাই ও সুরাট ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিবেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেইখানকার লোকেই তাঁহার হিন্দুভাবে আকৃষ্ট ও বক্তৃতায় মোহিত হইতেছে।

দান—(১) পাটিয়ালার মহারাণী লাহোর অনাথাশ্রমে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। (২) দ্বিতীয় রাজপৌত্রের পত্নী শুভবিবাহকালে যে ১৬০০০৲ টাকা যৌতুক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিধবাশ্রমে দান করিয়াছেন। (৩) একজন ইংরাজ বণিক কলিকাতা বয়স্ স্কুলের জন্য দেড়-লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

লেডী এলগিন—নূতন রাজপ্রতিনিধি পত্নী লেডী ডফারিণ ফণ্ডের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লেডী ডফারিণের ন্যায় পরসেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া পুণ্যবতী ও যশস্বিনী হউন, আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা।

স্মৃতিচিহ্ন—লর্ড ল্যান্সডাউনের কীর্ত্তি স্মরণীয় করিবার জন্য ঢোলপুরের মহারাজা ৮০০০৲, ভূভবনগরের মহারাজা ৭০০০৲, কাশ্মীর ও বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা প্রত্যেকে ৫০০০৲ টাকা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ২ হাজার, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইংরাজ বণিক্‌দিগের মধ্যে জার্ডিন স্কিনার ১ হাজার দিয়াছেন, আর আর সকলে কেহ ২ শত, কেহ ৫ শত দিয়াছেন; অথচ কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিবার জন্য সাহেবদের আগ্রহটাই অধিক। এ পর্য্যন্ত মোট ৭০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

দীর্ঘজীবী পরিবার—ইংলণ্ডের এসেক্সসায়ারের বালকম্বি নামক স্থানে এক পরিবারের সকলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করিতেছে। বাটীর কর্ত্তার ৯৪, গৃহিণীর বয়স ৯০। ইহাদের ৮ পুত্র বর্ত্তমান, উহাদের বয়স যথাক্রমে ৭০, ৬৯, ৬৬, ৬৪, ৫০, ৫৩, ৫১, এবং ৪৯। বাটীর কর্ত্তা অদ্যাপি জুতার ব্যবসা করিতেছে।

লেডী হেনরী সমারসেট্।



উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের নারীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন,লেডী হেনরী সমারসেট্ তাঁহাদিগের অন্যতমা। অপুত্রক আরল্ সমারসেটের দুই কন্যার মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠা। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম লেডী ইজাবেল্। কনিষ্ঠার নাম লেডী এডেলীন। আরল্ সমারসেট পুত্রনির্ব্বিশেষে কন্যাদ্বয়ের লালনপালন ও সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। লেডী এডেলীন বেডফোর্ডের ডিউকের পাণিগ্রহণ করেন। ইনি সম্প্রতি বিধবা হইয়াছেন। ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পত্নী হইয়া লেডী হেনরী সমারসেট্ এই নাম প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, শৈশব হইতে কুমারী ইজাবেল কিঞ্চিৎ অভিমানিনী ছিলেন। "বড় ঘরে জন্ম, বড় লোকের কন্যা, অতএব আমি একজন বড় লোক" এইরূপ একটা অভিমান সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন ; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তি ও সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই অভিমান বিদূরিত হইয়াছিল। আরল্ সমারসেট্ একজন গুণবান্ পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বৎসরের প্রায় অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস করিতেন। কিন্তু পত্নী এবং শিক্ষয়িত্রীগণের উপর কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না,মধ্যে মধ্যে তিনি স্বয়ং কন্যাদ্বয়ের

শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইজাবেলের জননী ফরাসী রমণী। ফ্রান্সদেশ বিলাসের লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সুতরাং "মাটীর গুণে" ইঁহার বিলাসবাসনা কিঞ্চিৎ বলবতী ছিল। সৌন্দর্য্যশালিনী সমারসেট পত্নী বিলাসিনী হইলেও মাতৃগুণে বঞ্চিতা ছিলেন না। মাতার দোষ গুণ সচরাচর সন্তানে বহুল পরিমাণে সংক্রামিত হইতে দেখা যায়। এইজন্য বোধ হয় বালিকা-বয়সে ইজাবেলের আভিজাত্যাভিমান এত প্রবল ছিল। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী প্রতিক্রিয়া আছে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রতিক্রিয়াবশতঃ হউক অথবা সুশিক্ষার গুণে হউক, কুমারী ইজাবেলের এই প্রবল আভিজাত্যাভিমান উত্তরকালে খর্ব্ব হইয়াছিল, এবং তৎস্থানে বিশ্বজনীন উদারভাব অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের এইরূপ অদ্ভুত গতি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনী আলোচনা করিলে সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লেডী ইজাবেল লর্ড হেনরী সমারসেটের পাণিগ্রহণ করেন। লেডী ইজাবেল যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। ইজাবেল পুত্রহীন পিতার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। অনেক ধনলোলুপ যুবক ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী ইজাবেল এই নীচ বাসনাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, যাহারা সম্পৎলালসায় তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী, সম্পদের অপগমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য তিনি কাহারও বাসনা পূর্ণ করেন নাই। যে কয়েক জন যুবক লেডী ইজাবেলকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লর্ড হেনরী সমারসেট একজন। সমারসেট একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবাপুরুষ ও ডিউক অব্ বোফোর্টের মধ্যম পুত্র। ডিউকের জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে মধ্যম পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। লর্ড হেনরীর সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যা এবং জামাতা তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে এবং উভয়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, এই মনে করিয়া সমারসেটপত্নী কন্যা ইজাবেলকে লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লর্ড হেনরীর পাণিগ্রহণে কুমারী ইজাবেলের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। এইজন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমেই লর্ড হেনরীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। জননীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কুমারী ইজাবেল অগত্যা সম্মতা হইলেন। ১৮৭২ খৃঃঅব্দে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই শুভপরিণয় পরিণামে অশেষ দুঃখের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষ-

নাই ইহার একমাত্র কারণ। দয়া ও নিষ্ঠুরতা, বিরাগ ও অনুরাগ, প্রেম ও অপ্রেম, সহৃদয়তা ও হৃদয়হীনতা, কি একত্র সম্মিলিত হইতে পারে? মানবমনের এই দুই ধর্ম্ম তৈল ও জলের ন্যায় চির-কাল পৃথক্ থাকে। পতি মৃগয়া-প্রিয়, নিষ্ঠুরভাবে পশুপক্ষীর প্রাণবধ করিতে কুণ্ঠিত নন; পত্নী দয়াময়ী, জীববৎসলা, জীবজন্তুর ক্লেশ দেখিলে অন্তরে ব্যথিত হন। পতি প্রমত্ত আসুরিক বিষয়াসবে আসক্ত, আত্মসুখান্বেষী, পত্নী তদ্বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিনী, এরূপস্থলে পতি পত্নীর সুখের মিলন মরুভূমিতে জলান্বেষণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

ধর্ম্মের অনাহত দুন্দুভি আপনাপনি বাজিয়া উঠিল। লর্ড হেনরীর কলঙ্কিত চরিত্রের কথা চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। লর্ড হেনরী বিলাতে প্রজা সভার সভ্য ও প্রিভিকাউন্সিলের সৈনিক সভ্য ছিলেন। চরিত্রহীনতাবশতঃ এই উচ্চ পদ হইতে অচিরে ভ্রষ্ট হইলেন। ইনি ডিজরেলির বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকিলে, এতদিন পার্লেমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইতে পারিতেন। চরিত্রহীনতাই তাঁহার সকল ভবিষ্যৎ সমুন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিল। ইনি আর স্বদেশে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। অবশেষে ইহাঁকে দেশত্যাগী হইয়া, বিদেশে জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইতেছে। ইনি জীবিত আছেন ও ফ্লরেন্স নগরে নির্ব্বাসিতের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন।

এদিকে লেডী হেনরী স্বামীর এইরূপ চরিত্রহীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। পতি বর্ত্তমানেও বৈধব্য দাবানল তাঁহার হৃদয়কাননকে দগ্ধ করিতে লাগিল; মনে আর তেমন সুখ নাই, প্রাণে তেমন শান্তি নাই, হৃদয়ে তেমন আরাম নাই। কি এক নিরানন্দ, কি এক বিষাদ-কালিমা, তাঁহার মুখমণ্ডলকে সমাচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে নিরাশার ছায়া, গভীর হৃদয়-কন্দরের গভীরতম স্থল হইতে নীরব ক্রন্দনের রব শ্রুত হইল।

এই সময়ে তাঁহার পুত্র অতি শিশু। ১৮৭৪ খৃঃঅব্দে,একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার এই একমাত্র নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। অভাগিনী জননী এই সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ধৈর্য্যধারণে সমর্থা হইয়াছিলেন। এই সন্তানই তাঁহার সান্ত্বনার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। লেডী সমারসেট এইরূপে পতি-বিরহিত হইয়া স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে বুকে করিয়া দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত আর সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন না। লোকসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। নির্জ্জনতা তাঁহার পক্ষে অধিক প্রিয় হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার সুখাস্বাদনে বঞ্চিতা রহিলেন। নির্জ্জনতা ভগবদ্বিশ্বাসীর প্রাণে যে

শান্তি আনয়ন করে, লেডী সমারসেট সেই শান্তির সুশীতল ছায়া লাভ করিতে সমর্থা হইলেন না। কথিত আছে, বাল্যকাল হইতে লেডী সমারসেট জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। সে সময় মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন নারীজাতির পক্ষে অগৌরবের বিষয় ছিল। বিশেষতঃ যে সকল রমণী মিলের "স্বাধীনতাবিষয়ক প্রস্তাব" অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডীয় সমাজে নিন্দনীয়া হইতে হইত। লেডী সমারসেট গোপনে গোপনে এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাড়নার ভয়ে, পুস্তক লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় লুক্কায়িত ভাবে উহা পাঠ করিয়া আসিতেন। এই দুই খানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করায় তাঁহার আভিজাত্যাভিমান খর্ব্ব হইয়া যায় এবং হৃদয়ের যে কিছু অনুদার ভাব, তাহা অপসারিত হয়। এই সময়ে আমেরিকার ক্রীতদাস ব্যবসায় লইয়া ইউরোপে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। লেডী সমারসেট কৌমার হইতে দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের অধিকাংশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দাস ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। উত্তর প্রদেশের অধিবাসিগণ এই ব্যবসার বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। লেডী সমারসেট উত্তর প্রদেশবাসিগণের বিজয় কামনা করিতেন। তখন ইহাঁর বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। বালিকা বয়সে মিলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া একদিকে যেমন তাঁহার মনে স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইয়াছিল, অন্য দিকে তাঁহার তদানীন্তন ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষীণবল হইয়া গিয়াছিল। নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া তাঁহার কোমল মনকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ষ্ট্রস্, রেনান প্রভৃতি দার্শনিকগণের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাঁহায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিয়া এমন কেহ ছিলেন, একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। এমন কি, যাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য হইতে পারে না, সেই সত্যসনাতন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেছিল। যখন বিশ্বাসের স্থানে সংশয় ও নাস্তিকতা আসিয়া সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল, সেই সময় হইতে তাঁহার মনের শান্তি তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি শান্তিহারা হইয়া চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়াকাশ হইতে সুখচন্দ্রমা অস্তমিত হইল, অশান্তির ঘনঘোরা অমারজনী দেখা দিল, তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইজন্য নির্জ্জনতাও তাঁহার মনে সুখদানে সমর্থ হয় নাই।

এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর লেডী এডিলিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে গমন করেন। এদিকে কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে লাগিলেন। সুতরাং পৈতৃক বিষয় সংরক্ষণের ভার লেডী সমারসেটের উপর পড়িল। তিনি যত্নের সহিত পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে মনোযোগিনী হইলেন। লেডী সমারসেট ইষ্টনর কাসেল রিগেট্ ও সমর্স টাউন প্রভৃতি পিতার বিপুল বিভবের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন। যতক্ষণ বৈষয়িক ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, মনের বেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইত বটে, কিন্তু অবসরকালে তাঁহার মনের আগুণ আবার দ্বিগুণ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিত—এ তুষানল কিছুতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল না। তিনি রিগেটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই গৃহকে তিনি "কুটীর" নাম প্রদান করিলেন। রিগেটের জনশূন্য প্রান্তরে তিনি অধিকাংশ সময় অধ্যয়ন ও আত্মচিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন। একদিন তিনি রিগেট উদ্যানে এক বৃহৎ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ তাঁহার মনে এই এক প্রশ্নের উদয় হইল, "ঈশ্বর কি আছেন? যদি তিনি নাই, আমি কোথা হইতে আসিলাম? যদি তিনি থাকেন, তবে আমি কি? এবং এই জীবনলাভ করিয়া কি করিতেছি?" সেই বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কে যেন কোথা হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি আছি, এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে আমি নিশ্চয়ই আছি।" লেডী সমারসেট চকিত হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন কেহ কাছে নাই, কোথা হইতে এই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল! "আমি আছি এই বিশ্বাস করিয়া কার্য্য কর, জানিতে পারিবে, আমি নিশ্চয়ই আছি।" এই কথা তিনি বারম্বার মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি এইস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং উদ্যানের চারিদিকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন দশদিকে প্রকৃতির প্রসন্নমূর্ত্তি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বিরাজ করিতেছে, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত গোলাপের সুগন্ধ বহন করিয়া তাঁহার প্রাণে কি যেন এক সুশীতল শান্তি আনয়ন করিতেছে! কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহা প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছে। সেই আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যে ধর্ম্মগ্রন্থ বহুকাল হইতে অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, তাহা তিনি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন। সেই রাত্রিতে তন্মধ্যহইতে "সেণ্টজন লিখিত সুসমাচার" তিনি গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতই পাঠ করিতে লাগিলেন, ততই সেই আশার বাণীর সত্যতা তাঁহার প্রাণে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেই রাত্রিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, 'অদ্য হইতে আমি ঐ আশার বাণী শিরোধার্য্য

করিয়া কার্য্য করিব। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যথাসময়ে আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন।'

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সমাগত বন্ধুবান্ধবগণকে বলিলেন, অতঃপর আমি আর কোন প্রকার সামাজিক ব্যাপারে মিশিব না। বন্ধুগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ইটনর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। এই প্রাসাদ ম্যালবারনপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে ইহাকে অপ্সরা-পুরী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুবিশাল তরুরাজি ভেদ করিয়া এই অভ্রভেদী ইটনর প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান। নিকটে একটী মনোরম হ্রদ; পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত হওয়ায় ঐ স্থানের স্বাভাবিক সুষমা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্থানে লেডী সমারসেট একখানি পুস্তক লইয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং পুত্রের অধ্যাপনাতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন,যতদিন এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যাদেশ না পাইলেন, ততদিন ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ক্রমশঃ উপযুক্ত করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি ভাবিলেন আপনাকে সর্ব্বথা ঈশ্বরের অনুগত করা, এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলা আমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Charity begins at home," লেডী সমারসেট দেখিলেন, ভগবান্ অযাচিতভাবে আমাকে এই যে পুত্ররত্নদান করিয়াছেন, ইহার যথোচিত লালন পালন ও সংশিক্ষাবিধান এবং আমার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর হিত-সাধন করাই আমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধনে তিনি যত্নবতী হইলেন। তিনি দেখিলেন, আপন প্রজামণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অতিহীনভাবে জীবন যাপন করিতেছে। দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে কত নিঃস্ব নরনারী আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই এক বিশাল কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। তিনি অতুল সম্পদের অধিকারিণী এই সকল দীন দুঃখীর দুঃখমোচন করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, যতই দান করা যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে না, যে দুঃখ দারিদ্র্য, যে হাহাকার, তাহাই রহিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন,তাহাদিগের এই দুর্গতির কারণ সুরাপান এবং অমিতাচার। তিনি দান করিতেছেন, তাহারা অর্থ লইয়া স্বচ্ছন্দে সুরাপান করিতেছে। তাঁহার এরূপ দান আর ভস্মে ঘৃতাহুতি উভয়ই সমান। তিনি দেখিলেন ইহাদিগের চরিত্রের মূলে যে এক মহা দোষ অনুপ্রবিষ্ট হই-

য়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। তাঁহার পরিচারক ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে মদ্যপান এমনই প্রবল ছিল যে, তাঁহার নিজের একটী পোষা শুকপক্ষী "Pop! take a glass of sherry, take another glass" অর্থাৎ পপ্! এক গ্লাস শেরি খাও, আরও এক গ্লাস খাও" এইরূপ বুলি ধরিয়াছিল।

তিনি স্থির করিলেন, এই সকল হতভাগ্যদিগের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাদিগের চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। এইজন্য তিনি এক দিন এক স্কুলগৃহে পরিচারকবর্গ ও প্রজামণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া "সুরাপানের অপকারিতা" বিষয়ে ১৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতা শেষ হইলে, "আর কখনও সুরাপান করিব না" এই মর্ম্মের একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে সর্ব্বপ্রথমে আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল এবং সেই দিন হইতে সুরাপান পরিত্যাগ করিল। এইরূপে তাঁহার গ্রামে সর্ব্বপ্রথমে এক সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইল এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল।

(ক্রমশঃ)

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

অতি প্রাচীন কালে আর্য্যগণ ভূগোল বিষয়ে কতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থের মনুসংহিতা ও অষ্টাদশ পুরাণে ভূবৃত্তান্তের যাহা কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা এ বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্যতালাভ অতীব দুরূহ। মনুসংহিতার সৃষ্টিবর্ণনা স্থলে ভূমণ্ডলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে রূপকের বিলক্ষণ সম্ভাব স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, এবং পুরাণ সকলের মধ্যে অত্যুক্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং সে সকল হইতে প্রকৃত বিষয়ের নির্দ্ধারণ একান্ত অসম্ভব। মধ্যকালেরও ভূগোল সংক্রান্ত দুই এক খানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম, "বিক্রম প্রতিদেশব্যবস্থা," ইহার বয়ঃক্রম প্রায় দেড় সহস্র বৎসর। এই গ্রন্থখানি আবার ইংরাজী দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভোজ নৃপতির উত্তরাধিকারী রাজা মঞ্জুকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া "মঞ্জু প্রতিদেশ ব্যবস্থা" নামে প্রকাশিত হয়। এই উভয় সংস্করণই এখনও গুজরাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য। ২য়, "ত্রৈলোক্য দর্পণ।" এ খানি বৌদ্ধদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ৩য়, "ক্ষেত্র দর্শন।"

এখানি জৈন মতাবলম্বীদিগের গ্রন্থ। এই রূপ আরও দুই এক খানি ভূগোল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভূমণ্ডলের আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। এই উভয় প্রকারেরই মানচিত্রাদি বিদ্যমান ছিল, এবং এক্ষণেও দৃষ্টিগোচর হয়। কাপ্তেন উইল্‌ফোর্ড সাহেব নেপালের একখানি মানচিত্র সন্দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মানচিত্রখানি দীর্ঘে ৪ ফুট, প্রস্থে ২॥ ফুট, পেষ্টবোর্ডের উপর অঙ্কিত। পর্ব্বতশ্রেণী পেষ্টবোর্ডের উপরিভাগ হইতে এক ইঞ্চ উচ্চ করিয়া গঠিত। বৃক্ষ সকল চতুর্দ্দিকে রঞ্জিত এবং বর্ত্ম সকল লোহিত রেখায় ও নদী সকল নীলরেখায় চিত্রিত। বিবিধ শৈলশ্রেণী তন্মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ সকলের সহিত সুস্পষ্টরূপে গঠিত ও রঞ্জিত এবং নেপালের উপত্যকা ভূমিও সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল। ইত্যাদি।"

উপরে কথিত হইয়াছে, পৌরাণিকেরা ও জ্যোতির্ব্বিদেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পৃথিবীর আকার ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে ভূমণ্ডল সম্বন্ধে ঐ দ্বিবিধ মত বর্ণন করিয়া তত্তদ্‌ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৌরাণিক মত প্রচলিত আছে। পৌরাণিকেরা বলেন ভূমণ্ডল জলবেষ্টিত সরাব পৃষ্ঠের ন্যায় এবং জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন পৃথিবী গোলাকার। বোধ হয়, পৌরাণিকেরা নূতন ভূখণ্ডের (আমেরিকার) অস্তিত্ব পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, তাঁহারা প্রাচীন ভূখণ্ডেরই (আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা) কতক বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং সেই ভূভাগকেই সমুদায় ভূমণ্ডল জ্ঞান করিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদেরা অবনীর গোলত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার নিম্নার্দ্ধের বিবরণ কেবল কল্পনা বলে সঙ্কলন করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব পৌরাণিক মত, কল্পিত জ্যোতিষী মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে সাগর পরিবেষ্টিত পৃথিবী লোকালোক নামক পর্ব্বতশ্রেণী-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানেরা এই পর্ব্বতকে "কাফ্‌" ও প্রাচীন ইউরোপীয়েরা "আটলাস" কহে। য়িহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা পৃথিবীকে সমতল বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্তটীকে অনৈসর্গিক বলা যাইতে পারে না, কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ব্যতিরেকে, বোধ হয়, পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারিত না।

পৌরাণিকেরা বলেন, সরাব পৃষ্ঠাকার এই পৃথিবীর ঠিক্‌ মধ্যস্থলে সুমেরু পর্ব্বত স্থাপিত। ইহার আকার পদ্মকর্ণিকার ন্যায়। ইহার মূল হইতে ইহার উপরিভাগের পরিসর দ্বিগুণ এবং উচ্চ-

তার পরিমাণ পঞ্চগুণ। ক্লীয়াস্থস্‌ও পৃথিবীর আকার উল্টান কর্ণিকার (Cone) স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিউশিপস্‌ও এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পৌরাণিকদিগের মতে পৃথিবীর আকার একটী পদ্মের মত। ইহার মধ্যস্থল সুমেরু অথবা বিষ্ণুর নাভি বলিয়া উক্ত আছে। এই ভূ-পদ্মের চারিটী পাপড়ী, অবনীর পূর্ব্ব, পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ মহাখণ্ড নামে খ্যাত; অর্থাৎ প্রথম কুরুবর্ষ, দ্বিতীয় কেতুমল বর্ষ, তৃতীয় ভারতবর্ষ, ও চতুর্থ ভদ্রাশ্ব-বর্ষ। এবং ইহার পত্রগুলি দ্বীপ— বলিয়া খ্যাত। এই সদ্বীপা পৃথিবী জলে নৌকার ন্যায় ভাসিতেছে। কালডিয়া-নেরা পৃথিবীকে তরণীর ন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এবং প্রাচীন আর্য্যগণ অর্ঘ্যেতে ইহার সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্ঘ্যের উন্নত প্রদেশ "অর্ঘ্যনাথ" বা "ঈশ্বর" বলিয়া উক্ত হয়। পাঠিকাগণ এই স্থলে আরগোনটীক্ ব্যাপার (Argonautic Expedition) স্মরণ করিয়া দেখুন। মিসরবাসীরা তাঁহাদের প্রধান দেবতা "অশিরিশ্‌কে" আরগোর সেনাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাঁহাকে বহুলোকবাহী এক নৌকারোহী পুরুষের আকারে গঠন করিয়াছেন। এইক্ষণে মিসর দেশীয় "আরগোনট" ও আমাদিগের "অর্ঘ্যনাথ" এই দুয়ে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচনা করুন। ফলতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দুই জাতি যে নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। আর্য্যেরা প্রাতঃ-সূর্য্য সম্মুখীন হইয়া সম্মুখস্থ দিক্‌কে পর বা পূর্ব্ব, পশ্চাদ্ভাগস্থ দিক্‌কে অপর বা পশ্চিম, অন্য দুই দিক্‌কে দক্ষিণ ও বাম বা উত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৌদ্ধেরা পৃথিবীর পাশ্চাত্য ভাগকে অপরিকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। সিংহলবাসিগণ উত্তর দিক্‌কে উত্তর কুরু বলিয়া থাকেন। বায়ু পুরাণে পৃথিবীর পূর্ব্বাংশকে পূর্ব্ব দ্বীপ এবং অকুষশ্ নদী অপর গণ্ডিকা অর্থাৎ পশ্চিম গণ্ডিকা বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহাহইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে পৃথিবীর পশ্চিমাংশকে অপর দ্বীপও বলা হইত। আবার অপরেয়ম্ এবং অপরেয় অপর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আইবিরিয়া ইউরোপের পশ্চিমাংশের প্রাচীন নাম। বোধ হয় ইহা ঐ অপরেয়ম বা অপরেয় শব্দের অপভ্রংশ। মহাকবি হোমারও হাইপিরিয়া বা অপর শব্দ ঐ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাকালে ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূমণ্ডলের দুই প্রধানাংশের অন্যতর অংশ বলিয়া যে বিদিত ছিল, বিজ্ঞ জন মাত্রেই বোধ হয় তাহা অবগত আছেন।

দৃশ্যমান ঈশ্বরবিরচিত এই জগন্মণ্ডলকে পণ্ডিতেরাও এক একবার স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে রচনা করিয়া থাকেন। এই রোগ সকল দেশের লোকেরই আছে। এইক্ষণে সেই পৃথিবীর আকার, প্রকার,

সংস্থান, উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় প্রভৃতির সম্বন্ধে আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে কে কিরূপ বলেন, তাহা প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত বলেন, ঈশ্বরসৃষ্ট ভূত পঞ্চকের মধ্যে পৃথিবী সর্ব্ব শেষোৎপন্ন ভূত। আর্য্যেরা মূল পদার্থকে "ভূত" নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'ভবতি অস্মাৎ' যাহা হইতে হয়, তাহারই নাম ভূত। কিন্তু ঘট, পট, গৃহ, কুড্যাদি জৈবিক কার্য্যের উপাদান ভূত নহে। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান যে যে বস্তু, তাহারাই প্রকৃতরূপে ভূত শব্দে প্রকৃত বাচ্য। আর্য্যদিগের মতে পাঁচটীর অতিরিক্ত ভূত নাই। পাঁচটী মাত্র ভূতের সংযোগ বিয়োগ ন্যূনাধিক ভাবে সংহত অসংহত হইয়া ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্বের উৎপত্তির কারণ হইয়াছে। প্রথমতঃ আকাশ, তৎপরে বায়ু, অনন্তর বহ্নি, বহ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠিকাগণকে বারি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে শব্দ-বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

"কদম্ব কোরক ন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্য-চিন্মতে। বীচি তরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা॥

মীমাংসা ও পানিনিদর্শনের মতে শব্দ নিত্য। সেই নিত্য শব্দের নাম স্ফোট। আঘাতাদি দ্বারা শব্দ ব্যক্ত হয়। ঘট এই শব্দের স্ফোট নিত্য। কিন্তু মুখ দ্বারা প্রথমে ঘকার, তৎপরে অকার, তৎপরে টকার এবং তৎপরে অকার উচ্চারিত হইয়া সেই স্ফোটের ব্যঞ্জন মাত্র হইয়া থাকে। যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তালবৃন্ত সঞ্চালনাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়, সেই রূপ আঘাতাদি দ্বারা স্ফোটের প্রকাশ মাত্র হয়।

নৈয়ায়িকের মতে শব্দ অনিত্য। ইহা আকাশের বিশেষ গুণ। আঘাতাদি দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে যেরূপ কদম্বগোলকের সকল দিকেই পাপড়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ আঘাতোৎপন্ন প্রথম শব্দ হইতে সকল দিকেই পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হয়। আবার ঐ সকল শব্দের প্রত্যেকের সকল দিকে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে শব্দ উৎপন্ন হইলেই উহার জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতান্তরে প্রথম উৎপন্ন শব্দ

বেষ্টন করিয়া জলের তরঙ্গের ন্যায় একটী শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটী তরঙ্গাকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই ঐ শব্দের জ্ঞান হয়।

এই শেষোক্ত মতটির সহিত ইউরোপীয় শব্দবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতের ঐক্য দেখা যায়। তাঁহাদিগের মতেও বীচিতরঙ্গাকারে বায়ু এবং অন্যান্য তরল পদার্থে শব্দের প্রসারণ হইয়া থাকে। ইহা বোধহয় এক্ষণে আর কাহারও অবিদিত নাই, যে ভূমণ্ডল চতুর্দ্দিকে সমুদ্র তল হইতে উর্দ্ধে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুদ্বারা পরিব্যাপ্ত। যেরূপ মীন কচ্ছপাদি জলের মধ্যে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ভূচর ও খেচর জীব এই বায়ু রাশির মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে যে স্থান শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে, সে সমস্তই বায়ুতে পরিপূর্ণ। জগতে যাবতীয় বস্তু আছে, সমস্তই স্বজাতীয় পরমাণু পুঞ্জের সম্মিলনে উৎপন্ন হয়। পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন শত শত পরমাণু একত্র সংঘটিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে। যদি কোন বস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করা যায়, এবং শেষে উহার এরূপ সূক্ষ্ম ভাগ পাওয়া যায় যে তাহা আর ভাগ হইতে পারে না, তবে ঐ সূক্ষ্মাংশই সেই বস্তুর পরমাণু। একটী বালুকাতে শত শত পরমাণু আছে। সুতরাং, এরূপ সূক্ষ্ম অস্ত্র হওয়াই অসম্ভব যদ্দারা কোন বস্তুকে প্রকৃতই পরমাণুতে বিভাগ করা যায়। বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পরমাণু সকল সন্নিহিত হইলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ দ্বারা তাহারা পুঞ্জীকৃত হয়। এই আকর্ষণকে যোগাকর্ষণ বলে। যোগাকর্ষণে পরমাণু যতই আকৃষ্ট হউক না কেন, উহাদের অন্তর্ভূত তাপ-বলে উহারা এক কালে মিলিয়া যাইতে পারে না। উহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ (ফাঁক) থাকিয়া যায়। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই আঘাতে বা চাপে কিছু না কিছু সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। কতকগুলি বস্তু চাপে সঙ্কুচিত হইয়া সেই চাপ বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেই সঙ্কুচিতাবস্থাতেই থাকে। আর কতক গুলি বস্তু চাপবল অন্তর্হিত হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সীসা ধাতু আঘাতে সঙ্কুচিত হইয়া আঘাত বল অন্তর্হিত হইলেও প্রায় সেইরূপ সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু ইস্পাতে বা হস্তিদন্ত আঘাতে সঙ্কুচিত হইলেও আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

বাদন প্রণালী।

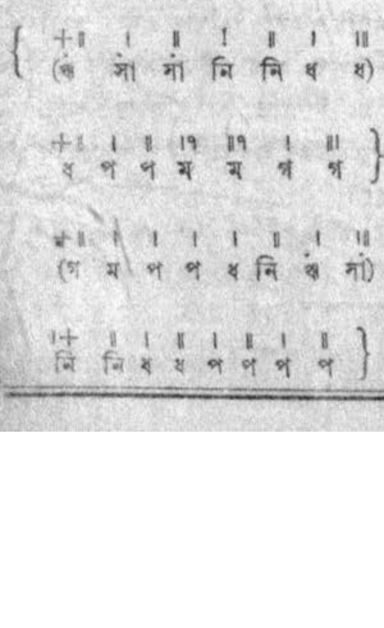
"THERE IS A HAPPY LAND."

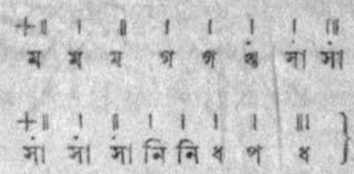
কাওয়ালী।



POLKA.

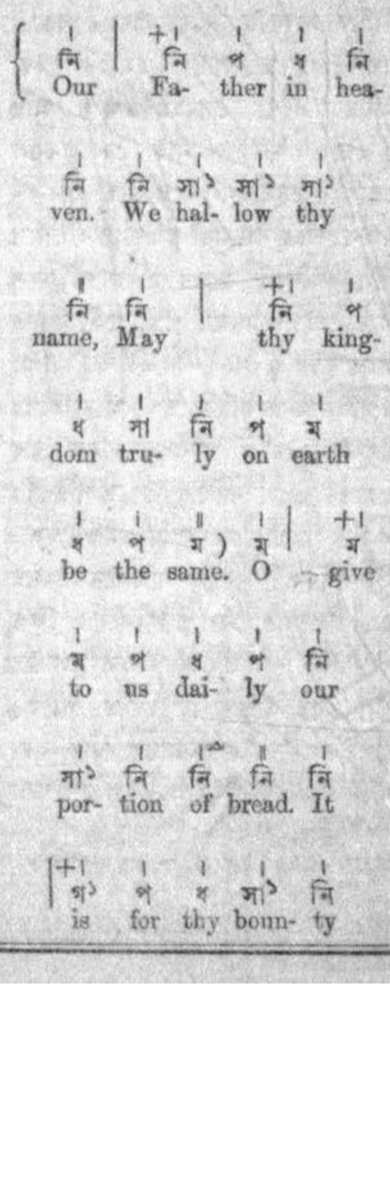
একতালা দ্রুতগতি।





OUR FATHER IN HEAVEN.

একতালা।



ধ প নি ধ
that all must

ম গ
be fed.

GOD SAVE THE QUEEN.

সা সা ঋ নি সা ঋ গ গ ম

গ ঋ সা ঋ সা নি সা সা ঋ

গ ম প প গ প ম গ ম

ম ম ম গ ঋ গ ম গ ঋ গ

গ ম প ধ প ম গ ঋ সা

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

১। আমেরিকা নিবাসী অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়েকটী ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসীর প্রত্যেক লোকেই এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝিতে পারে।

২। ইয়োরোপের একটী মাত্র দেশে প্রাণদণ্ড দিবার রীতি রহিত করা হইয়াছে, সে দেশ ইটালী।

৩। প্রাণ দণ্ড দিবার জন্য নিম্নলিখিত কয় প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। (১) ফাঁসি কাষ্ঠ, (২) কুঠার, (৩) রজ্জু, (৪) আগ্নেয়াস্ত্র, (৫) তরবারি। ব্রান্সউইক রাজ্যে কুঠার, চীনদেশে রজ্জু, ইউকেডর প্রদেশে আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রুসিয়া রাজ্যে তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। কোন কোন জাতীয় বিষধর সর্প আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একবার একটী আমেরিকা দেশস্থ ঝুমঝুম শব্দকারী সর্পকে কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ বায়ুশূন্য প্রকাণ্ড স্বচ্ছ কাচের বোতলে প্রবেশ করান। বায়ুবর্জ্জিত স্থানে থাকিয়া সর্প কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি দেখিলেন বায়ুশূন্য বোতলের মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থিতির পরেই সর্পটী ছট্‌ফট করিতে আরম্ভ করিল, তৎপরে সজোরে আপনার শরীরে দংশন করিল। দংশনের পর মুহূর্ত্ত হইতেই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল, এবং এক মিনিটের মধ্যেই তাহার আয়ুঃশেষ হইল। সর্পটী স্বীয় শরীরের যে স্থানে দংশন করিয়াছিল, তথায় দুইটী

দাঁতের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরে দৃষ্ট হইয়াছিল। কোন কোন জাতীয় সর্পের ন্যায় কাঁকড়া বিছাও আত্মহত্যা করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার একটী কাঁকড়া বিছার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাতে দেখা গিয়াছিল সে চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পরিয়া স্বীয় দেহে দংশন করিল এবং দংশনের ক্ষণেক পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

৫। আফ্রিকায় যে খর্ব্বজাতীয় মনুষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা সচরাচর দীর্ঘে প্রায় আড়াই হাতের অধিক নহে। ইহাদিগের মস্তক গোলাকার, নাসিকা খর্ব্ব, মুখ দীর্ঘাকৃত, শ্মশ্রু হ্রস্ব এবং দেহ লোমাবৃত। ইহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতি, চতুর, এবং চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ। ইহারা কোন প্রকার গহনা ব্যবহার কিম্বা গাত্রে উল্‌কী ধারণ করে না। ইহারা উপরিস্থ ওষ্ঠের উপর দুইটী ছিদ্র করিয়া থাকে, বলে উহা সৌন্দর্য্য সম্পাদক। ইহারা এককালে ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। একপ্রকার বিবাহ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা সভ্যতাসম্মত বিবাহ-প্রথার অনুযায়ী নহে। ইহারা মৃতদেহ সমাধি করিয়া থাকে। নরমাংস ভক্ষণ রীতি ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। ষ্টুলমেন নামক জর্ম্মণ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বলেন যে প্রাচীনকালে সমস্ত আফ্রিকাদেশে এই খর্ব্বাকার জাতি দেখা যাইত, কিন্তু এক্ষণে আফ্রিকার মধ্যভাগেই উহাদিগের বাস।

৬। আমাদের দেশে মহাকালী রণদেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন; তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী, দেখিলেই প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। পাঠিকা! জেডো নগরের একটী রণদেবতার বিবরণ শ্রবণ কর। ইহা আরও ভয়ঙ্করী এবং মনুষ্যকল্পনা কত দূর অগ্রসর হইতে পারে ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জেডো নগরে যে রণদেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম হচিমান। ইহা নারীমূর্ত্তি। কাষ্ঠ ও প্লাষ্টারদ্বারা এই নারীমূর্ত্তি গঠিত, ইহা প্রায় ৩৬ হাত উচ্চ। ইহার শিরঃপ্রদেশ এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্যে ২০ জন লোক বিনা ক্লেশে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারে। এই রণদেবতার এক হস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারি; তাহার ফলা ১৮ হাত দীর্ঘ। অন্য হস্তে একটী গোলা আছে, তাহার ব্যাস ৮ হাত। মানবদেহ যেমন অস্থিদ্বারা সংগঠিত, সেইরূপ কৃত্রিম অস্থিদ্বারা এই রণদেবতার দেহ গঠিত। ইঁহার চক্ষু দেহানুরূপ, এক একটী প্রকাণ্ড গবাক্ষ বিশেষ; প্রয়োজন হইলে এই গবাক্ষদ্বারা নগরের সমস্ত অংশ বিশেষ ভাবে দর্শন করা যায়। যদি তুমি এই রণদেবতার শিরোদেশে উঠিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে তন্মধ্যস্থিত ঘোরাণ ঘোরাণ সিড়ি আছে, তুমি এক আনা দর্শনী দিয়া স্বচ্ছন্দে উপর প্রদেশে উঠিয়া নগর দর্শন কর।

শোকের শান্তি।

(গত প্রকাশিতের পর)

তবে কি শান্তির প্রকৃত উপায় স্মৃতি? স্মৃতিই তো শোকানলের আহুতিস্বরূপ। স্মৃতির জন্যই শোকের অমন আগুণ জ্বলিয়া থাকে। যাহার জন্য শোকাকুল হইয়াছ, সে কত ভাল বাসিত, তোমাকে দেখিলে কত সুখী হইত, কেমন করিয়া আপন দিয়া তোমার সুখ সম্পূর্ণ করিতে চাহিত, স্মৃতি রাক্ষসীই তো জপমালায় সে সব কথা গাঁথিয়া রাখিয়াছে!—তাহার প্রাণে কিসের জন্য দারুণ ক্ষোভ রহিয়াছে, সে কি চাহিয়া পাইয়াছিল না, তাহার কাছে তোমার কত ত্রুটি, কত অপরাধ, অসংশোধিত অবস্থায় এজনমের মত রহিয়া গিয়াছে, স্মৃতি পোড়ারমুখীই তো দিন রাত্রি সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে! তাইতো শোকের যন্ত্রণা! আবার তাহাকে মনে করিলেই তাহাকে আবশ্যক হয়, অথচ সে এখন মানবেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার জন্য তুমি দীনই হও, পথের ভিখারীই হও, নিরন্নই হও, সে আশা পূর্ণ করিতে—তোমার একবিন্দু অভাব দূর করিতে, ফিরিয়া আসিবে না! তাই বলিতেছি, পিপাসিতের জলপানে সুখ আছে সত্য, কিন্তু যদি কখনও মরুভূমির মত জলশূন্য স্থানে যাইতে হয়, তবে সেখানে জলের স্মৃতি উদ্দীপনের ফল দারুণ দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই রকম, মানবের পক্ষে, ইহলোকবাসী আত্মীয়ের বা বন্ধুর স্মৃতি বড়ই মধুময়—বড়ই সুখময়; কিন্তু সে ভালবাসাভাজন যখন পরলোকে চলিয়া যায়—শরীরী মানব যখন তাহার সহিত পার্থিব সম্বন্ধ অনুভব করিতে অক্ষম হয়, তখন তাহার অগ্নিময় স্মৃতি জ্বালাইবার ফল কেবল "পুড়িয়া মরা" ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ রকম প্রীতিশূন্য একতা, জীবনশূন্য দেহ, প্রীতিভাজনশূন্য স্মৃতি, বহিয়া বেড়াইতে কে চাহিবে?

বিস্মৃতির সুখ বলিয়াছি, স্মৃতির সুখও বলিলাম। সুতরাং এখন আমরা সহজে বলিতে পারিব, যে এরকম বিস্মৃতি অথবা স্মৃতিতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি নাই। বিস্মৃতি শোক শান্তির নিকৃষ্ট উপায় এবং স্মৃতি শোকানল জ্বালাইবার সহায় মাত্র। অতএব আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইলে আগে আমাদিগকে নিজের হৃদয়মধ্যে ঢুকিয়া "খানা-তল্লাসী" করিয়া দেখিতে হয়। সেখানে এমন একটা জিনিস আছে, যে সেইটার জন্যই আমাদের "শান্তি" সহজে লাভ হইতে পারে না।—আমরা এই দূষিত পদার্থটী অথবা "চোরামাল"টী গ্রেপ্তার করিয়া বিবেক দেবতার হস্তে যে দিন সমর্পণ করিতে পারিব, সে দিন কোনও বিষয়ে আমাদের অশান্তি থাকিবে না।

এই জিনিসটীর নাম স্বার্থ। স্বার্থ মান-

বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমি যে ভাবটীকে "স্বার্থ" বলিতেছি, লোকে তাহাকে ঠিক্ স্বার্থ বলে না—"আমিত্ব" বলে। এই স্বার্থ অথবা আমিত্ব আর কিছুই নহে, আপনাকে সকল সুখের কেন্দ্রীভূত করা। এরকম স্বার্থের জন্য কেহ কাহাকে নিন্দা করে না, কারণ ইহা স্বার্থপরতা নহে। কিন্তু লোকে নিন্দা না করিলেও আমরা অনেক সময়ে স্বার্থের জন্য ঠকিয়া যাই—দুঃখের বোঝা কিনিয়া বসি। এই বিষয়ের এক প্রধান প্রমাণ আমাদের শোক।—যাহার শোকে হৃদয় এত কাতর হইয়াছে, তাহাকে যদি নিঃস্বার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি তাহাকে আমার জন্য ভাল না বাসিয়া তাহারই জন্য ভাল বাসিতে পারিতাম, যদি আমার প্রাণের গোপনীয় দৃষ্টি আমার নিজের সুখের উপরে না থাকিয়া তাহার সুখের উপরেই থাকিত, যদি আমি আপনা ভুলিয়া তাহাকে ভাল বাসিতাম, তাহা হইলে তাহার জন্য এত ক্লেশ পাইতাম না! সত্য বটে, সে এ জগতে থাকিলে আমি তাহাকে যত্ন করিতে পারিতাম, আদর করিতে পারিতাম—বড় জোর আমার মানবশক্তির যাহা আয়ত্ত, তাহাকে সেই সব জিনিস দিয়া সুখী করিতে পারিতাম; কিন্তু মর জগতের শোক দুঃখ হইতে, মর জগতের জরা মরণ হইতে, মর জগতের বিঘ্ন বিপদ হইতে, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে রক্ষা করিতে আমার ক্ষমতা হইত না। এ সংসারে থাকিলে সংসার-যাতনা তাহাকে ভোগ করিতেই হইত! আবার দেখ, মাতা পিতা সন্তানকে ভাল বাসেন সত্য, সন্তান পিতা মাতাকে ভাল বাসেন সত্য, স্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন সত্য, স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন সত্য, বন্ধু বন্ধুকে ভাল বাসেন সত্য, কিন্তু অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর মত ভাল বাসিতে কাহার সাধ্য আছে? আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসাকে আমরা "অসীম"ই বলি, "অনন্ত"ই মনে করি, আমাদের ভালবাসায় রাগ আছে, অভিমান আছে, বিরক্তি আছে, স্বার্থের কত জিনিসই তাহাতে মিশান আছে! অতএব ভগবতী বিশ্বজননীর ভালবাসার—সেই দোষ গুণে, পাপ পুণ্যে, জীবন মরণে অবিকৃত, সমভাব, সেই সম্পূর্ণ ভালবাসার তুলনায়, আমাদের এ অসম্পূর্ণ ভালবাসা নগণ্য মাত্র! তাই বলিতেছি, যাহার শোকে বুকে বড় বেদনা লাগিয়াছে, এখন সে সেই শোকতাপহীন, জরামরণহীন, বিঘ্নবিপদহীন, অনন্ত সুখের রাজ্যে গিয়াছে, অনন্ত স্নেহময়ী বিশ্বজননীর স্নেহের কোলে গিয়া অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, স্বর্গের অমৃতমাখা ভাল বাসাতে তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে; আর পাপাশয় আমি, নিষ্ঠুর আমি তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি! কাঁদি কেন?—সেই "আমিত্বে"র জন্য। তাহাকে দেখিতে পাই না, জীবনে তাহার সহিত সংস্রব অনুভব করিতে পারি না, তাহার সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে পারি না! আমার তাহাকে বড় প্রয়োজন

হইলেও সে আসিতে পারে না ! এই সব ক্ষোভেই কাঁদি ! বলা বাহুল্য এ সব কথাই আমাদের সেই "আমিত্ব" মূলক ! সেই জন্যই বলিয়াছি স্বার্থের জন্যই আমরা এ সংসারে অনেক সময়ে প্রতারিত হই। যত দিন এই স্বার্থ, প্রাণে জড়িত থাকিবে, তত দিন শোককাতর হৃদয় প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে না ; এই স্বার্থ বা আমিত্বই আমাদের শান্তির অন্তরায়।

এখন, আমরা যদি আমাদের মৃত— ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহভাজনকে ভাল বাসিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে পারি, যদি ভালবাসার অনুশীলনে স্বার্থশূন্য হইতে পারি, যদি নিঃস্বার্থ প্রীতিতে হৃদয় পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের শোকের প্রকৃত শান্তি হয়। শোকের শান্তি স্বার্থপূর্ণ স্মৃতি বা বিস্মৃতিতে নহে, নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুশীলনে। নিঃস্বার্থরূপে ভালবাসাই আমাদের শোক-যাতনা নিবারণের উপায়।

এই খানে বলা আবশ্যক, আমরা যে নিঃস্বার্থ প্রীতির কথা বলিতেছি, তাহা সাধারণতঃ জীবিত আত্মীয় বন্ধুগণের প্রাপ্য নহে। জীবিত ব্যক্তিগণ স্থূলেন্দ্রিয়েরও গ্রহণীয়, সেই জন্য কেবল তাঁহাদিগের ধ্যান করিয়া আমাদিগের সুখ নাই—অন্ততঃ সম্পূর্ণ সুখ নাই ; তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, আপনা দিয়া তাহাদিগের মুখের হাসি, হৃদয়ের সুখ ফুটাইতে ইচ্ছা করে ; এ সকল ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে মানব-মনের পরিতৃপ্তি নাই ; অতএব আমিত্বের এতগুলি জিনিস যেখানে, সেখানে "নিঃস্বার্থ প্রীতি" কাহাকে বলিব ?—তাই বলিতেছি, প্রীতিভাজন মরিয়া যখন দেবতা হয়, দেবতার মত যখন সূক্ষ্মেন্দ্রিয়েরই প্রাপ্য হয়, দেবতার মত অশরীরী হইয়া যখন তাহার ভক্তের প্রাণের প্রাণে নীরব আধিপত্য করিতে থাকে, তখন সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়েই নিঃস্বার্থ প্রীতির জন্ম হয় ! তখনকার ভালবাসায় রাগ নাই, গর্ব্ব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই ! সে ভালবাসা পবিত্র পুণ্যময়। সেই ভালবাসার পূর্ণ বিকাশেই—মানব হৃদয়ের সম্পূর্ণতা— চরমোৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। এই-জন্যই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, "মৃতকে ভুলিয়া যাইও না ; তাহার ভালবাসা অনুশীলন করিও অর্থাৎ তাহাকে পূজা করিও, তাহার মৃত্যুর তিথিদিনে সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণ ও বন্ধুদিগকে আহার করাইও, তাহার নাম করিয়া অনাথ দরিদ্রদিগকে দান করিও।" এই সকল কার্য্য করিতে মানবের নিঃস্বার্থ প্রীতি অভ্যাস হয়, শোক-সন্তপ্ত হৃদয় ইহলোক পরলোকব্যাপী সম্বন্ধ অনুভব করিতে—উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হয় ; তাহাতেই শোকের প্রকৃত শান্তি মিলে, ভগবৎ-সৃষ্ট "শান্তি" তাহাতেই পাওয়া যায়।

অতএব যে দিন আপনা ভুলিয়া, সেই

ভক্তি, প্রীতি অথবা স্নেহভাজন পর-জগৎবাসীকে ভালবাসিতে পারিব, যেদিন ইহ জগতে থাকিয়াও তাহার জন্য জগতের সাধু ও পবিত্র কাজ করিতে পারিব, যে দিন ইহলোক পরলোকের অলৌকিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, সেই দিনই এ অসহনীয় শোকের শান্তি মিলিবে! সে দিন সে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও ধ্যানের প্রাপ্য হইবে, তাহার ধ্যানেই এ হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত হইয়া রহিবে। সে দিন এ বিশ্বজগৎ তাহারই সৌরভপূর্ণ "নন্দন বন' হইয়া রহিবে! সেদিন আমার উপরে তাহার স্নেহ মমতার পরিচয় না পাইলেও, আমার নিরাকাঙ্ক্ষ ভালবাসা তাহাতে জড়িত থাকিয়া এ হৃদয়কে স্বর্গের পথে লইয়া যাইবে! সে দিন তাহাকে "আর দেখিতে পাইব না" ভাবিয়া কাঁদিব না, একদিন যে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই দিনের কথা মনে করিয়াই বাকি দিন কয়টা আনন্দে কাটাইতে পারিব! অবশ্য, এ তপস্যা মানবের পক্ষে—তোমার আমার মত সাধারণ মানবের পক্ষে বড়ই আয়াসসাধ্য। দুইবৎসরে অথবা পাঁচবৎসরে সিদ্ধি লাভের আশা করিতে পারি না; তথাপি যদি সিদ্ধিলাভের আশাশূন্য হইয়াও এই মহাতপস্যায় জীবন নিয়োজিত করিতে পারি, তাহাতেও আমার মানব-জীবন সার্থক হইবে। কারণ নিঃস্বার্থ নির্ম্মল ভালবাসার সম্প্রসারণে মানব-হৃদয় যতই সম্প্রসারিত হয়, মানব ততই বিশ্বজগৎকে এবং বিশ্বপতি জগদীশ্বরকে ভালবাসিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে! ইহাতেই ভালবাসার সফলতা! ইহাতেই মানব জন্মের সার্থকতা! প্রকৃত ভালবাসাভাজন লোকান্তরিত হইলে হৃদয় শ্মশানবৎ—ভয়ানক, শ্মশানবৎ যাতনাময় হয়, কিন্তু ভালবাসার অনুশীলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে—সেই শ্মশানে, সেই চিতাভস্মে স্বর্গের সোপান গঠিত হইতে থাকে। মঙ্গলময় জগদীশ্বর অনন্ত যাতনাময় শোক হইতেও হৃদয়ের এইরূপ উৎকর্ষসাধন করেন, মানব-জীবনকে এইরূপ উন্নতি পথে লইয়া যান! এমন দেবতার মহামহিমা বুঝিতে কি তোমার আমার মত মানবাণুর সাধ্য আছে?

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের জন্য ভগবান যে উপায় দিয়াছেন, তাহা সাধনা করিতে হইলে আমাদিগের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্থিরচিত্ততা ও একাগ্রতার প্রয়োজন।—স্বার্থ পরিত্যাগ সহজ কথা নহে। এই সকল মহতী শক্তি লাভের উপায় ভগবানের চরণে প্রার্থনা। প্রার্থনা করিলে ভগবান্ "আয়ু, যশ, তনয় বিত্ত" দেন কিনা তাহা আমি জানি না; কিন্তু দুর্ব্বল মানব আত্মার উন্নতির জন্য যাহা ভিক্ষা করে, দয়াময় তাহা দিয়াই থাকেন। অতএব ভগবানের চরণই সহায় করিয়া আমাদিগকে শোক শান্তির সাধনা করিতে হয়।—কেবল শোকের শান্তি বলিয়া নহে, ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস

যতই প্রবল হইতে থাকিবে, আমরা যতই তাঁহার হইতে পারিব, ততই আমাদিগের জীবন সকল প্রকার দুঃখের অতীত হইয়া চির সুখ শান্তি লাভের যোগ্য হইতে থাকিবে। মানব জীবনে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সাধনীয়।

লেখিকা—শ্রী মা।

বালিকার আত্ম-বিসর্জ্জন।

ঘোর ষড়্‌যন্ত্রজালে আবদ্ধ হইয়া শিখসচিবপ্রধান ধ্যান সিংহ প্রকাশ্য সভামধ্যে শাণিত তরবারিমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। তেজস্বী, সিংহবিক্রম, যুবক পুত্র হীরা সিংহ সৈন্যদল-সহায়ে পিতৃ-হন্তা শত্রু অজিত সিংহের মস্তক ছেদন করিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া সেই ছিন্নমস্তক জননীর পাদদেশে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে হস্তাঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ধ্যানমহিষী পতিহন্তার রুধিরাপ্লুত বিকটাকৃতি মস্তক দর্শন করিয়া গম্ভীররবে কহিলেন, "বৎস! তোমার জয় হউক, আমি এক্ষণে সন্তোষলাভ করিলাম। আর কেন? তোমার জনকের মস্তক অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সহমরণে প্রস্তুত হইব। বৎস! তোমার পিতার সহিত স্বর্গলোকে মিলিত হইয়া কহিব যে, তোমার প্রিয়পুত্র বংশোচিত কার্য্য করিয়াছে—সৎপুত্রের কর্ত্তব্য হীরা সিংহ সিদ্ধ করিয়াছে। এক্ষণে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দেও।" মহিষীর চিরপ্রফুল্ল হাস্যময় বদনে তৎকালে কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সকলের নিকট হইতে স্নেহময় মধুর বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজ সম্পত্তিরাশি দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐহিক সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া প্রিয় পতির উষ্ণীষ হইতে বহুমূল্য পুচ্ছ গ্রহণ করিয়া স্নেহাস্পদ তনয়ের উষ্ণীষে সন্নিবেশিত করিলেন।

ধ্যান সিংহের অপর ত্রয়োদশ পত্নী ছিলেন। সকলেই সহগমনে প্রস্তুত; সকলেই তৎকালীন বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন। পাদস্পর্শী কেশজাল ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। ললাটদেশে সিন্দূর-স্তর শোভা পাইতে লাগিল। রক্তজবা মালারূপে গ্রথিত হইয়া পতিপদতল চুম্বন করিলেন। সে অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে দর্শক মাত্রেই স্তম্ভিত হইল। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত।

প্রধানা মহিষী আপন অঙ্কে প্রিয় পতির ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া চিতারোহণ করিলেন; চতুর্দ্দিকে অপরাপর মহিষীরা মণ্ডলাকারে উপবেশন করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এমন সময়ে এ কি? সকলে স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল। কি অপরূপ! একটী দশমবর্ষীয়া বালিকা সতীবেশে হাস্যরাশিতে দশদিশ উজ্জ্বল করিয়া চিতা